নিচুতলার আঁধারে

গোর্কী

অনুবাদক—অশোক গুহ

বর্মণ পাবলিশিং হাউস

৭২ হ্যারিসন রোড :: কলিকাতা—৯

প্রকাশক—ব্রজবিহারী বর্মণ
বর্মণ পাবলিশিং হাউস
কলিকাতা—১

আগস্ট, ১৯৫৩
প্রচ্ছদপট শিল্পী - জয়দেব রায়

দেড় টাকা]

মুদ্রাকর—শ্রীকার্ত্তিকচন্দ্র পাণ্ডা
মুদ্রণী
৭১, কৈলাস বোস ষ্ট্রীট
কলিকাতা—৬

চরিত্র

মিখাইল আইভানফ্ কোস্টিলিয়ফ—আস্তানার মালিক।

ভ্যাসিলিসা কার্পোভ্না—　　ঐ স্ত্রী

নাতাশা—ভ্যাসিলিসার বোন।

মিডভিয়েডিয়েফ—ঐ পিতৃব্য, পুলিস কর্মচারী।

ভাস্কা পেপেল—ছোকরা চোর।

আন্দ্রেই মিট্রিক ক্লেশেচ—কামার (তালাচাবি তৈরী করে)।

আনা—ঐ স্ত্রী।

নাস্তিয়া—একটি বেশ্যা।

কাসনিয়া—ফেরিওয়ালী।

বাবনফ্—টুপী তৈরী করে।

ব্যারন—
স্যাটাইন
} আস্তানার বাসিন্দে

অভিনেতা

লিউকা—একজন তীর্থযাত্রী।

আলিওস্কা—মুচি।

ক্লিভয় জব
তাতার
} দারোয়ান

আস্তানার অন্যান্য বাসিন্দে, ভবঘুরের দল।

দৃশ্যগুলি ঘটছে এই রাতের আস্তানায় আর তার পিছনের 'পোড়ো জমিতে'।

নিচুতলার আঁধারে

প্রথম অঙ্ক

নিচুতলার এক কুঠরী, গুহার মতই দেখতে, নিচু নোংরা ছাদ পাথরের দেয়ালের সঙ্গে মিশে গেছে, পলেস্তারা খসে পড়ছে দেয়াল থেকে; রংও বিবর্ণ। ডান দিকের দেয়ালে বেশ উঁচুতে একটা জানালা, তারই ভেতর দিয়ে আলো আসে। ডান দিকে পেপেলের ঘর, পাতলা তক্তাঘেরা। ঐ ঘরটার পাশে বাবনফের কাঠের মাচা, বাঁ দিকে একটা বিরাট স্টোভ। বাঁ দিকের দেয়ালের ধারে একটা দরজা— রান্নাঘরে যাওয়া যায়—ওখানে থাকে কাসনিয়া, ব্যারন আর নাস্তিয়া। স্টোভ আর দরজার মাঝখানে যে ফাঁকা জায়গাটুকু, সেখানে দেয়ালের গা ঘেঁসে একটা বেশ বড় বিছানা—ময়লা ছিটের কাপড় দিয়ে ঢাকা। দেয়ালের ধারে ধারে সারি সারি মাচা। সামনের দিকে একটা কাঠের টুলের উপরে বসে আন্দ্রেই তালায় চাবি লাগাতে চেষ্টা করছে। তার পায়ের নিচে পড়ে আছে নানা ধরণের চাবি। সাঁড়াশি, হাতুড়ি, চাবি সারাবার আরো নানা সরঞ্জাম দেখা যাচ্ছে। ঘরের মাঝখানে একটা টেবিল, দুখানা বেঞ্চি আর একটা টুল পাতা, বার্নিস তো নেইই, ভারি নোংরাও। টেবিলের পেছনে কাসনিয়া সামোভার নিয়ে ব্যস্ত। ব্যারন এক টুকরো রুটি চিবুচ্ছে। নাস্তিয়া টুলটায় বসে একখানা ছেঁড়া বই পড়ছে। ওপাশে মশারীর মধ্যে শুয়ে কাসছে আনা; ব্যাবনফ্ তার মাচায় বসে একজোড়া পুরনো পাজামা জোড়াতালি দিচ্ছে। তার চার পাশে অয়েল ক্লথ আর ছেঁড়া কাপড়ের টুকরো ছড়ানো। স্যাটাইন সবে জেগেছে, মাচায় শুয়ে গোঙাচ্ছে। স্টোভটার উপর শুয়ে আছে অভিনেতা। তাকে প্রেক্ষাগৃহ থেকে দেখা যায় না, কিন্তু কাসির শব্দ শোনা যায়। সময়—বসন্তের প্রথম দিকে এক ভোর বেলা।

ব্যারন। হঁা, তারপর?

কাসনিয়া। বন্ধু, না গো না, অমন কথাও বোলো না! ওসব ঢের দেখেছি— একশটা চিংড়ী মাছ এনে দিলেও আবার আমি বিয়ে বসব না।

বাবনফ। (স্যাটাইনকে) এই অমন করছ কেন ?

(স্যাটাইন আবার গোঙাচ্ছে)

কাসনিয়া। বনুহু, এই তো বেশ স্বাধীন আছি, নিজের মুনিব এখন আমি। কার দাসখতে আবার নাম লেখাব গিয়ে। না, না, ও আমি পারব না। মার্কিনমুল্লুকের কোনো রাজপুত্তুর এসে বললেও বিয়ে আমি বসব না।

আন্দ্রেই। মিছে কথা !

কাসনিয়া। কি, কি বললে ?

আন্দ্রেই। কি আবার, মিছে কথা। তুমি তো আব্রামকাকে বিয়ে করছ···

ব্যারন। (নাস্তিয়ার হাত থেকে ছেঁড়া বইখানি কেড়ে নিয়ে নামটা পড়ল) ···"সাংঘাতিক প্রেম—" (হাসি)

নাস্তিয়া। (হাত বাড়িয়ে) দাও বলছি, দাও ! ছেলেমানুষি কোরো না ! (ব্যারন তার দিকে তাকিয়ে বইখানা শূন্যে দোলাতে লাগল)

কাসনিয়া। (আন্দ্রেইকে) রাঙা মুলো কোথাকার, আমাকে মিথ্যাবাদী বলছিস ! এত সাহস তোর ?

ব্যারন। (নাস্তিয়ার মাথায় বই দিয়ে ঘা মেরে) নাস্তিয়া, কি বোকা তুমি !

নাস্তিয়া। (হাত বাড়িয়ে) বই ফিরিয়ে দাও বলছি !

আন্দ্রেই। ওঃ—কতো বড় সম্ভ্রান্ত মহিলা তুমি···কিন্তু আব্রামকাকে বিয়ে তো করছোই—তারই জন্যে তো মুখিয়ে আছ ··

কাসনিয়া। হাঁ, আছিই তো। আর কিছু বলবি নাকি ? বৌটাকে তো পিটিয়ে পিটিয়ে আধমরা করেছিস।

আন্দ্রেই। চুপ কর বুড়ি মাদীকুত্তা ! তোর তা দিয়ে দরকার কি ?

কাসনিয়া। ও, সাঁচ কথা বুঝি শুনতে পারিস না ?

ব্যারন। এই রে, আবার শুরু হয়েছে ? নাস্তিয়া, কোথায় গেলে ?

নাস্তিয়া। যাও—বিরক্ত কোরো না !

আন্দ্রেই। (মশারি থেকে মুখ বার করে)·· দিন সবে শুরু হয়েছে। দোহাই তোমাদের, ঝগড়া কোরো না!

আন্দ্রেই। আবার ঘ্যান-ঘ্যান করছিস!

আনা। আমাকে কি শান্তিতে মরতেও দেবে না গো?

বাবনফ্। হোলোই বা গোলমাল। মরা তোমার ঠেকায় কে আনা!

কাসনিয়া। (আনার কাছে গিয়ে) আহা খুদে মা আমার, এই ছোঁড়াটার সঙ্গে এতদিন কি করে ঘর করলে তাই ভাবি মা!

আনা। আমাকে একটু একা থাকতে দাও গো—যাও, এখান থেকে চলে যাও।

কাসনিয়া। আচ্ছা, আচ্ছা! আহা বেচারী!···বুকের ব্যথাটা এখন কেমন—একটু ভালো?

ব্যারন। কাসনিয়া! বাজারে যাওয়ার সময় হয়নি তোমার?

কাসনিয়া। এই তো যাচ্ছি গো যাচ্ছি। গরম গরম মাংসের খাবার খাবে?

আনা। না, না! আমি খাব না! কেন খাব?

কাসনিয়া। খাবে বই কি! গরম খাবার—খুব ভালো। একটা বাটিতে দিয়ে যাবখন। খেতে যখন ইচ্ছে করবে মা, তখন খেয়ো। (আন্দ্রেইর দিকে চেয়ে) বেটা শয়তান কোথাকার! (রান্নাঘরে গেল)

আনা। (কাসতে কাসতে) ভগবান, ভগবান!

ব্যারন। (নাস্তিয়ার মাথা তুলে ধরে) ছুঁড়ে ফেলে দাও না বইটা—বোকা, বোকা মেয়ে!

নাস্তিয়া। (বিড়বিড় করে) আমাকে একা থাকতে দাও···আমি তো তোমাকে বিরক্ত করছি না।

(ব্যারন শিস দিতে দিতে রান্নাঘরের দিকে চলে গেল)

স্যাটাইন। (মাচার উপর উঠে বসে) কাল কে আমাকে মেরেছিল?

বাবনফ। কে মেরেছে জেনে কি হবে?

স্যাটাইন। কেন, কেন তারা মারল?

বাবনফ। তাস খেলছিলে না ?

স্যাটাইন। হাঁ।

বাবনফ। তাই তো মেরেছে !

স্যাটাইন। পাজি, বদমায়েসের দল !

অভিনেতা। (মাথা উঁচু করে) একদিন ওরা মেরে তোমার দফারফা করে দেবে দেখো !

স্যাটাইন। তুমি একটা আস্ত গাধা !

অভিনেতা। কেন ?

স্যাটাইন। আরে মানুষ তো একবারই মরে !

অভিনেতা। (কিছুক্ষণ চুপ করে থেকে) ঠিক বুঝলাম না—

আন্দ্রেই। থাক ! থাক ! এখন গুটিগুটি ওখান থেকে বেরিয়ে ঘরদোর ঝাঁট দাও তো বাপু ! অমন ফুলবাবুটি সেজে বসে থেকো না !

অভিনেতা। বসে থাকি আর যা-ই করি, তাতে তোমার কি ?

আন্দ্রেই। বটে ! ভ্যাসিলিসা এলেই বুঝতে পারবে—সে টেরটি পাইয়ে দেবে'খন।

অভিনেতা। চুলোয় যাক ভ্যাসিলিসা ! আজকে তো ব্যারনের পালা…ব্যারন, অ-ব্যারন !

(ব্যারন রান্নাঘর থেকে বেরিয়ে এল)

ব্যারন। আজ আমি সাফ করতে পারব না…কাসনিয়ার সঙ্গে বাজারে যাচ্ছি।

অভিনেতা। আমার কি ? ইচ্ছে হয়, ফাঁসিকাঠে গিয়ে ঝোলো না ! ঘরদোর ঝাঁট দেওয়ার পালা আজ তোমার—আমি অন্যের কাজ করতে পারব না বাপু…

ব্যারন। না পার, গোল্লায় যাও ! নাস্তিয়াই করবে'খন। ওগো ও সাংঘাতিক প্রেম ! ওঠ, জাগো ! (নাস্তিয়ার কাছ থেকে আবার বইখানা কেড়ে নিল)

নাস্তিয়া। (উঠে) কি চাও তুমি ? দাও বলছি, ফিরিয়ে দাও বলছি ! পাজি, বদমায়েস ! ছাখো, তোমাদের ভদ্দর লোকের কাণ্ডখানা দেখ !

ব্যারন। (বই ফিরিয়ে দিয়ে) নাস্তিয়া ! আমার হয়ে ঝাঁটটা দিয়ে দাও না—দেবে ?

নাস্তিয়া। (রান্নাঘরে যেতে যেতে) না।

কাসনিয়া। (রান্নাঘরের দরজার সুমুখে দাঁড়িয়ে ব্যারনকে) চল, চল ! তোমার তো এখানে কোনো কাজ নেই। (অভিনেতার দিকে চেয়ে) তোমাকে যখন বলা হয়েছে বাপু, গিয়ে একটু ঝাঁটপাট দাও না—ভয় নেই, মরে যাবে না গো· ·

অভিনেতা। সব কাজেই আমার ডাক পড়ে। কাজের কাজি পেয়েছেন ! আমি বুঝতে পারি না কেন—(ব্যারন রান্নাঘর থেকে কাঁধে বাঁক নিয়ে ঘরে ঢুকল, বাঁকের সঙ্গে মাটির ভাঁড়গুলো ঝুলছে। প্রতি ভাঁড়ের মুখ ন্যাকড়া দিয়ে ঢাকা)।

ব্যারন। উঃ, কি ভারী !

স্যাটাইন। যেমন ব্যারন হয়ে জন্মেছিলে !

কাসনিয়া। (অভিনেতাকে) ওগো ভালমানুষের বাছা, ঝাঁট-পাট সেরে রেখো ! (সুমুখের দরজার দিকে সরে গিয়ে ব্যারনকে পথ ছেড়ে দিল)

অভিনেতা। (স্টোভ থেকে নেমে) ধুলো, ধুলো আমার সহ্য হয় না। (গর্ব ভরে) আমার দেহযন্ত্র মদে মদে বিষাক্ত, বিষাক্ত হয়ে গেছে ! (মাচার উপর বসে পড়ল, চিন্তা করছে)।

স্যাটাইন। দেহযন্ত্র !

আনা। আল্রেই !

আল্রেই। কি ?

আনা। কাসনিয়া মাংসের খাবার ওখানে রেখে গেছে—তুমি খেয়ে ফেল !

আন্দ্রেই। (কাছে এসে) আর তুমি—তুমি খাবে না ?

আনা। না। কেন খাব বল তো ? তুমি মজুর, খেটে খাও।—তোমার তো খাবার না হলে চলবে না !

আন্দ্রেই। ভয় পেয়েছ আনা ? ভয় পেও না ! তুমি ভালো হয়ে উঠবে, সেরে উঠবে।

আনা। যাও, খেয়ে ফেল ! উঃ, কি ব্যথা—হয়তো শীগ্‌গিরই ··

আন্দ্রেই। (দূরে গিয়ে) না, না, ভালো হয়ে উঠবে তুমি ! (রান্নাঘরে চলে গেল)

অভিনেতা। (চেঁচিয়ে বলছে, এইমাত্র সে যেন হঠাৎ জেগে উঠেছে এমনি ভাবখানা) কাল হাসপাতালের ডাক্তার আমাকে বলেছে··· তোমাব দেহযন্ত্র মদে মদে বিষাক্ত হয়ে গেছে···

স্যাটাইন। দেহযন্ত্র, না আর কিছু··· ?

অভিনেতা। দেহযন্ত্রই তো ! (ঘুষি উঁচিয়ে) বাজে বোকো না বল্‌ছি ! আমার দেহযন্ত্র যখন বিষাক্ত · তখন ঝাঁটপাট দিতে গেলে খুব খারাপ হবে, ধুলো নাকে ঢুকবে·

স্যাটাইন। তারপর জীবাণুর পাকচক্র চলবে ·· !

বাবনফ। কি বিড়বিড় করে বকছ ?

স্যাটাইন। কি আবার, কথা·· এই যে আর একটা গালভরা কথা মনে পড়ল : আধিদৈবিক···

বাবনফ। কথাটার মানে কি ?

স্যাটাইন। জানি না—ভুলে গেছি···

বাবনফ। বাঃ, তাহলে বললে কেন ?

স্যাটাইন। এমনি ! স্যাঙাৎ, মানুষের কথার উপর বিরক্তি ধরে গেছে—পৃথিবীর সমস্ত কথার উপর ! বিরক্তি ধরবে না ? এক একটা কমসে-কম হাজার বার তো শুনেছি।

অভিনেতা। হ্যামলেটে আছে: কথা, কথা, কথা! চমৎকার পালা! আমি একবার কবর-খুঁড়িয়ের পার্ট করেছিলাম।

(আস্রেই রান্নাঘর থেকে ফিরে এল)

আস্রেই। এবার ঝাঁটা নিয়ে অভিনয় শুরু করবে কিনা বল?

অভিনেতা। করি, না করি, তোমার কি? (বুক চাপড়ে) ওফেলিয়া—ওফেলিয়া-তোমার প্রার্থনায় যেন থাকে আমার কথা—হাঁ, আমার কথা! (পেছনে অস্পষ্ট চীৎকার, তারপরেই পুলিসের তীব্র হুইস্‌ল্। আস্রেই তার কাজ করতে লাগল।

স্যাটাইন। দুর্বোধ্য, অপ্রচলিত কথা আমি ভালোবাসি। ছোকরা বয়েসে টেলিগ্রাফ অপারেটর ছিলাম—তখন কতো বই পড়তাম—সে এক বইয়ের স্তূপ…

বাবনফ। তাই নাকি?

স্যাটাইন। হাঁ। তখন ছিলাম টেলিগ্রাফ অপারেটর। কত চমৎকার বই তখন পড়েছি…কতো অদ্ভুত, অদ্ভুত কথা…জানো, এক সময় ছিলাম শিক্ষিত লোক, জানো?

বাবনফ। ওকথা একশোবার শুনেছি। ছিলে তো ছিলে! তাতে হয়েছে কি? আমিও এক সময় পশমের ব্যবসা করতাম। নিজের দোকান ছিল—সারাদিন পশমে রং করতে করতে কনুই অবধি হলদে হয়ে গিছলো। তখন ভাবতাম, রং চং মেখেই একদিন গোরে গিয়ে সেঁধোতে হবে। কিন্তু এখন আমার হাতের দিকে চেয়ে দেখ—ময়লা বটে, কিন্তু রং-এর নাম গন্ধ নেই।

স্যাটাইন। কি বলতে চাও তুমি?

বাবনফ। কি আবার বলতে চাই—চিন্তার সঙ্গে চিন্তা মিলিয়ে যাচ্ছি, কথার সঙ্গে গাঁথছি কথা! যত রং-চংই মাখ, শেষে সব ধুয়ে মুছে যাবে—হাঁ, হাঁ যাবে—সব ধুয়ে মুছে যাবে—!

স্যাটাইন। উঃ, হাড়গুলো টন টন করছে!

অভিনেতা। (বসে পড়ে হাঁটুর উপর হাত বুলাতে বুলাতে) জানো, লেখাপড়া সব বাজে। প্রতিভাই আসল। একজন অভিনেতাকে জানতাম, সে ধরে ধরে পার্ট মুখস্ত করত—কিন্তু নায়কের পার্ট যা করত··· সমস্ত থিয়েটার থর থর করে কেঁপে উঠত আবেগে!

স্যাটাইন। বাবনফ, পাঁচকোপেক আমাকে ধার দাও তো!

বাবনফ। মোটে দু'কোপেক আছে—

অভিনেতা। হাঁ, প্রতিভাই আসল। নায়কের অভিনয় করতে হলে চাই প্রতিভা। আর প্রতিভা কি জানো? তোমার নিজের শক্তির প্রতি বিশ্বাস।

স্যাটাইন। পাঁচ কোপেক ফেলতো বাপু, যা বলবে তাই-ই বিশ্বাস করব। সে নায়ক, কি পুলিস ইন্‌সপেকটার—যা বলবে—একেবারে বাদ-সাদ না দিয়ে হজম করে যাব। আন্দ্রেই, পাঁচ কোপেক ছাড় তো!

আন্দ্রেই। চুলোয় যাও, সবকটা চুলোয় যাও!

স্যাটাইন। গালাগালি দিচ্ছ কেন? জানি, জানি এক কোপেকও তোমার নেই! একেবারে পকেটে বকেয়া সেলাই।

আনা। আন্দ্রেই, আমার নিঃশ্বাস বন্ধ হয়ে আসছে, আমি আর—

আন্দ্রেই। তা—কি করতে হবে বল?

বাবনফ। হলের দরজাটা খুলে দাও।

আন্দ্রেই। বেশ তো, তুমি তো মাচায় বসে আছ, আর আমি আছি মেঝেয়। এক কাজ কর, জায়গা বদলে ফেল। তখন দরজা নিশ্চয়ই খুলে দেব। উঃ! কি ঠাণ্ডা, একেবারে জমে গেলাম!

বাবনফ। (উদাসীনভাবে) দরজা খোল না খোল আমার কি আসে যায়। তোমার বৌ-ই তো বলছে—

আন্দ্রেই। বলুক না—

স্যাটাইন। মাথাটা ঘুরছে। আচ্ছা, লোকে মাথায় মারে কেন বলতে পার?

বাবনফ। মাথায়ই শুধু মারেনি, সারা গায়েই মারের দাগ আছে। (উঠে পড়ে) যাই সুতো কিনে আনিগে—আমাদের কত্তাদের এখনো দেখা নেই। (প্রস্থান)

(আনা কাশতে শুরু করল। স্যাটাইন শুয়ে পড়েছে।)

অভিনেতা। (চারদিকে চেয়ে আনার কাছে গেল) খুব ব্যথা করছে বুঝি?

আনা। নিঃশ্বাস বন্ধ হয়ে আসছে—

অভিনেতা। আমি তোমাকে ফাঁকায় নিয়ে যাব। নাও উঠে পড় (সে ধরে আনাকে তুলল, তার গায়ে জড়িয়ে দিল একখানা ছেঁড়া কাপড়, তারপর আস্তে আস্তে তাকে নিয়ে গেল হলের দিকে) আমি পারছি না। নিজেও যে রুগী···মদ আমাকে বিষিয়ে তুলেছে···

(কোস্টিলিয়ফকে দেখা গেল দোরগোড়ায়)

কোস্টি। বেড়াতে চললে বুঝি? বাঃ, চমৎকার! সাহসী যোদ্ধা আর সুন্দরী নারী!

অভিনেতা। পথ ছাড়—দেখছ না দুজনেই আমরা অসুস্থ?

কোস্টি। বেশ তো যাও না! (একটা গান গুণ গুণ করে গাইছে, আর চারদিকে চাইছে সন্দিগ্ধভাবে। বাঁ দিকে ঝুঁকে পড়ে কি শুনছে। পেপেলের ঘর ঐ দিকে। আন্দ্রেই উকো দিয়ে চাবি ঘষছে। আর মাঝে মাঝে তাকাচ্ছে) কি করছ?

আন্দ্রেই। কি বললে?

কোস্টি। কাজ করছ বুঝি? (এক মুহূর্তের বিরতি) কি জিজ্ঞেস করছিলাম জানো? (অস্ফুটস্বরে) আমার বৌ এখানে নেই?

আন্দ্রেই। তাকে দেখিনি।

কোস্টি। (পেপেলের ঘরের দিকে যেতে যেতে) মাসে তো দু'রুবল ভাড়া দিচ্ছ অথচ এতখানি জায়গা জুড়ে বসে আছ। বিছানা, বেঞ্চি—একেবারে পাঁচ রুবলের জায়গা! আর আধ রুবল ভাড়া বাড়িয়ে দিতে হল দেখছি।

আন্দ্রেই। তার চাইতে গলায় একটা ফাঁদ পরিয়ে একেবারে নিকেশ করে দাও না। মরবার আর দেরি নেই, অথচ এখনো আধ রুবলের ভাবনাই ভাবছ—

কোস্‌টি। তোমাকে নিকেশ করে কি হবে? ভগবান তোমার ভালো করুন, তুমি উন্নতি কর! কিন্তু আধ রুবল ভাড়া না বাড়ালে তো চলবে না। আইকনের প্রদীপটার জন্যে তেল কিনতে হবে, তারপর আমার আর তোমার পাপের প্রায়শ্চিত্ত করব, তুমি তো পাপকে গ্রাহ্যই কর না। আন্দ্রুস্কা, তুমি পাপী, ঘোর পাপী! তোমার পাপেই আজ তোমার স্ত্রী মৃত্যুশয্যায়, কেউ তোমাকে ভালোবাসে না, কেউ তোমাকে সম্মান করে না। এমন কি তোমার ঐ কাজ, ঐ উকো ঘষার শব্দও তো কান ঝালাপালা করে তুলছে, অতিষ্ঠ করে তুলছে।

আন্দ্রেই। (চিৎকার করে) বল, বল, কি জন্যে এসেছ তুমি?—আমাকে আর জালিও না, জ্বালিও না বলছি।

(স্যাটাইনের গোঙানির শব্দ)

কোস্‌টি। (চমকে) কি শব্দরে বাবা!

(অভিনেতা ঢুকল)

অভিনেতা। হলে ওকে রেখে এলাম। ভালো করে ঢেকেঢুকে দিয়েছি।

কোস্‌টি। খুব দয়া তোমার। ভালো, ভালো! একদিন এর পুরস্কার তুমি পাবেই।

অভিনেতা। কবে?

কোসটি। পরলোকে, ভাই পরলোকে। সেখানে আমাদের কাজ দিয়েই তো বিচার হবে।

অভিনেতা। নগদ নগদ পুরস্কারটা দিয়ে দাও না?

কোস্‌টি। আমি কি করে দেব?

অভিনেতা। কেন, অর্ধেকটা কর্জ মাপ করে দাও।

কোস্‌টি। হাঃ হাঃ হাঃ, সবসময়েই ঠাট্টা করছ ভাই—ঠাট্টা করছ ! হৃদয়ের দয়ার কি সোনা দিয়ে দাম দেওয়া যায় ? দয়া সে তো সবার সেরা গুণ। না, না, তা হয় না ! তোমার ঋণ ভাই রয়েই গেল—শোধ করতে হবে তোমাকেই কিন্তু দয়া দেখাতে ভুলো না, পুরস্কারের আশা এখানে করলে তো চলবে না ! সে পরলোকের ব্যাপার !

অভিনেতা। জোচ্চোর, বুড়ো জোচ্চোর কোথাকার ! (রান্নাঘরে গেল) (আন্দ্রেই উঠে চলে গেল)

কোস্‌টি। (স্যাটাইনকে) দেখেছো—লোকটা দৌড়ে পালালো, আমাকে দেখতে পারে না।

স্যাটাইন। আচ্ছা বল তো, শয়তান ছাড়া কেউ তোমাকে দেখতে পারে ?

কোসটি। (হেসে) আচ্ছা ঝগড়াটে তো তুমি ! কিন্তু আমি তোমাদের ভালোবাসি, আমি তোমাদের জানি। আমার হতভাগ্য, নিষ্পেষিত, নিপীড়িত, অপদার্থ ভাই তো তোমরাই···(হঠাৎ) ভাস্‌কা বাড়ি আছে ?

স্যাটাইন। নিজে খুঁজে দেখ না—

কোসটি। (দরজার কাছে গিয়ে ঘা দিয়ে) ভাস্‌কা !

(অভিনেতা রান্নাঘরের দরজায় দাঁড়িয়ে কি যেন চিবুচ্ছে।)

পেপেল। কে ?

কোস্‌টি। ভাস্‌কা ! আমি, আমি ?

পেপেল। কি চাই ?

কোস্‌টি। দরজাটা খোল !

স্যাটাইন। (কোস্‌টিলিয়ফের দিকে না তাকিয়ে) দরজা ঠিক খুলে দেবে। সে তো ওখানেই আছে।

(অভিনেতা মুখভঙ্গি করল)

কোস্‌টি। (আস্তে) কে ? হাঁ, কি ব্যাপার ?

স্যাটাইন। আমাকে জিজ্ঞেস করছ ?

কোস্‌টি। কি বললে ?

স্যাটাইন। কিছু না। মনে মনে বিড়বিড় করে বকছি।

কোস্‌টি। সাবধান! ঠাট্টার মাত্রা চড়িও না (দোরে জোরে ধাক্কা দিয়ে) ভ্যাসিলি।

পেপেল। (দরজা খুলে) কি, আমাকে আবার বিরক্ত করতে এলে কেন ?

কোস্‌টি। (ঘরের ভিতরে উঁকি মেরে) আমি—হাঁ, আমি, এই…

পেপেল। টাকা এনেছ ?

কোস্‌টি। তোমাকে গোটা কয়েক কথা বলব—

পেপেল। টাকা এনেছ ?

কোস্‌টি। টাকা ?

পেপেল। হাঁ, টাকা! সেই সাত রুবল—ঘড়ির দাম ?

কোস্‌টি। ঘড়ির দাম ? কি বলছ ভাস্‌কা ? ও, তুমি—

পেপেল। শোন! দশ সাক্ষী-সাবুদ রেখে তবে তোমাকে দশ রুবলে একটা ঘড়ি বিক্রি করেছি। তিন রুবল দিয়েছ, আর সাতটা রুবল এখনি ছাড় দেখি! অমন ফ্যাল ফ্যাল করে চেয়ে আছ কেন ? এখানে ঘুর ঘুর করে লোককে বিরক্ত করতে তো খুব পার, আর নিজের বেলা অমন কেন ?

কোস্‌টি। ভাস্‌কা রাগ কোরো না। ঘড়িটা—

পেপেল। হাঁ, ঘড়িটা চোরাই মাল বইকি !

কোস্‌টি। (রুক্ষ স্বরে) আমি চোরাই মাল রাখি না। তুমি কি করে ভাবলে—

পেপেল। (তার ঘাড় ধরে) তবে ঘাঁটাচ্ছ কেন ? কি চাও তুমি ?

কোস্‌টি। কি আবার চাইব ?

পেপেল। দূর হও সুমুখ থেকে! টাকা নিয়ে এস!

কোস্‌টি। বদমায়েস কোথাকার! (প্রস্থান)

অভিনেতা। চমৎকার প্রহসন!

স্যাটাইন। হাঁ, খুব চমৎকার!

পেপেল। ও এখানে এসেছিল কেন?

স্যাটাইন। (হেসে) সাঙাৎ, তাও জান না? বৌয়ের খোঁজে গো, বৌয়ের খোঁজে। আচ্ছা ভাস্‌কা, ওকে ধরে খুব ক'ঘা কষিয়ে দাও না কেন?

পেপেল। অমন একটা অপদার্থকে মেরে কি হবে?

স্যাটাইন। মগজটা একটু সাফ কর বন্ধু! আরে ভ্যাসিলিসাকে বিয়ে করতেও তো পার—আমাদের মনিবও তো হতে পার।

পেপেল। তাহলে তো তোমাদের মস্ত সুবিধে! তখন জিনিস-পত্তর তছনছ করে, মদ খেয়ে সব ফুঁকে দেবে—তাই না? জানই তো যে ভাস্‌কাটা একটা হাঁদারাম, কিছু বলবে না। (একটা মাচার উপর বসে) বুড়ো সয়তানটা এসে জাগিয়ে দিলে—আহা, কি চমৎকার স্বপ্নটাই দেখছিলাম! মাছ ধরছি—মস্ত বড় একটা মাছ বড়শি গিলেছে। অমন মাছ শুধু স্বপ্নেই দেখা যায়। খেলাচ্ছি মাছটাকে—ভয় হচ্ছিল সুতো না ছিঁড়ে যায়। তারপর যখন প্রায় কায়দায় এনে ফেলেছি—আর একটু পরেই—

স্যাটাইন। ভুল করছ দোস্ত, ওটা মাছ নয়, ভ্যাসিলিসা—

অভিনেতা। ভ্যাসিলিসাকে তো অনেক দিন আগেই ও গেঁথেছে।

পেপেল। (রেগে) চুলোয় যাও তোমরা আর তোমাদের ভ্যাসিলিসা!
(আন্দ্রেই হল থেকে ফিরল)

আন্দ্রেই। উঃ, কি ঠাণ্ডা!

অভিনেতা। আনাকে নিয়ে এলে না কেন? ওখানে তো জমে যাবে।

আন্দ্রেই। নাতশা তাকে রান্নাঘরে নিয়ে গেছে।

অভিনেতা। দেবে'খন বুড়ো লাথি মেরে তাড়িয়ে।

আন্দ্রেই। (কাজ করতে বসে গেল) ঐ তো নাতাশা ওকে এখানেই নিয়ে আসছে।

স্যাটাইন। ভ্যাসিলি—পাঁচ কোপেক ধার দাও তো!

অভিনেতা। (স্যাটাইনকে) পাঁচ কোপেকে কি হবে? ভ্যাসিয়া—আমাদের বিশ কোপেক চাই।

পেপেল। এখুনি দিয়ে দেওয়া ভালো, কখন যে এক রুবল চেয়ে বসবে কে জানে! এই নাও ভাই।

স্যাটাইন। আহা হা, চোরদের মতো দয়ালু আর জগতে নেই!

আন্দ্রেই। তা হবে না কেন? ওরা মুফোতে টাকা রোজগার করে কিনা—মাথার ঘাম পায়ে ফেলে তো আর—

স্যাটাইন। অনেকেই তো মুফোতে রোজগার করে, কিন্তু এক পয়সা ছাড়তে তারা রাজি নয়। হাঁ, খাটুনির কথা যদি বল—খাটতে আমিও রাজি—কিন্তু মনের মতো চাই কাজ, মনের মতো কাজ পেলে ফুর্তি হয়, জীবনটাও চাঙ্গা হয়ে ওঠে। আর কাজ যদি হয় বিশ্রী, জীবনটা মিইয়ে যায়, মনে হয় খাটছি না, দাসত্ব করছি। (অভিনেতাকে) চল, সার্দানাপালাস চল!

অভিনেতা। হাঁ, হাঁ, চল নেবুকাডনাজার! আজ চল্লিশ হাজার মাতালের নেশা একাই করব (প্রস্থান)।

পেপেল। (হাই তুলে) তোমার বৌ কেমন আছে?

আন্দ্রেই। মনে হয় শিগ্‌গিরই—

পেপেল। তোমাকে যখনই দেখি, কাজ করছ। উকো ঘষা, আর তালা সাফ করা—ওতো বাজে কাজ।

আন্দ্রেই। তাছাড়া কি করব?

পেপেল। কিছু কোরো না।

আন্দ্রেই। বাঁচব কি করে ?

পেপেল। কিছু না করেও তো মানুষ বেঁচে থাকে।

আন্দ্রেই। ওদের কথা বলছ ? ওরা মানুষ নাকি ? ওরা তো তলানি—হাঁ, ওরা তাই ! আমি মজুর, ওদের দিকে তাকাতেও আমার ঘেন্না হয়। ছেলেবেলা থেকে খাটছি··· তুমি কি ভাবছ, এইখানেই আমি পড়ে থাকব ? না, না ! এই এখান থেকে হামাগুড়ি দিয়ে বেরিয়ে পড়বই—যদি গায়ের চামড়া এখানে রেখে যেতে হয় সেওভি আচ্ছা। তবু এখানে থাকব না। সবুর কর না···বৌটা টেঁসে গেল বলে। বাব্বাঃ, ছমাস এখানে কাটালাম ! ছমাস তো নয়, ছ বচ্ছর !

পেপেল। তুমি যাই বল না, তোমার মতো এমন কষ্টে কেউ পড়েনি। ওরা তো বেশ আছে।

আন্দ্রেই। তাতো বটেই, ওদের আত্মসম্মান নেই, নেই বিবেক।

পেপেল। (উদাসীনভাবে) কি হবে আত্মসম্মান আর বিবেক দিয়ে ? আত্মসম্মান আর বিবেক তো শুধু তাদেরই জন্যে—যাদের আছে ক্ষমতা, যাদের আছে উৎসাহ।

বাবনফ। (ফিরে এসে) উঃ, একেবারে জমে গেছি।

পেপেল। বাবনফ, শোনো শোনো ! বিবেক আছে তোমার ?

বাবনফ। কি বললে ? বিবেক ?

পেপেল। হাঁ, বিবেক ?

বাবনফ। বিবেক দিয়ে আমি কি করব ? আমি তো আর বড় মানুষ নই !

পেপেল। ঠিক এই কথাই আমি বলেছি। আত্মসম্মান আর বিবেক শুধু বড় মানুষদের জন্যে—ঠিক ঠিক ! আর আন্দ্রেই আমাদের এই নিয়ে দুষছিল।

বাবনফ। কেন—ও বিবেক আর আত্মসম্মান ধার চায় নাকি ?

পেপেল। না, না ! ও দুটো পুরোমাত্রায়ই ওর আছে।

বাবনফ। তাহলে ঐ মালগুলো বিক্রি করতে চায় বুঝি? কিন্তু এখানে তো ও জিনিসের বাজার পাবে না ভাই! তবে পুরনো বাক্স যদি থাকে ধারে বেচতে পার—কিন্তু ধারে দিতে হবে···

পেপেল। আন্দ্রুসকা, তুমি একটা আস্ত গাধা! বিবেক সম্বন্ধে কিছু জানতে হলে ব্যারন আর স্যাটাইনের কাছে যাও।

আন্দ্রেই। ওদের কাছে আমি যাব না!

পেপেল। মাতাল হলেও ওদের মগজ ঢের বেশি সাফ।

বাবনফ। মাতাল যদি জ্ঞানী হয় তো সে এক ভীষণ ব্যাপার—

পেপেল। স্যাটাইন বলে, প্রতি লোকটাই চায় তার প্রতিবেশির যেন বিবেক থাকে, তার নিজের না থাকলেও ক্ষতি নেই। কিন্তু খতিয়ে দেখা যায়, বিবেক বলে কোনো পদার্থই নেই। ওকে খুঁজে পাওয়া যায় না। (নাতাশা ঢুকল—পেছনে লিউকা, পিঠে তার একটা পুঁটলি, কোমরবন্ধের সঙ্গে একটা কেৎলি আর চায়ের পট ঝুলানো হাতে লাঠি)

লিউকা। কেমন আছ গো ভালো মানুষরা?

পেপেল। (গোঁফ চুমড়ে) নাতাশা।

বাবনফ। (লিউকাকে) আমি গেল বছর বসন্তকাল অবধি ভালো মানুষ ছিলাম।

নাতাশা। এই আমাদের নতুন বাসিন্দে···

লিউকা। তা আমার কাছে সবই সমান। চোর-বদমায়েস সাথী হলেও বলবার কিছু নেই। ডাঁশের আবার ভালো মন্দ কি, সবগুলোই কালো আর উড়তে পারে। ওগো বাছা, কোন্ গর্তে সেঁধোব বলে দাও না!

নাতাশা। (রান্নাঘরের দিকে আঙুল দিয়ে দেখিয়ে) দাদু, ঐখানে তোমার জায়গা।

লিউকা। বেশ বাছা, বেশ। জায়গা সবই সমান—বুড়ো একটু জিরোতে পেলেই খুশি—আর কিছু সে চায় না।

পেপেল। নাতাশা, বুড়োকে কোত্থেকে আমদানি করলে ?

নাতাশা। তোমার চাইতে ঢের ঢের ভালো·· আন্দ্রেই, তোমার বৌ রান্নাঘরে আছে, ওকে নিয়ে এস

আন্দ্রেই। ··যাচ্ছি...

নাতাশা। একটু মায়া-দয়া দেখিও—ওতো আর বেশিদিন টিকবে না।

আন্দ্রেই। তা জানি···

নাতাশা। জানলে তো সব হোলো ! ওযে মরছে, তা বুঝতে পারছ ?

পেপেল। তাতে ডরটাই বা কিসের ?আমরা ওসব কেয়ার করি না।

নাতাশা। তুমি তো এক অদ্ভুত চিজ !

বাবনফ। —যা ! কি পচা সুতোরে বাবা !

পেপেল। সত্যই ডরাই না আমি ! এখুনি মরতে আমি রাজি। দাও না বুকে ছোরা বসিয়ে···টুশব্দটি না করে মরে যাব। এমনকি খুশি হয়েই মরব·· অমন হাত দুখানি তোমার।

নাতাশা। যাও, যাও ! অন্যের কাছে ও গল্পটা কর গে !

বাবনফ। যত পচা, পচা সুতো—! .

নাতাশা। (হলের দরজার কাছে এসে) আন্দ্রেই, বৌটাকে ভুলে যেও না !

আন্দ্রেই। ঠিক আছে !

পেপেল। ভারি চমৎকার মেয়ে !

আন্দ্রেই। ভারি ভালো !

পেপেল। অথচ আমাকে দেখতেই পারে না। এখানে থাকলে ওর ভালাই নেই···

বাবনফ। তাতো বটেই। তোমার মতো লোক যখন আছে।

পেপেল। তার মানে ? জানো, ওর জন্য ভারি দুঃখ হয় আমার ?

বাবনফ। নেকড়ে বাঘের যেমন ভেড়া দেখে হয়—তাই না !

পেপেল। মিছে কথা ! সত্যি ওর জন্য আমার দুঃখ—ভারি দুঃখ ! কি কষ্টে কাটছে ওর জীবন—দেখতে তো পাচ্ছি।

আন্দ্রেই। রোসো না বাপু। ভ্যাসিলিসা ওর সঙ্গে কথা কইতে দেখলেই তোমাকে দুঃখুটা পাইয়ে দেবে।

বাবনফ। কে, ভ্যাসিলিসা? ও নিজের জিনিস সহজে ছাড়বে না—ভারি কড়া ধাতের মেয়ে মানুষ! ভারি নিষ্ঠুর!

পেপেল। (মাচায় শুয়ে পড়ে) ওঃ ভারি আমার গণৎকার এলেন! চুলোয় যাও তোমরা, চুলোয় যাও!

আন্দ্রেই। আচ্ছা, দেখই না!

লিউকা। (রান্নাঘরে গান গাইছে) রাত্রি বিজন; পথ যে আঁধার—

আন্দ্রেই। ঐ-আর একজন চিৎকার জুড়েছেরে!

পেপেল। জীবনটা কেমন যেন! কেন যে মনটা সারাক্ষণই খিঁচড়ে থাকে! এই বেশ ভালো আছ—সব জুতসই ঠেকছে, হঠাৎ এল এক দমকা হাওয়া। মনটা বিগড়ে গেল—খিঁচড়ে গেল।

বাবনফ। বিগড়ে গেল?

পেপেল। হাঁ-হাঁ—

লিউকা। পথ যে আঁধার!

পেপেল। এই বুড়ো—বুড়ো!

লিউকা। (দরজা দিয়ে মুখ বাড়িয়ে) আমাকে ডাকছ?

পেপেল। হাঁগো হা, গান থামাও!

লিউকা। (ভেতরে এসে) ভালো লাগছে না বুঝি?

পেপেল। ভালো হলে ভালো লাগে বই কি।

লিউকা। তা হলে ভালো গাইছি না বল?

পেপেল। নিশ্চয়ই না!

লিউকা। বেশ বেশ, আমি ভাবতাম ভালোই বুঝি গান করি। ভাবনার ধারাটাই অমনি কিনা। মানুষ ভাবে একটা জিনিস অন্তত ভালো করে সে করতে পারে, কিন্তু হঠাৎ বুঝতে পারে লোকে ঠিক তা মনে করছে না।

পেপেল। (হেসে) ঠিক, ঠিক !

বাবনফ। এই বললে না বিশ্রী লাগছে, আবার হাসছ যে ?

পেপেল। তাতে তোমার কি, দাঁড়কাক ?

লিউকা। কে বলে বিশ্রী লাগছে ?

পেপেল। আমি ?

(ব্যারন ঢুকল)

লিউকা। বেশ, বেশ ! রান্নাঘরে একটি মেয়ে বসে পড়ছে আর কাঁদছে ! চোখ দুটো জলে ভেজা। আম তাকে বললাম, কি হয়েছে গো বাছা ? সে উত্তর দিল, মা গো মা, কি দুঃখ ! কিসের দুঃখ—জিজ্ঞেস করলাম। এই যে এই বইখানা—মেয়েটি বলল—এমনি করেই মানুষ সময় কাটায়। বিশ্রী, একঘেয়ে লাগে বলেই···

ব্যারন। ওর কথা বোলো না ! মেয়েটা ভারি বোকা !

পেপেল। কি হে ব্যারন, চা খেয়েছ ?

ব্যারন। হাঁ।

পেপেল। একটা বোতল খুলব নাকি ?

ব্যারন। বেশ তো ! খোলো না।

পেপেল। চার পায়ে হাঁট, কুত্তার মতো ঘেউ ঘেউ কর, তবে তো খুলব !

ব্যারন। হাঁদা কোথাকার, কি হলো তোমার ? মাতাল হয়েছ বুঝি ?

পেপেল। এই তো, একটু ঘেউ ঘেউ না করলে চলবে কেন ! আমার ভারি মজা লাগে কিন্তু। তুমি একজন খাঁটি বনেদি লোক। আগে তো আমাদের মানুষ বলেই গ্রাহ্যি করতে না—তাই না ?

ব্যারন। বেশ, বেশ, বলে যাও !

পেপেল। আর এখন তোমাকে কুত্তা ডাকাচ্ছি। কেমন, একটু ঘেউ ঘেউ করবে না ?

ব্যারন। করব বই কি ! কিন্তু তোমার কি সুখ হবে হাঁদারাম ? আমি

তো জানি, তোমার চাইতেও নিচে আমি তলিয়ে গেছি। যখন উপরে ছিলাম, তখন চার পায়ে হাঁটানোই তো উচিত ছিল।

বাবনফ। ঠিক; ঠিক ব্যারন!

লিউকা। হাঁ, হাঁ, ঠিক, ঠিক!

বাবনফ। সব—সব গেছে। আছে শুধু তুচ্ছ ব্যাপারগুলো। এখানে কোনো শ্রেণী বিভেদ নেই। আমরা আমাদের সব গর্ব আর আত্মসম্মান ঠেলে সরিয়ে দিয়ে, দলে পিষে দিয়ে এখানে এসে মিলেছি। আছে শুধু রক্ত মাংস আর হাড় কখানা—একেবারে সাদাসিধে মানুষ এখন আমরা!

লিউকা। হাঁ, আমরা এখন সবাই সমান···আচ্ছা বন্ধু, সত্যিই কি ব্যারন ছিলে নাকি?

ব্যারন। তুমি কে বল তো? ভূত নাকি?

লিউকা। (হেসে) একদিন কাউণ্ট আর রাজকুমারদের দেখেছি···আজ প্রথম দেখলাম এক ব্যারনকে। আস্তে নিভে যাচ্ছে সে-ব্যারন।

পেপেল। (হেসে) ব্যারন, ব্যারন, সত্যিই আমি তোমার জন্য লজ্জিত।

ব্যারন। তাই নাকি!

লিউকা। তোমাদের দিকে তাকিয়ে দেখছি ভাইসব, কি জীবন তোমরা কাটাচ্ছ।

বাবনফ। হাঁ, এ এক জীবন বটে! সূর্যও ওঠে, আর আমাদের গলাও চড়তে থাকে ঝগড়ায়!

ব্যারন। সুদিনের মুখ আমরা সবাই দেখেছি—হাঁ-সবাই! এক সময়ে ভোরে বিছানায় শুয়ে শুয়ে সর দিয়ে কাফিও খেয়েছি, হাঁ—

লিউকা। হাঁ, তবুও আমরা মানুষ। যত ভাণই করি, যত গর্বই দেখাই, মানুষ বই তো আর কিছুই নই। মানুষ হয়ে জন্মেছি, মরতেও হবে মানুষ হিসেবেই। কিন্তু দেখেছি, জ্ঞানীরা এর ভেতরেও উন্নতির চেষ্টা করছে···হাঁ!

ব্যারন। বুড়ো তুমি কে? কোত্থেকে এসেছ?

লিউকা। আমাকে জিজ্ঞেস করছ?

ব্যারন। ভবঘুরে নাকি?

লিউকা। আমরা সবাই-ইতো ভবঘুরে। শুনেছি, এই পৃথিবীটাও নাকি বিশ্বের ভেতরে ভবঘুরের মতোই ঘুর-পাক খেয়ে বেড়াচ্ছে।

ব্যারন। হয়তো ঠিকই বলেছ। (গম্ভীর স্বরে) তোমার পাসপোর্ট দেখি?

লিউকা। (মুহূর্তের বিরক্তির পর) তুমি কে, পুলিস ইন্‌স্‌পেক্টর নাকি গো?

পেপেল। বা, বুড়ো খুব দিয়েছ তো ঠুকে! ব্যারনা, লাগছে কেমন?

বাবনফ। ও আমাদের খুদে বড়মানুষ, কেমন লাগছে?

ব্যারন। (অপ্রস্তুত হয়ে) কি, ব্যাপার কি? বুড়ো, আমি শুধু ঠাট্টা করছিলাম, আমাদের কি ছাই পাসপোর্ট আছে!

বাবনফ। মিছে কথা!

ব্যারন। ওঃ—হাঁ-হাঁ—আমার কিছু দলিলপত্তর আছে বটে—কিন্তু সেগুলো বাজে—একেবারে বাজে!

পেপেল। ব্যারন, আমার ঘরে এস।

ব্যারন। যাচ্ছি! বিদায়, বুড়োকত্তা! বেটা ঘাঘি বদমায়েস—

লিউকা। ভাই, আমিও হয়তো তাই!

পেপেল। (দরজার কাছে গিয়ে) এস, চলে এস! (প্রস্থান। ব্যারন তার পেছুনে পেছনে গেল)।

লিউকা। সত্যিই ও ব্যারন ছিল নাকি?

বাবনফ। কে জানে! তবে ভদ্দরলোক? হাঁ, তা ছিল বটে! এখনো আছে। চালটা একেবারে যায়নি।

লিউকা। বড়মানষিটা হচ্ছে বসন্তের মতো। সেরে উঠতে পার, কিন্তু দাগ থাকবেই।

বাবনফ। এমনি তো বেশ! সময়ে সময়ে ঠিক চাটু ঝাড়ে—এই যে তোমার পাসপোর্ট নিয়ে ব্যাপারটা করলো ···

(আলিওস্‌কা শীস দিতে দিতে ঢুকলো। একটু মাতাল হয়েছে। হাতে একটা বাজনা)

আলি। এই যে গো আস্তানার বাসিন্দেরা!

বাবনফ। চেঁচাচ্ছ কেন?

আলি। মাপ কর! আমি একজন ভদ্দরলোক—

বাবনফ। আবার মাইফেল করে এলে নাকি?

আলি। ঠিক, ঠিক! এইমাত্র ক্যাপ্‌টেন মেদিয়াকিন থানা থেকে ঘাড় ধাক্কা দিয়ে বললে, শোনো, রাস্তায় যেন তোমার আর গন্ধও না পাই—শুনছ? আমি তবু একটা নীতি মেনে চলি তাই মনিব বেটা তো ভারি খাপ্পা—বেটা বড্ড মাতাল কিনা! জীবনের কাছ থেকে কোনো দাবীই আমার নেই। না, কোনো দাবী নেই! এক কবল দাও, বিশ কবল দাও—আমাকে টলাতে পারবে না! (নাস্তিয়া রান্নাঘর থেকে এল) একলাখ এনে হাজির কর না—আমি ছোঁব না। আর আমার মত একটা মানী লোকের উপর কিনা ঐ বদ্ধ মাতাল বেটা হুকুম চালাবে! না, না তা আমি সইব না! (নাস্তিয়া দরজায় দাঁড়িয়ে আলিওস্‌কার দিকে তাকিয়ে ঘাড় নাড়ল)

লিউকা। আচ্ছা, তোমার কথাগুলো একটু জড়িয়ে যাচ্ছে না?

আলি। (মেঝেয় শুয়ে পড়ে) আমাকে আস্ত গিলে ফেল না, কথাটি কইব না। কিছু চাইবও না। আমি তো ক্ষ্যাপা মানুষ কিন্তু আমার চাইতে ভালো কাউকে খুঁজে বার কর দিকি! হাঁ, হাঁ, আমার চাইতে সরেস কাউকে পাও কিনা ঢুঁড়ে দেখ সাঙাৎ। মেদিয়াকিন বললে, আবার যদি পথে তোমাকে দেখি, মুখ থেঁতো করে দেব! আচ্ছা,

আমিও বেরুচ্ছি, হাঁ, বেরুবই তো! গিয়ে রাস্তার মাঝখানে সটান শুয়ে পড়ব—তারপর ওরা আমার দম বন্ধ করে দিক না! আমি চাই না, কিচ্ছু চাই না!

নাস্তিয়া। আহা বেচারা! একেবারে চ্যাঙ্‌ড়া, অথচ রোয়াব দেখ না!

আলি। (তার সুমুখে হাঁটু গেড়ে) হে ভদ্রে! আমি মাতাল হয়েছি।

নাস্তিয়া। ভ্যাসিলিসা!

ভ্যাসিলিসা। (তাড়াতাড়ি দরজা খুলে বেরিয়ে এল) আবার এসেছ?

আলি। কেমন আছ? এস, এস, স্বাগত—স্বাগত—

ভ্যাসিলিসা। কুত্তার বাচ্চা, তোমাকে বলিনি, এখানকার ছায়া মাড়াবে না! আবার ফিরে এসেছ?

আলি। ভ্যাসিলিসা কার্পোভ্‌না, তোমাকে একটা শোকগাথা শোনাব? মরা কান্নার গান!

ভ্যাসিলিসা। (ঘাড় ধরে) যাও, বেরিয়ে যাও!

আলি। (দরজার দিক যেতে যেতে) দাঁড়াও, এমনি করে আমাকে বাইরে তাড়িয়ে দিতে পারবে না! কিছুক্ষণ আগে এই শোক-গাথাটা শিখেছি···চমৎকার গৎটা···না, না, এমনি করে তাড়িয়ে দিতে তুমি পারবে না!

ভ্যাসিলিসা। পারি কি না, দেখ! পাড়াকে পাড়া আমি তোমার উপর লেলিয়ে দেব। চ্যাংড়া ছোঁড়া কোথাকার! আমার সঙ্গে লাগতে এসেছে দেখ না!

(দৌড়ে যেতে যেতে)

আলি। বেশ তো চলেই যাচ্ছি।

ভ্যাসিলিসা। এখনো ছুটে গিয়ে ধরতে পারি।

আলি। (দরজা খুলে চিৎকার করে) ভ্যাসিলিসা, তোমাকে আমি ভয় করি না। (লিউকা হাসল)

ভ্যাসিলিসা। তুমি কে?

লিউকা। একজন পথিক।

ভ্যাসিলিসা। আজ রাতের মতো, না একেবারে মৌরসি নেবে?

লিউকা। দেখি।

ভ্যাসিলিসা। পাসপোর্ট আছে?

লিউকা। আছে বই কি?

ভ্যাসিলিসা। দাও।

লিউকা। তোমার ঘরে নিয়ে যাচ্ছি।

ভ্যাসিলিসা। পথিক বলছিলে না? ভবঘুরে বললেই তো হোতো?

লিউকা। (দীর্ঘনিঃশ্বাস ফেলে) মার আমার মায়াদয়ার ছিঁটেফোঁটা নেই দেখছি। (ভ্যাসিলিসা পেপেলের ঘরের দিকে যাচ্ছে। আলিওসকা দরজায় উঁকি মারল)

আলিওসকা। গেছে?

ভ্যাসিলিসা। (ঘুরে দাঁড়িয়ে) এখনো এখানে রয়েছ?

(আলিওসকা মিলিয়ে গেল। নাস্তিয়া, আর লিউকা হাসছে)

বাবনফ। সে তো নেই—

ভ্যাসিলিসা। কে?

বাবনফ। ভাস্‌কা?

ভ্যাসিলিসা। তোমাকে জিজ্ঞেস করিনি তো!

বাবনফ। চারদিকে তাকাচ্ছিলে কিনা তাই বললাম।

ভ্যাসিলিসা। সব ঠিক আছে কিনা দেখছিলাম, এখনও মেঝের ঝাঁট পড়েনি কেন? কতবার না বলেছি ঘরদোর পরিষ্কার রাখতে হবে!

বাবনফ। আজকে অভিনেতার পালা।

ভ্যাসিলিসা। কার পালা জানতে চাই না! স্বাস্থ্য-বিভাগের কর্তা এসে যদি আমাকে জরিমানা করে, সবাইকে ঝেঁটিয়ে বিদায় করব বলে দিচ্ছি।

বাবনফ। (শান্তভাবে) বিদায় তো করবে, রুজি রোজগার চলবে কি করে?

ভ্যাসিলিসা। না, না, এককণা ধুলো থাকলে চলবে না, (রান্নাঘরে গিয়ে নাস্তিয়াকে) এখানে ঘুর ঘুর করছ যে? মুখখানা অতো ফুলে উঠল কি করে? কি, চুপ করে আছ যে? যাও মেঝে ঝাঁট দিয়ে এস। ভালো কথা, নাতালিয়াকে দেখেছ? এখানে ছিল নাকি?

নাস্তিযা। না, দেখিনি।

ভ্যাসিলিসা। বাবনফ, আমার বোনকে দেখেছ?

বাবনফ। ওই তো তাকে নিয়ে গেল।

ভ্যাসিলিসা। ও বাড়ি আছে?

বাবনফ। কে ভ্যাসিলি? হঁা—নাতাশা এইখানে আন্দ্রেইর সঙ্গে কথা কইছিল—

ভ্যাসিলিসা। কার সঙ্গে কথা কইছিল, জিজ্ঞেস করিনি। চারদিকে নোংরা আর ধুলো! এই শুয়োর! এইগুলো ঝাঁট দিয়ে ফেল্—শুনছিস তো?

(দ্রুত প্রস্থান)

বাবনফ। মাগিটা একেবারে জানোয়ার!

লিউকা। নিজের কাজ কিন্তু কড়ায় গণ্ডায় বুঝে নেয়।

নাস্তিয়া। অমন জীবন কাটালে জানোয়ার হবে না তো কি? অমন সোয়ামীর সঙ্গে বাঁধা পড়লে···

বাবনফ। ওঃ, থোড়াই কেয়ার করে!

লিউকা। সবসময়ে এমনি ক্ষেপেই আছে নাকি?

বাবনফ। সবসময়েই। ও ওর পিরীতের মানুষকে খুঁজতে এসেছিল—কিন্তু সে তো বাড়ি নেই।

লিউকা। মনে হোলো, ভারি দাগা পেয়েছে। পৃথিবীতে সবাই কর্তৃত্ব করতে চায়, সবাই চায় অন্যকে শাস্তি দিতে…কিন্তু জীবনে তবু শৃঙ্খলা নেই, নেই পবিত্রতা—

বাবনফ। হাঁ, পৃথিবী শৃঙ্খলা চায়—কিন্তু কারো কারো মগজ ঠিক সাফ নয় বলেই তা সম্ভব হয়ে ওঠে না। যাক ঘরতো ঝাঁট দিতে হবে। নাস্তিয়া—লেগে যাও!

নাস্তিয়া। লেগে যাব বই কি! আর কিছু হুকুম আছে? আমাকে কি চাকরাণী পেলে নাকি? আজ রাতে খুব মদ খাব—নেশায় বুঁদ হয়ে যাব।

বাবনফ। চমৎকার!

লিউকা। মদ খেতে চাইছ কেন বাছা? এই তো কিছুক্ষণ আগে কাঁদছিলে—আবার এখন নেশায় বুঁদ হতে চাইচ?

নাস্তিয়া। (উদ্ধতভাবে) খাবই তো মদ। আর গলা ছেড়ে কাঁদব। আর, আর··

বাবনফ। বেশ তো।

লিউকা। কিন্তু কেন কাঁদবে আর মদ খাবে বল তো? একটা ছোট্ট ফোঁড়া ওঠে, তারও তো কারণ আছে? (নাস্তিয়া মাথা নাড়ল) হায় মানুষ, কি আছে তোমার বরাতে কে জানে! বেশ—আজ না হয় আমিই ঝাঁট দিচ্ছি। ঝাঁটা কোথায়?

বাবনফ। হলে, দরজার কাছে (লিউকা হলে চলে গেল)—নাস্তিয়া।

নাস্তিয়া। কি?

বাবনফ। ভ্যাসিলিসা হঠাৎ আলিওসকার উপর ক্ষেপে গেল কেন?

নাস্তিয়া। ও বলেছে, ভাস্কা নাকি ওকে আর চায় না, সে চায় নাতাশাকে। এক আচ্ছা কাণ্ড! —না, না, আমি এখানে আর থাকব না। আর একটা আস্তানা খুঁজে নেব।

বাবনফ। কেন? কি হোলো তোমার?

নাস্তিয়া। আমার বিরক্তি ধরে গেছে—কেউ আমাকে চায় না।

বাবনফ। (শান্ত ভাবে) জানো, এখানে কেউ কাউকে চায় না, পৃথিবীতে সব মানুষই তো বাহুল্য মাত্র—

(নাস্তিয়া মাথা নাড়ল, তারপর উঠে আস্তে আস্তে কুঠরি ছেড়ে চলে গেল। মিডভিয়েডিফ ঢুকছে, লিউকা তার পেছনে, হাতে ঝাঁটা)

মিডভিয়েডিফ। দেখেছি বলে তো মনে পড়ছে না।

লিউকা। আর সবাইকে চেন তো?

মিড। আমার এলাকার সবাইকে চিনতে হবে বইকি! কিন্তু তোমাকে তো চিনতে পারলাম না?

লিউকা। তার কারণ কি জানো খুড়ো, তোমার এলাকায় তো আর গোটা দুনিয়াটা এসে সেঁধতে পারে না, কিছুটা তো বাইরে থাকবেই। (রান্নাঘরে চলে গেল)

মিড। (বাবনফের কাছে গিয়ে) আমার এলাকাটা ছোট বটে, কিন্তু এখানে হুজ্জুত হাঙ্গামা লেগেই আছে, এই তো, কাজ শেষ করেছি, এমনি সময় ঐ মুচি বেটা—ঐ যে আলিওসকা, ওকে থানায় নিয়ে যেতে হোলো। ভেবে দেখ, ব্যাপারটা! বেটা রাস্তার মাঝখানে শুয়ে বাজনা বাজিয়ে চেঁচাচ্ছে, চাই না, কিছু চাই না! পাশ দিয়ে গাড়ি যাচ্ছে, ঘোড়া যাচ্ছে, লোকজন চলেছে—চাপা পড়লেই হোলো। অথচ ছোঁড়াটার সে খেয়ালই নেই। বাঁদর কোথাকার। বদমায়েসের ধাড়ি!

বাবনফ। তাস খেলতে আসছ তো রাতে?

মিড। তা আসব বই কি। হাঁ, ভালোকথা, ভাস্কা কেমন আছে?

বাবনফ। যেমন থাকে তেমনি—

মিড। মানে, চালাচ্ছে ভালো?

বাবনফ। চালাবে না কেন? ক্ষমতা আছে ওর।

মিড। (অবিশ্বাসের ভঙ্গিতে) হুঁ:, চালাবে না কেন! লিউকা একটা ভাঁড় হাতে হলঘরের দিকে চলে গেল) ভাস্কাকে নিয়ে নানা কথা রটেছে—কিছু শুনেছ নাকি?

বাবনফ। শুনছিতো নানা গুজব···

মিড। ভ্যাসিলিসার নাম জড়িয়েও নাকি নানা কথা বলছে—শোননি?

বাবনফ। কি?

মিড। এই—তুমি নিশ্চয়ই শুনেছ—এখন মিছে কথা বলছ। সবাই তো জানে। (রুক্ষস্বরে) মিছে কথা বলতে নেই সাঙাৎ।

বাবনফ। বাঃ রে, মিছে বলব কেন?

মিড। ঠিক, ঠিক! ওরা তো কুত্তার দল! ওরা বলে, ভাস্কা আর ভ্যাসিলিসা···থাকগে আবার দরকার কি? আমি তো আর ওর বাপ নই, খুড়োও নই; বাছাকে ওরা ঠাট্টা করবে কেন? (কাসনিয়া ঢুকলো) লোকের যে কি হয়েছে সবেতেই হাসবে। ওগো, এঁ্যা তুমি?

কাসনিয়া। এই যে আমার পিরীতের ফৌজ হাজির! ও আজ আবার বাজারে আমাকে ধরে বিয়ে বসবার জন্যে বায়নাক্কা তুলেছিল।

বাবনফ। করেই ফেল না বিয়ে! কি হয়েছে? টাকাকড়ি আছে, চেহারাটাও গাট্টাগোট্টা।

মিড। আমি তো তাই বলি।

কাসনিয়া। বদমায়েসের ধাড়ি! আমায় ঘাঁটিয়ো না বাছা! একবার তো বিয়ে বসছু গো। বিয়ে মানে হচ্ছে শীতের দিনে বরফের গর্তের

ভিতর ঝাঁপিয়ে পড়া। একবার বিয়ে করলে, সারা জীবন মনে থাকে!

মিড। আরে স্বামীও তো হরেক রকম আছে।

কাসনিয়া। আমার কাছে সবাই একরকম গো, একরকম। আমার সোয়ামী যখন পটল তুলল, সারাদিন একা একা কাটালাম—মনে ফূর্তি আর ধরে না। সত্যি বলে বিশ্বাসই হচ্ছিল না।

মিড। স্বামী অকারণে মার-ধর করতো তো পুলিসে নালিস করনি কেন?

কাসনিয়া। পুলিস কি করবে! ভগবানের কাছে আট বচ্ছর ধরে নালিস করনু, তা একবারও তো শুনলে না।

মিড। আজকালকার আইনে বৌকে মারা নিষেধ—খুব কড়া আইন, চারদিকে কেমন সুশাসন দেখছ না! কাউকে এখন বিনা কারণে মার-ধর করা যায় না। শুধু শান্তিরক্ষার জন্মেই পিটুনি দরকার হয়

লিউকা। (আনাকে নিয়ে ঢুকল) এই যে, কোন রকমে এসে গেছি। একা একা হাঁটা কেন?

আনা। (দেখিয়ে) ধন্যবাদ দাদু!

কাসনিয়া। এই তো বিয়ে করেছে দেখ, দশা দেখ!

লিউকা। মেয়েটার যা দুর্দশা…হলে হামাগুড়ি দিচ্ছিল, মাঝে মাঝে দেয়াল ধরে দাঁড়িয়ে গোঙাচ্ছিল—ওকে একা ফেলে এসেছিলে কেন?

কাসনিয়া। ভারি ভুল হয়ে গেছে খুদে বাবা—মাপ কর, ওর ঝি একটু হাওয়া খেতে গিছল কিনা?

লিউকা। ঠাট্টা কর, ক্ষতি নেই! কিন্তু একটা মানুষকে এমনিভাবে ফেলে রেখে যেতে পারলে? যে হোক না কেন, মানুষের জীবনের তো একটা দাম আছে …

মিড। হাঁ, তদারক করা চাই বই কি! ধর হঠাৎ যদি মারা যেত—

একটা হাঙ্গামা তো হোতো। ওর দিকে আমাদের নজর দেওয়া উচিত।

লিউকা। ঠিক বলেছ সার্জেণ্ট!

মিড। হাঁ—না, আমি সার্জেণ্ট নই, তবে—

লিউকা। কিন্তু খাঁটি সৈনিকের মতোই তো কথা বলছ!

(পায়ের শব্দ, চাপা চিৎকার শোনা গেল।

মিড। কি হোলো আবার—হল্লা কিসের?

বাবনফ। তাই তো মনে হচ্ছে · ··

কাসনিয়া। যাই দেখিগে।

মিড। আমিও যাচ্ছি। এ আমার কর্তব্য! মারামারির সময় ছাডাতে যাওয়া কেন বাপু? নিজেরাই থামবে—একটু আগে আর পরে, এই যা? লড়াই করতে দাও না! যদি আগের লড়াইয়ের কথা মনে থাকে, তাহলে আর যখন তখন মারামারি করবে না।···

বাবনফ। (মাচায় উঠে) তোমার উপরওয়ালাদের এ বিষয়ে বলছ না কেন?

কোসটি। (দরজা খুলে চিৎকার করে) আব্রাম! শীগগির এস—ভ্যাসিলিসা নাতাশাকে মেরে ফেলল! শীগগির এস!

(কাসনিয়া মিডভিয়েডিফ, বাবনফ ছুটে গেল। লিউকা ওদের দিকে তাকিয়ে মাথা নাড়ছে)

আনা। হা ঈশ্বর! বেচারী, বেচারী নাতাশা!

লিউকা। কারা মারামারি করছে?

আনা! আমাদের বাড়িউলী আর তার বোন।

লিউকা' (কাছে গিয়ে) কেন?

আনা। কেন আবার! দুটোই মোটা আর জোয়ান কিনা!

লিউকা। বাছা, তোমার নাম কি?

আনা। তোমাকে দেখছি। ঠিক আমার বাবার মতো ··হ্যাঁ, তাঁরই মতো···তেমনি শান্ত, তেমনি নরম···

লিউকা। হ্যাঁ, নরম বইকি! ওরা আমাকে পিটিয়ে পিটিয়ে নরম তুলতুলে করে দিয়েছে (হাসল, শরীর কাঁপছে)

(পর্দা নেমে এল)

দ্বিতীয় অঙ্ক

প্রথম অঙ্কের কুঠরিতেই ঘটনা ঘটেছে। এখন রাত।

মাচার উপর স্টোভের কাছে স্যাটাইন, ব্যারন, জব আর তাতার তাস খেলছে। আন্দ্রেই আর অভিনেতা দেখছে। বাবনফ আর মিডভিয়েডিফ তার মাচায় বসে চেকার খেল্‌ছে; লিউকা আনার বিছানার পাশে একটা টুলে বসে আছে। দুটো আলো জ্বলছে ঘরে—একটা তাস খেলার ধারে, আর একটা বাবনফের মাচায়।

তাতার। আর একটা বাজী—তারপর আর খেলব না।

বাবনফ। জব, গান গাও না! (সে গান ধরল)
সূর্য ওঠে, অস্ত যায় রে···

জব। (তার সঙ্গে সুর মিলিয়ে) জেলখানা মোর শুধুই আঁধিয়ার

তাতার। (স্যাটাইনকে) তাস ভাঁজ, ভাল করে ভাঁজ—তোমাদের তো চিনি!

জব আর বাবনফ। রাতদিন ওরা ঘুরে ঘুরে শুধু মরে
প্রহরীর দল মোর জানালার ধারে।

আনা। সারাজীবন ধরে পেলাম শুধু কিল চড় আর অপমান।

লিউকা। খুদে মা আমার, ওসব কথা ভেবো না।

মিড। কি আবল-তাবল খেলছ!

বাবনফ। ঠিক তো!

তাতার। (ঘুসি উঁচিয়ে) তাস সাফাই করছ—পাজি কোথাকার!

জব। চুপ হাসান! বাবনফ এস!

আনা। এমন দিন নেই, যেদিন খিদে না পেত। খেতে শুতে, হাঁটতে কেমন ভয় ভয় করত—সারাজীবন এমনি ভাবেই কেটেছে। কেবলই ভয় হোতো, এই বুঝি খেতে পেলাম না। ছেঁড়া কানি পরে দিন কাটিয়ে এলাম। কিন্তু কেন, কেন?

লিউকা। বাছা, তুমি বড় ক্লান্ত।

অভিনেতা। (জবকে) গোলামটা খেল না, গোলামটা!

ব্যারন। আমরা সাহেব খেলেছি!

আন্দ্রেই। ওরা তো রোজই জেতে!

স্যাটাইন। ওটা আমাদের অভ্যেস হয়ে গেছে।

মিড। আমার কাছে বিবি আছে।

বাবনফ। আমার কাছেও আছে।

আনা। আমি মারছি···

আন্দ্রেই। দেখ, দেখ! ওই ছুঁড়ে ফেলে দাও তাস, এখুনি ছুঁড়ে ফেলে দাও!

অভিনেতা। ওকি খেলতে জানে না নাকি?

ব্যারন। আন্দ্রুসকা! মেরে হাড় গুঁড়ো করে দেব!

তাতার। আবার তাস দাও—আমি তো ফতুর হয়ে গেছি। (আন্দ্রেই মাথা নাড়ল, তারপর বাবনফের কাছে গেল)

আনা। কতদিন ভেবেছি, পরলোকে গিয়েও কি এমনি ভুগতে হবে, তাও কি সম্ভব? তাও কি সম্ভব?

লিউকা। না, না! এমনি করে নিজেকে কষ্ট দিও না! সেখানে শান্তিতে

৩

থাকবে তুমি—ধৈর্য ধর। আমরা এ পৃথিবীতে সবাইই তো ভুগছি—এক একজন এক একরকম—এই যা তফাৎ।

(উঠে রান্নাঘরে চলে গেল)

বাবনফ। (গাইছে) যত পার দাও পাহারা গো, যত পার দাও।

জব। পালিয়ে আমি যাব না, যাব না…

দুজনে। মুক্ত হতে সাধ গিয়েছে মোর
(হায়) শিকল ভাঙা হোলো না, হোলো না…(চিৎকার করে)

তাতার। তাসটা ও আমার হাতার ভি'রে লুকিয়ে রেখেছিল।

ব্যারন। (বিব্রত হয়ে) তোমার নাকের সুমুখে ধরে দেখিয়ে দিতে হবে নাকি ?

অভিনেতা। ওহে রাজপুত্তুর, ভুল করেছ ভাই ! কেউ……

তাতার। আ।ম দেখলাম ! জোচ্চোর কোথাকার ! না, আমি আর খেলব না।

স্যাটাইন। (তাস গোছাতে গোছাতে) হাসান, জানো তো আমরা জোচ্চুরী কার, খেলতে এসেছ কেন ?

ব্যারন। চল্লিশ .কাপেক তো হেরেছে, চিল্লাচ্ছে যেন, একেবারে কত টাকা, কত ধনদৌলত গেছে ! ও আবার রাজপুত্তুর !

তাতার। (উত্তেজিত হয়ে) জোচ্চুরী না করে খেল না !

স্যাটাইন। কেন খেলব ?

তাতার। তার মানে ?

স্যাটাইন। হাঁ, কেন খেলব বল ?

তাতার। জান না নাকি ?

স্যাটাইন। না। জানি না তো ! (তাতার থুথু ফেলল, সবাই হাসছে)

জব। আচ্ছা লোক তো তুমি হাসান ! এই কথাটা বোঝনা, সাধু বনে গেলে ওরা তিনদিনের ভিতরেই উপোস করে মরে যাবে।

তাতার। মরুক না, আমার কি ! কিন্তু সৎপথে চলতে হবে তোমাদের !

জব। ওঃ, ওরা তোমাকে ক্ষেপিয়ে তুলেছে দেখছি। চল, চল, চা খাই গে —(সুরে) ওরে আমার শিকল, ভারি শিকল রে!

বাবনফ। (গাইছে) আমার প্রহরী তুই রে!

জব। চল চল হাসান (গাইতে গাইতে যাচ্ছে)

ছিঁড়তে না পারি তোরে, ও আমার শিকল রে

ভাঙতে না'রি গো তোরে

(তাতার ব্যারনের দিকে ঘুসি দেখিয়ে চলে গেল)

স্যাটাইন। (হেসে) হে মহামান্য রাজাধিরাজ, আপনি পঙ্কিল পল্বলে গিয়ে শেষটায় হুমড়ি খেয়ে পড়লেন। অনেক জ্ঞানই আপনি অর্জন করেছেন, কিন্তু তাস সাফাইয়ের ব্যাপারে আপনি একটি প্রকাণ্ড অজ্ঞ!

ব্যারন। কি করে যে হোলো বুঝতে পারলাম না।

অভিনেতা। তোমার সে প্রতিভাই নেই--নিজের উপর নেই বিশ্বাস—বিশ্বাস না থাকলে কিছুই করতে পারবে না।

মিড। আমার একটা তো বিবি আছে, তোমার দুটো—বেশ···

বাবনফ। একটাই যথেষ্ট, যদি মগজে বুদ্ধি থাকে—নাও, খেল এখন!

আন্দ্রেই। হেরে গেলে আরাম!

মিড। হেরেছি তো তোমার কি? চুপ কর!

স্যাটাইন। তিপান্ন কোপেক জিতলাম।

অভিনেতা। আমাকে তিনটে দাও। কিন্তু তিন কোপেক নিয়ে যে কি করব ভেবে পাচ্ছি না?

লিউকা। তাতার বেটার খুব খসিয়েছ বুঝি? কি, ভদকা হবে নাকি স্যাঙাৎ?

ব্যারন। সঙ্গে চল না!

স্যাটাইন। মাতাল হলে তোমাকে কেমন লাগবে তাই ভাবছি।

লিউকা। এখন যেমন আছি, তেমনি!

অভিনেতা। চল হে বুড়ো, আমি তোমাকে পদ্য শোনাব।

লিউকা। কি বললে ?

অভিনেতা। পদ্য। বুঝতে পারছ না ?

লিউকা। পদ্য ? পদ্য শুনে কি হবে ?

অভিনেতা। কখনো পদ্যগুলো ভারি হাসির হয়, কখনো বা করুণ !

স্যাটাইন। কবি, তুমি আসবে না ? (ব্যারনের সঙ্গে প্রস্থান)

অভিনেতা। আসছি। এসে ঠিক জুটছি। এই ধর না বুড়ো, একটা কবিতার খানিকটা শোনাচ্ছি—যাঃ, আরম্ভটাই ভুলে গেছি, ভুলে গেছি ··· (কপালে হাত দিল)

বাবনফ। তোমার বিবি তো কাৎ, খেল এখন !

মিড। ইস্ ভারি ভুল খেলেছি।

অভিনেতা। আমার দেহযন্ত্র মদে বিষাক্ত হবার আগে, চমৎকার স্মৃতিশক্তি ছিল আমার ! কিন্তু এখন আর কিছু নেই ভাই ! কতবার কবিতা আউড়েছি, প্রশংসায় মুখর হয়ে উঠেছে শ্রোতারা···প্রশংসা সম্বন্ধে তোমার কোনো জ্ঞান নেই বুড়ো···ভদকার মতোই তোমার মাথায় নেশা চড়বে ! এই এমনি করে আমি মঞ্চে উঠতাম—এমনি করে দাঁড়াতাম···(ভঙ্গী করে দাঁড়াল) হাঁ, এমনি করে দাঁড়াতাম— (বিরক্তি) একটা কথাও মনে আসছে না,—মনে আসছে না। অথচ কত প্রিয় ছিল এই কবিতাগুলি ! বিশ্রী লাগে না বুড়ো ?

লিউকা। হাঁ, বিশ্রী তো লাগবেই। যাকে ভালোবাসতে, তার ভিতরে ছিল তোমার আত্মা।

অভিনেতা। আত্মাকেও আমি মদের সঙ্গে খেয়ে ফেলেছি। ভাই, আমি ফুরিয়ে গেছি, হারিয়ে গেছি ! কেন—কেন এমন হলো ? আমার যে বিশ্বাস ছিল না···আমি···

লিউকা। এখন শুধরে নাও ! আজকাল ওরা মাতালদের শোধরাবার এক দাওয়াই বার করেছে—সেখানে এক পয়সা দিতে হয় না। তারা

তোমাদের মানুষ হিসেবে স্বীকার করে নিয়েছে, তারা তোমাদের ভালো চায়। সেখানে চলে যাও তুমি !

অভিনেতা। (চিন্তিতভাবে) কোথায় ? কোথায় ?

লিউকা। কোন্ শহরে যেন ! কি নাম যেন তার ? নাম তোমাকে বলে দেব'খন—তুমি শুধু তৈরী হয়ে থেক। অতো বেশি মদ খেয়ো না ! নিজেকে শোধরাও ! যখন শুধরে যাবে, আবার নতুন করে গড়ে তুলবে জীবন। ভালো শোনাচ্ছে না কথাটা—আবার নতুন করে শুরু করবে ? মন স্থির কর !

অভিনেতা। (হেসে) নতুন করে···আবার শুরু থেকে···চমৎকার···হ্যাঁ, আবার নতুন করে···(হাসল) বেশ, আমি তাই করব—পারব না ?

লিউকা। কেন পারবে না ? মানুষ মনে করলে সব-কিছু করতে পারে।

অভিনেতা। (হঠাৎ যেন স্বপ্নের ঘোর কেটে গেল) অদ্ভুত মানুষ তুমি ! শীগগিরই দেখা হবে ! (শিস দিয়ে) বুড়ো···এখন বিদায় ! (প্রস্থান)

আনা। দাদু !

লিউকা। বল, ছোট মা ?

আনা। আমার সঙ্গে একটু গল্প কর না।

লিউকা। (কাছে এসে) এস, গল্প করি···

(আন্দ্রেই চারদিকে তাকিয়ে স্ত্রীর কাছে গেল, তার দিকে তাকিয়ে হাত দিয়ে অদ্ভুত ভঙ্গী করে কি যেন বলতে চাইল)

লিউকা। কি, বলবে ভাই ?

আন্দ্রেই। (শান্তভাবে) কিছু না······(হলের দরজার দিকে গেল, খানিকক্ষণ দাঁড়িয়ে থেকে চলে গেল)।

লিউকা। (তার দিকে তাকিয়ে থেকে) তোমার স্বামীর ভারী কষ্ট—তাই না ?

আনা। ওর কথা আমি ভাবি না।

লিউকা। ও তোমাকে খুব মারত ?

আনা। মায়া তো ভালো, ওই তো আমাকে খুন করল—

বাবনফ। আমার স্ত্রীর এক প্রেমিক ছিল—পাজিটা চেকার খেলায় ছিল ভারি ওস্তাদ।

মিড। হুঁ!

আনা। দাদু, কথা বল না···ভারি কষ্ট হচ্ছে।

লিউকা। ভয় পেও না! মৃত্যুর আগে অমনি হয়। ছোট্ট, ছোট্ট মা আমার! শুধু বিশ্বাস রাখ! মরে গেলে পাবে শান্তি—চিরশান্তি! ভয় কিসের! শান্তি! শান্তি! চুপটি করে শুয়ে থাক! মৃত্যু সব মুছে দেবে। ভারি দয়ালু সে। মরলেই তো আবার বিশ্রাম—এই কথাই তো ওরা বলে। আর সত্যিই তাই! এ পৃথিবীতে বিশ্রাম কোথায়, কোথায় শান্তি?

(পেপেল ঢুকল। চুল উস্‌কোখুসকো, একটু নেশা হয়েছে, মুখখানা গোমরা। মাচার উপর বসে পড়ল। চুপ করে আছে)।

আনা। ওখানেও কি দুঃখ আছে দাদু?

লিউকা। না, না, কোনো দুঃখ নেই। বিশ্বাস কর—শুধু বিশ্রাম—বিশ্রাম। তোমাকে তারা ভগবানের কাছে নিয়ে যাবে, বলবে: ভগবান, এই দেখ, আনা এসেছে, তোমার দাসী আনা!

মিড। ওখানে তারা কি বলবে কি করে জানলে? বুড়ো···

পেপেল। (মিডভিয়েডিফের স্বর শুনে মাথা তুলে শুনতে লাগল)।

লিউকা। বোধ হয় জানি, তাই বলছি।

মিড। হাঁ—সে তোমার নিজের ব্যাপার···কিন্তু দেখ বুড়ো, ঠিক সার্জেন্ট আমি নই—তবে—

বাবনফ। আমি দুই ডেকেছি!

মিড। খেল এবার!

লিউকা। ভগবান তোমার দিকে তাকাবেন, কি কোমল তাঁর দৃষ্টি! বলবেন:

এ আনাকে তো চিনি! তার পর বলবেন: যাও আনাকে স্বর্গে নিয়ে যাও! শান্তি, শান্তি লাভ করুক আনা! পৃথিবীতে বড় দুঃখে তার জীবন কেটেছে। সে ক্লান্ত, শান্তিতে সে বিশ্রাম করুক!

আনা। (গলা বুজে এল) দাদু, যদি শুধু বিশ্রাম আর শান্তিই হয়—

লিউকা। হাঁ, তা ছাড়া তো কিছু আর নেই, মা! বিশ্বাস কর! শোক কোরো না, আনন্দ নিয়ে আসুক তোমার মৃত্যু! মৃত্যু তো আমাদের মা···

আনা। কিন্তু যদি ভালো হয়ে উঠি···তাহলে?

লিউকা। (হেসে) কেন? আরো কষ্ট সহ্য করবে বলে?

আনা। আরও কিছুদিন বাঁচবার জন্যে—আরো কিছুদিন! পরলোকে তো আর দুঃখ পেতে হবে না···এখানকার দুঃখ আরো কিছুদিন আমি সইতে পারব, পারব···

লিউকা। পরলোকে তো আর কিছু নেই · শুধু ··

পেপেল। (উঠে) হয়তো তাই, হয়তো তা নয়!

আনা। (ভীত হয়ে) হা ঈশ্বর!

মিড। কে, চেঁচাচ্ছে কে?

পেপেল। (কাছে গিয়ে) আমি! কি হয়েছে?

মিড। শুধু শুধু চেঁচাচ্ছ, তাই বলছি! মানুষের একটু আত্মমর্যাদাজ্ঞান থাকা উচিত।

পেপেল। সেদিকে একেবারে ঢুঁ ঢুঁ! খুড়ো, আমরা সবাই তো ঢুঁ ঢুঁ। তুমি কি চিজ বলতো?

লিউকা। (পেপেলকে চাপা স্বরে) দেখ, চিৎকার কোরো না—মেয়েটি মরছে ···ওর ঠোঁট ফ্যাকাসে হয়ে এসেছে, ওকে বিরক্ত কোরো না!

পেপেল। তোমাকে আমি ভক্তি করি দাদু। সাচ্চা লোক বটে তুমি! মিছে কথা বেশ গুছিয়ে বলতে পার, চমৎকার গল্পও করতে পার—

যত পার মিছে কথা বলে যাও, সাঙাৎ—এ দুনিয়ায় এর চেয়ে বড় তামাসা মিলবে না।

বাবনফ। সত্যিই মেয়েটা মরছে নাকি ?

লিউকা। তবে কি ঠাট্টা করছি ?

বাবনফ। যাক, কাসি থামবে এবার! কেসে কেসে বড় বিরক্ত করতো। আমি আবার তুই ডাকছি!

মিড। তোমাকে খুন করব!

পেপেল। আব্রামকা!

মিড। আমি তোমার আব্রানকা নই!

পেপেল। নাতাশার কি অসুখ করেছে ?

মিড। তোমার দরকারটা কি শুনি ?

পেপেল। না, তোমাকে বলতে হবে! ভ্যাসিলিসা ওকে খুব মেরেছে নাকি ?

মিড। তোমার কি বাপু? এসব পারিবারিক ব্যাপার! তুমি কে শুনি যে বলতে হবে ?

পেপেল। যেই হই না কেন, আমি যদি মনে করি নাতাশাকে আর খুঁজে পাবে না! একেবারে উপিয়ে নিয়ে যাব—বেপাত্তা করে দেব!

মিড। (খেলা ফেলে) কি বললে? কার কথা বললে তুমি? আমার ভাইঝির কথা? বেটা চোর!

পেপেল। হাঁ, সেই চোর, যাকে তোমরা এখনো ধরতে পারলে না!

মিড। সবুর কর না! শীগ্‌গিরই দেখতে পাবে!

পেপেল। ধরেই দেখ না! ভাবছ, হাকিমের সুমুখে চুপ করে থাকব? ওরা জিজ্ঞেস করবে, কে তোমাকে চুরি করতে বাধ্য করল? বলব: মিশকা কোসটিলিয়ফ আর তার স্ত্রী। কে তোমার থলেদার ছিল? মিশকা আর তার স্ত্রী।

মিড। মিছে কথা! কেউ তোমাকে বিশ্বাস করবে না!

পেপেল। ঠিক বিশ্বাস করবে—সত্যিকথা বিশ্বাস করবে ? তোমাকেও এর ভেতরে টানব! হাঃ হাঃ, তোমাদের সব কটাকেই ফাঁসিয়ে তবে ছাড়ব—শয়তানের দল—দেখই না।

মিড। (ঘাবড়ে গিয়ে) মিছে কথা, মিছে কথা! ওরে ক্ষ্যাপাকুকুর, কি ক্ষতি করেছি তোর, বল্‌তো ?

পেপেল। ভালোটাই বা কি করেছ ?

লিউকা। ঠিক, ঠিক!

মিড। (লিউকাকে) এই—তুমি আবার কি বলছ ? তুমি এসব কথায় কেন বাপু ? এটা পারিবারিক ব্যাপার জানো ?

বাবনফ। (লিউকাকে) আরে ছেড়ে দাও না! ওরা যদি দু'জনে দুজনের লেজ ধরে টানে—আমাদের তো ভারি বয়ে গেল!

লিউকা। (শান্তভাবে) আমি মন্দ ভেবে বলিনি। বলছিলাম, কেউ কারো ভালো না করলে সেটা তো মন্দই করা হোলো।

মিড। এখানে আমরা সবাই সবাইকে চিনি! কিন্তু তুমি কে হে ?

(মুখভঙ্গী করতে করতে প্রস্থান)

লিউকা। আমাদের বীর খুব চটেছে! তোমাদের ব্যাপার তো দেখছি ভারি গোলমেলে।

পেপেল। এইবার ভ্যাসিলিসার কাছে নালিস করতে ছুটলো।

বাবনফ। তুমি একটা আস্ত বোকা ভ্যাসিলি। আজকাল তোমার সাহসও খুব বেড়েছে, তাই না ? অন্য জায়গায় সাহস দেখিও, এখানে কিছু হবে না। ওরা অজান্তে তোমার ঘাড় মটকাবে বলে দিচ্ছি।

পেপেল। অতো তাড়াতাড়ি নয়। আমাদের ঘাড় ভারি শক্ত! আর লড়াই যদি বাঁধে, ঠিক লড়ে যাব!

লিউকা। বাছা, তোমার এখান থেকে সরে পড়াই ভালো।

পেপেল। কোথায় যাব বল ?

লিউকা। সাইবেরিয়ায় চলে যাও।

পেপেল। সাইবেরিয়ায় গেলে জারের খরচায় যাব! এমনি এমনি কষ্ট করে যাব কেন?

লিউকা। শোনো! নিজে যাও না! তোমার মতো লোকের ওখানে দরকার।

পেপেল। আমার পথ তো পরিষ্কার পড়ে আছে। বাবা সারাজীবন জেলে কাটিয়েছে, বাপের কাছ থেকে এই গুণটুকু পেয়েছি। যখন একেবারে ছোট ছিলাম, তখন থেকেই লোকে বলতো চোর, চোরের ব্যাটা চোর!

লিউকা। সাইবেরিয়া চমৎকার দেশ, সোনার দেশ! যার স্বাস্থ্য আছে, শক্তি আছে সে ওখানে গিয়ে সুখে কাটাতে পারে।

পেপেল। আচ্ছা বুড়ো, কেবল মিছে কথাগুলো বল কেন?

লিউকা। কি বললে?

পেপেল। কালা নাকি? বলছি মিছে কথা বল কেন?

লিউকা। কি মিছে কথা বললাম?

পেপেল। সবকিছুই তো মিছে। তোমার মতে জীবনটা ভারি সুন্দর, সবজায়গাই ভারি সুন্দর—কিন্তু এ তো মিছে কথা···কেন, কেন একথা বল?

লিউকা। আমাকে বিশ্বাস কর বন্ধু! নিজে গিয়েই দেখে এস! একদিন এই জন্যেই আমাকে ধন্যবাদ দেবে। এখানে বসে আছ কেন? আর সত্যটাকেই বা এত আমল দিচ্ছ কেন? সত্য একদিন তোমার মৃত্যু নিয়ে আসতে পারে তা জানো?

পেপেল। একই কথা! আসুক না সেদিন।

লিউকা। কি পাগল রে বাবা! নিজেকে এমনি করে খুন করবে কেন?

বাবনফ। দুজনে কি বকবক করছ? আমি বুঝতেই পারছি না। আচ্ছা

ভাস্‌কা, কি ধরণের সত্যিকথা তুমি শুনতে চাও? নিজের কথা তো নিজে জানোই, আর-সবাইও জানে···

পেপল। এক মিনিট! চেঁচিয়ো না! আমি বলছি! আচ্ছা বুড়ো, ভগবান আছেন? (লিউকা নিঃশব্দে হাসল)

বাবনফ। মানুষ ভেসে চলে···বানে ভাসা খড়কুটোর মতো। যখন বাড়ি তৈরী হয়, ইটকাঠের টুকরো মানুষ ফেলে দেয়!

পেপেল। ভগবান আছেন কিনা উত্তর দাও? বল, বল?

লিউকা। (চাপা গলায়) যদি বিশ্বাস থাকে, তাহলে আছেন বইকি, বিশ্বাস না থাকলে নেই · যা-কিছু বিশ্বাস করবে সব আছে।

(পেপেল অবাক হয়ে লিউকার দিকে তাকিয়ে রইল)

বাবনফ। চা খেতে যাচ্ছি—চল রেস্তরাঁয় চল!

লিউকা। (পেপেলকে) তাকিয়ে আছ যে···

বাবনফ। আমি চললাম (যেতে ভ্যাসিলিসার সঙ্গে ধাক্কা লাগল।)

পেপেল। ওঃ—তুমি!

ভ্যাসিলিসা। নাতাশা বাড়িতে আছে?

বাবনফ। না। (প্রস্থান)

পেপেল। ওঃ তুমি ··?

ভ্যাসিলিসা। (আনার কাছে গিয়ে) বেঁচে আছে এখনো?

লিউকা। ওকে বিরক্ত কোরো না।

ভ্যাসিলিসা। তুমি এখানে ঘুরঘুর করে বেড়াচ্ছ যে?

লিউকা। তুমি বলো তো চলে যাচ্ছি।

ভ্যাসিলিসা। (পেপেলের ঘরের দিকে চেয়ে) তোমার সঙ্গে আমার কথা আছে ভ্যাসিলি!

(লিউকা দরজা খুলে বেরিয়ে গেল, তারপর মাচায় উঠে বসল)

ভ্যাসিলিসা। (পেপেলকে ডাকল) ভাসকা—এখানে এস!

পেপেল। না, আমি যাব না!

ভ্যাসিলিসা। কেন? হঠাৎ চটলে কেন?

পেপেল। ব্যাপারগুলো ভারি বিশ্রী লাগছে···

ভ্যাসিলিসা। আমার উপরও বিরক্তি ধরে গেছে?

পেপেল। হাঁ। তোমার উপরও! (ভ্যাসিলিসা শালখানা ভালো করে জড়িয়ে নিয়ে বুকের ওপর হাত দুখানা রাখল। আনার কাছে গেল, মশারির ভিতর দিয়ে তাকিয়ে কি দেখল, আবার পেপেলের কাছে ফিরে এল) বেশ—বল কি হয়েছে?

ভ্যাসিলিসা। আমি কি বলব! আমি তো আর জোর করে ভালোবাসাতে পারি না। দয়াও আমি চাই না। সত্যি কথার জন্য ধন্যবাদ।

পেপেল। সত্যি কথা?

ভ্যাসিলিসা। আমাকে আর ভালো লাগছে না—তাই সত্যি না? (পেপেল নিঃশব্দে তাকিয়ে রইল) তাকিয়ে দেখছ কি? আমাকে চিনতে পারছ না নাকি?

পেপেল। (দীর্ঘনিশ্বাস ফেলে) ভ্যাসিলিসা, তুমি সুন্দরী! (ভ্যাসিলিসা তার গলা জড়িয়ে ধরলো, পেপেল ছাড়িয়ে নিল) কিন্তু আমি তো তোমাকে ভালোবাসতে পারি না। তোমার সঙ্গে থেকেছি কিন্তু ভালোবাসতে পারিনি।

ভ্যাসিলিসা। (শান্তভাবে) তাই, তাই নাকি? বেশ—

পেপেল। বলবার মতো কি আছে? কিছু না। আমার কাছ থেকে চলে যাও ভ্যাসিলিসা।

ভ্যাসিলিসা। আর কাউকে বুঝি মনে ধরেছে?

পেপেল। তাতে তোমার কি। হয়তো মনে ধরেছে, কিন্তু তোমাকে তো ঘটকালি করতে ডাকিনি!

ভ্যাসিলিসা। খুব খারাপ কথা···হয়তো ঘটকালিটা ভালোই করতে পারতাম।

পেপেল। (সন্দিগ্ধ ভাবে) কার সঙ্গে ?

ভ্যাসিলিসা। জানোই তো—ভান করছ কেন ? ভ্যাসিলি—খোলাখুলি বলছি (নিচু স্বরে) তুমি যে আমাকে দাগা দিয়েছ, একথা অস্বীকার কোরো না…এমেন বিনা মেঘে বাজ হানলে তুমি। তুমিই তো বলতে, তুমি আমাকে ভালোবাস, তারপর হঠাৎ…

পেপেল। হঠাৎ নয়। অনেক—অনেকদিন ধরে—অনেক আগে·· সত্যি ভ্যাসিলিসা, তোমার হৃদয় নেই, নেই আত্মা। মেয়েমানুষের চাই আত্মা…আমরা পুরুষরা তো পশু ··আমাদের শেখাতে হবে…কিন্তু তুমি—তুমি আমাকে কি শিখিয়েছ ?

ভ্যাসিলিসা। অতীতের কথা বলে লাভ নেই ! পুরুষের হৃদয় তার নিজের নয়—একথা আমি জানি…তুমি আর আমাকে ভালোবাস না, বেশ তো এর তো কোনো আর উপায় নেই !

পেপেল। হাঁ, সব শেষ ! এবার ঝগড়া না করে আমরা বিদায় নিচ্ছি—যেমনটি হওয়া উচিত—তাই না ?

ভ্যাসিলিসা। এক মিনিট দাঁড়াও—যখন তোমার সঙ্গে ছিলাম, আশা ছিল, তুমি আমাকে এই বদ্ধজলা থেকে মুক্তি দেবে—স্বামী আর আমার কাকার হাত থেকে ছিনিয়ে নিয়ে যাবে আমাকে—ছিনিয়ে নিয়ে যাবে এই জীবন থেকে। ভ্যাসিলি, হয় তো তোমাকে আমি ভালোবাসিনি, ভালো বেসেছিলাম এই আশাকে। বুঝলে তো ? এই পাঁক থেকে তুমি আমাকে টেনে তুলবে—সেই আশায়ই তো আমি ছিলাম।

পেপেল। তুমি পেরেক নও, আমিও সাঁড়াশি নই ! আমি তো ভাবতাম তোমার মাথাটা সাফ, বুদ্ধিও রাখ—

ভ্যাসিলিসা। (ওর গা ঘেঁসে) ভাসা, এস দুজনকে দুজনে সাহায্য করি ?

পেপেল। কেমন করে ?

ভ্যাসিলিসা। (ধীরে) আমার বোন—তাকে তুমি ভালোবাস···

পেপেল। তাই তুমি তাকে মেরেছ—পশু, পশু! দেখ ভ্যাসিলিসা, ওকে ছোঁবে না তুমি!

ভ্যাসিলিসা। দাঁড়াও, উত্তেজিত হোয়ো না। শান্তভাবেই সব হবে। তুমি তাকে বিয়ে করতে চাও আমি টাকা দেব···তিনশ রুবল ··এমন কি তার চাইতেও বেশি··

পেপেল। (কাছ থেকে সরে গিয়ে) থাম! কি বলতে চাও?

ভ্যাসিলিসা। আমার স্বামীর হাত থেকে আমাকে বাঁচাও। গলা থেকে ঐ ফাঁসটা নামিয়ে দাও···

পেপেল। (শিস দিতে দিতে) ওঃ, এই তোমার ছক! খাসা ফন্দি এঁটেছ তো! স্বামীর জন্য কবর আর প্রেমিকের জন্য ফাঁসিকাঠ ··আর তোমার জন্য···

ভ্যাসিলিসা। ভ্যাসিয়া! ফাঁসিকাঠ কেন? তোমার কোনো সাঙাৎকে দিয়ে করাও না! আর তুমি করলেই বা জানবে কে? ভেবে দেখ, নাতালিয়া আর তুমি পাবে টাকা · কোথাও চলে যাবে···আমাকে দেবে মুক্তি—চিরদিনের জন্য মুক্তি। আমার বোন আমার কাছ থেকে চলে গেলে ভালোই হবে—ওকে দেখলেই আমার রাগ হয়··· তোমার জন্যেই তো ওর উপর রেগে উঠি—নিজেকে সামলাতে পারি না। হাঁ, আমি মেয়েটাকে জ্বালা দিয়েছি, মেরেছি · এমন মেরেছি যে নিজেরই কান্না পেয়েছে, কিন্তু এখানে থাকলে ওকে আমি মারব···হাঁ মারবই ?

পেপেল। পশু! তোমার নিষ্ঠুরতা নিয়ে আবার গর্ব করছ?

ভ্যাসিলিসা। গর্ব করছি না, সত্যি কথা বলছি। ভ্যাস্যা, ভেবে দেখ, দু'দুবার আমার স্বামীর জন্য তুমি জেল খেটেছ—হাঁ, তার লোভের জন্যই খেটেছ জেল। ও যেন ছারপোকার মতোই আমার গায়ে

লেপ্টে আছে, চার বছর ধরে চুষে চুষে আমার জীবন শেষ করে দিচ্ছে···কি স্বামী আমার! নাতাশাকে বকছে—তাকে ভিখারী বলছে। না, না, ওতো স্বামী নয়, বিষ, বিষ, সবার দুচোখের বিষ!

পেপেল। চমৎকার গল্প তৈরি করেছ তো।

ভ্যাসিলিসা। যা বলছি সত্যি, বোকারাই শুধু তোমার মতো অন্ধ হয়ে থাকতে পারে।

(কোস্‌টিলিয়ফ চুপি চুপি ঢুকল, এবার শব্দ করতে করতে এগিয়ে আসছে)

পেপেল। (ভ্যাসিলিসাকে) যাও-যাও!

ভ্যাসিলিসা। ভেবে দেখ। (স্বামীকে দেখতে পেল) কে, তুমি? পেছনে পেছনে অমনি এসেছ? (পেপেল লাফিয়ে উঠে দাঁড়াল, সে কোস্‌টিলিয়ফের দিকে চেয়ে আছে, হিংস্র তার দৃষ্টি)

কোস্‌টি। হ্যা, আমি! আমি! এখানে নিরিবিলিতে বসে আছ, কথা বলছ তোমরা? (হঠাৎ পা ঠুকে চিৎকার করে উঠল) ভ্যাসিলিসা, মাদি কুত্তা! ভিক্‌মাগনেওয়ালী! (নিজের স্বর শুনে নিজেই ভয় পেল, অন্য দুজন শুনেও শুনছে না) ভগবান, আমাকে ক্ষমা কর! ভ্যাসিলিসা, আবার আমাকে পাপের পথে নিয়ে গেলে···তোমাকেই আমি খুঁজছিলাম। শোয়ার সময় হয়ে এল। তুমি তো বাতিতে তেল ভরনি। উঃ, শুয়োর কোথাকার। ভিখারী! (ঘুসি তুলল, হাত তার কাঁপছে। ভ্যাসিলিসা দরজার কাছে গেল, একবার ফিরে তাকাল পেপেলের দিকে)

পেপেল। যাও, এখান থেকে বেরিয়ে যাও!

কোস্‌টি। কি, আমি মনিব যাব বেরিয়ে! চোর—চোর কোথাকার!

পেপেল। মিশকা, চলে যাও বলছি।

কোস্‌টি। এত সাহস তোমার হবে না। দেখাচ্ছি তোমাকে।

(পেপেল তার জামার কলার ধরে ঝাঁকুনি দিল। স্টোভের উপর থেকে শব্দ ভেসে আসছে, কে যেন হাই তুলছে। পেপেল কোস্‌টিলিয়ফকে ছেড়ে দিতে সে চিৎকার করতে করতে ছুটে পালিয়ে গেল)

পেপেল। (একটা মাচার উপর লাফিয়ে উঠে) কে ? কে ওখানে ?

লিউকা। (মাথা তুলে) আমি।

পেপেল। তুমি ?

লিউকা। হাঁ, আমি। যীশু, যীশু !

পেপেল। (এবার দরজা বন্ধ করে দিল, খিলটা খুঁজল, পেল না) নেমে এসো বুড়ো।

লিউকা। এই তো আসছি, ভাই···

পেপেল। (রুক্ষ স্বরে) স্টোভের উপর উঠেছিলে কেন ?

লিউকা। কোথায় যাব ?

পেপেল। হলে গেলেই তো পারতে ?

লিউকা। ভাই, বুড়ো মানুষ, হলে ভারি ঠাণ্ডা কিনা তাই—

পেপেল। সব কথা শুনেছ ?

লিউকা। হাঁ, শুনেছি, না শুনে উপায় ছিল না তো! আমি কি কালা? বাছা, তোমার এবার সুখের দিন এল, সত্যিই ভালো দিন—

পেপেল। ভালো দিন ?

লিউকা। স্টোভের উপর শুয়ে শুয়ে যতটা শুনেছি তাতে—

পেপেল। অমন বিদঘুটে শব্দ করছিলে কেন ?

লিউকা। গরমে চাঙ্গা হয়ে উঠছিলাম কিনা···আর তোমার বরাত বলতে হবে ···আমি তো ভাবছিলাম, এইরে, ছোকরা ভুল করে গলা টিপে বুড়োটাকে মেরে না ফেলে!

পেপেল। হাঁ, বোধহয় তাই-ই করতাম···ওঃ, কি ভয়ানক···

লিউকা। আশ্চর্য নয়। অমন ভুল করা তো স্বাভাবিক।

পেপেল। (হেসে) বুড়ো, তুমিও কি কোনোদিন অমনি ভুল করেছিলে?

লিউকা। বাছা শোন। ঐ মেয়েটাকে তোমার জীবন থেকে দূর করে দাও, কাছে ঘেঁষতেও যেন না পারে! ওর স্বামীকে ও নিজেই সরিয়ে দেবে—এমন কৌশল করবে যা তুমি ভাবতেও পার না। ঐ শয়তানীটার কথা শুনো না। আমার দিকে তাকাও। আমার টাক মাথা কেন জান? এই মেয়েমানুষগুলোর জন্য। মাথায় যে কটা চুল আছে তার চাইতে বেশি মেয়েমানুষ আমি চিনতাম কিন্তু এই ভ্যাসিলিসা তাদের চাইতেও পাজি, বেহদ্দ পাজি!

পেপেল। বুঝতে পারছি না · তোমাকে ধন্যবাদ দেব কিনা। আচ্ছা···

লিউকা। না, আর কথা নয়। আমি যা বললাম এর উপরে আর কিছু বলবার নেই। যাকে ভালোবাস তার হাত ধরে এখান থেকে চলে যাও—সরে পড় বন্ধু।

পেপেল। (দুঃখিতভাবে) লোক চিনতে আমি পারি না। কে ভালো, কে মন্দ—এ যেন আমার কাছে এক হেঁয়ালি;

লিউকা। চেনবার কোনো দরকার নেই! হরেকরকম লোক·· যে যার খেয়াল-খুশি মাফিক চলছে···আজ ভালো পথে চলছে, কাল মন্দ পথ ধরছে · সত্যিই যদি মেয়েটিকে ভালোবাস, এখান থেকে ওকে নিয়ে যাও। এই সোজা কথা, আর তা না হলে একাই চলে যাও। তোমার বয়েস কম···বিয়ে করবার জন্য এত তাড়াই বা কিসের··

পেপেল। (তার ঘাড় ধরে) বল, বল! কেন তুমি একথা বলছ?

লিউকা। ছাড়, ছাড়! আনাকে একবার দেখি। উঃ, কি ভীষণ কাঁদছে· · (আনার বিছানার পাশে গিয়ে মশারি তুলে আনার গায়ে হাত রাখল। পেপেল তাকিয়ে দেখছে) যীশু, যীশু, দয়ালু প্রভু! আনার আত্মাকে তুমি গ্রহণ কর প্রভু!

পেপেল। (আস্তে আস্তে) মারা গেছে? (সে কাছে না গিয়ে বিছানার দিকে তাকাল)।

লিউকা। (আস্তে আস্তে) ওর দুঃখদুর্দশার অবসান হয়েছে! ওর স্বামী কোথায়?

পেপেল। বোধহয় ঘরে আছে।

লিউকা। তাকে খবর দিতে হয়...

পেপেল। (শিউরে) মরা মানুষ আমি দেখতে পারি না, আমার ভালো লাগে না।

লিউকা। (দরজার কাছে গিয়ে) কি করে ভালো লাগবে? শুধু জীবিতরাই যে আমাদের ভালোবাসা চায়—

পেপেল। আমিও তোমার সঙ্গে আসছি।

লিউকা। ভয় পেলে নাকি?

পেপেল। আমার ভালো লাগে না...

(দুজনে বেরিয়ে গেল। মঞ্চ কিছুক্ষণের জন্য ফাঁকা পড়ে রইল। দূরে অস্ফুট স্বর শোনা যাচ্ছে। এবার অভিনেতা ঢুকল)।

অভিনেতা। (দরজা ধরে কোনোরকমে দাঁড়িয়ে আছে) এই বুড়ো—কোথায় গেলে? এবার ঠিক মনে পড়েছে—শোনো...শোনো...(টলতে টলতে কয়েক পা গিয়ে একটা বিশেষ ভঙ্গীতে দাঁড়িয়ে আবৃত্তি করতে লাগল)

শোনো, শোনো!
পৃথিবী যদি না পায় খুঁজে সত্যের পথ
তাহলে জয় হোক উন্মাদের
সে সোনালী স্বপ্নে দুনিয়াকে
ঢেকে দেবে...

(নাতাশা এসে দাঁড়াল অভিনেতার পেছনে।) বুড়ো শোনো! (আবার আবৃত্তি করতে শুরু করল)

কাল যদি সূর্য আলো দিতে ভুলে যায়
আমাদের এই দুনিয়াকে—
যাক না ভুলে
কালই কোনো উন্মাদের ভাবধারা
তাকে স্নান করিয়ে দেবে আলোয়।

নাতাশা। (হেসে) বাউণ্ডুলে! আবার মাতাল হয়েছ?

অভিনেতা। (মুখ ফিরিয়ে) ওঃ তুমি? বুড়ো—বুড়ো কোথায় গেল? একটা যে কাক পাখীও নেই ·নাতাশা · বিদায়—বিদায়!

নাতাশা। সে কি গো, আগেই বিদায়, এখনো যে স্বাগত জানালে না?

অভিনেতা। আমি চলে যাচ্ছি। বসন্ত আসছে··আর আমাকে এখানে পাবে না।

নাতাশা। কোথায় যাবে?

অভিনেতা। সেই শহরের খোঁজে—যেখানে আমি শুধরে যাব। অফেলিয়া, অফেলিয়া চলে যেতে হবে তোমাকে! অবগুণ্ঠন মোচন কর অফেলিয়া! হাঁ—কি বলছিলাম, সেখানে এক মাতলামো সারাবার হাসপাতাল খুলেছে··চমৎকার হাসপাতাল—মারবেল পাথরে তৈরী ···মারবেল পাথরের মেঝে·· আলো ··খাবার · সব মুফোত, হাঁ, হাঁ, মারবেল পাথরের মেঝে! আমি খুঁজে বার করব, সেরে উঠব, তারপর নতুন করে শুরু করব ··হাঁ, এ এক নবজন্ম—নবজন্ম—রাজা লিয়ার বলেছিল। নাতাশা, মঞ্চে আমার নাম ছিল জাভোলাউস্কী · সে নাম আমি হারিয়েছি। কল্পনা করতে পার, নাম হারানোর কি কষ্ট! কুকুরগুলোর পর্যন্ত নাম আছে আর···(নাতাশা অভিনেতার পাশ কাটিয়ে আনার বিছানার কাছে এল) নাম যার রইল না সে তো আর বেঁচে নেই—বেঁচে নেই!

নাতাশা। দেখ-দেখ! আঁ—মরে গেছে!

অভিনেতা। (মাথা নেড়ে) অসম্ভব!

নাতাশা। (দুপা পিছিয়ে) হা ভগবান!

বাবনফ। (দরজার কাছে এসে) কি, কি হয়েছে?

নাতাশা। আনা মরে গেছে!

বাবনফ। তার মানে কাসিটা থেমেছে। (আনার কাছে গিয়ে দেখে আবার ফিরে এল) আন্দ্রেইকে খবর দেওয়া উচিত—এতো তারই ব্যাপার।

অভিনেতা। আমি যাচ্ছি…বলছি গিয়ে…আনা—আনা তার নাম হারিয়েছে। (প্রস্থান)

নাতাশা। আমিও একদিন অমনি করে এই কুঠরিতে মরে পড়ে থাকব।

বাবনফ। (মাচার উপর ছেঁড়া কাপড় পাততে-পাততে) বিড় বিড় করে কি বকছ?

নাতাশা। না, কিছু না!

বাবনফ। ভাস্কার জন্যে বসে আছ বুঝি? সাবধান! ভ্যাসিলিসা মাথাটা ভেঙে দেবে।

নাতাশা। ভাঙুক না, যে ইচ্ছে ভাঙুক না। ভাস্কা ভাঙলেই তো ভালো হোতো…

বাবনফ। (শুয়ে পড়ে) তোমার ব্যাপার, তুমি বোঝ বাপু।

নাতাশা। মরেছে না জুড়িয়েছে! কিন্তু তবু কষ্ট হয়…ভগবান, আমরা বেঁচে আছি কেন?

বাবনফ। সবাই-ইতো তাই। জন্মাচ্ছি, বাঁচছি, মরছি…এই তো আমিও মরব, তুমিও মরবে—এর ভিতরে ভয়ের কি পেলে?

(লিউকা, তাতার, জব আর আন্দ্রেই ঢুকল। সকলের পেছনে আন্দ্রেইকে দেখা যাচ্ছে। কেমন চুপসে গেছে তার মুখ চোখ।)

নাতাশা। আনা—

জব। শুনেছি···ভগবান তার আত্মাকে শান্তি দিন !

তাতার। (আন্দ্রেইকে) ওকে এখান থেকে সরিয়ে ফেলতে হবে, হলে নিয়ে যাও না ! এখানটা মরা মানুষের আস্তানা নয়, জ্যান্তলোকের আস্তানা !

আন্দ্রেই। (আস্তে আস্তে) আমরা ওকে বাইরে নিয়ে যাচ্ছি।)

(সবাই বিছানার কাছে গেল। আন্দ্রেই পেছন থেকে আনাকে দেখছে।)

জব। (তাতারকে) ভাবছ, পচে গলে গন্ধ বেরুবে। আমার তো মনে হয় না··· একেবারে তো শুকিয়ে গেছল।

নাতাশা। ভগবান ! এদের কি একটু মায়ামমতা নেই··কেউ একটু দুঃখ করল না।

লিউকা। বাছা। দুঃখ করো না ! মরা মানুষকে নিয়ে কেন দুঃখ করব আমরা ? জ্যান্তমানুষের উপরই কি আমাদের মায়াদয়া আছে ? এমন কি নিজেদের উপরও তো নেই। আর কেমন করেই বা থাকবে ?

বাবনফ। (হাই তুলে) আর দুঃখ করেই বা কি হবে, ওতে তো আর মরা বেঁচে উঠবে না। জ্যান্ত হলে তবু—

তাতার। (পেছিয়ে এসে) পুলিসে খবর দেওয়া উচিত।

জব। হাঁ, পুলিসে খবর দেওয়া তো দরকার। আন্দ্রেই পুলিসে খবর দিয়েছ ?

আন্দ্রেই। না—ওকে কবর দিতে হবে। আমার কাছে তো মোটে চল্লিশ কোপেক হবে।

জব। তাহলে ধার করতে হবে···চাঁদাও তোলা যেতে পারে। যে যা পারবে দেবে। কিন্তু পুলিসে এখুনি খবর দেওয়া দরকার—হয়তো

ভাববে, তুমিই ওকে খুন করেছ, কি যে ভাববে না পুলিস তাই বা কে জানে !

(তাতার মাচার কাছে গিয়ে শোবার উপক্রম করল)

নাতাশা। (বাবনফের মাচার কাছে গিয়ে) আমি স্বপ্ন দেখব, ওকে নিয়ে স্বপ্ন দেখব···এমনি মরা মানুষের স্বপ্নই তো আমি দেখি। হলে একা যেতে ভয় করছে—বড় আঁধার···

লিউকা। (তাকে অনুসরণ করে) জ্যান্তকে ভয় করতে শেখো নাতাশা।

নাতাশা। দাদু, আমাকে হলটা পার করে দাও।

লিউকা। এস, এস—নিয়ে যাচ্ছি ·····

(দুজনে চলে গেল। বিরতি।)

জব। (তাতারকে) বসন্তকাল শীগ্‌গিরই আসছে···বেশ গরমও পড়বে। গাঁয়ে চাষীরা লাঙল আর মই ক্ষেত চষবার জন্যে ঠিক করে রাখছে ···আর আমরা? হাসান, অ-হাসান? এখুনি নাক ডাকাচ্ছ?

বাবনফ। তাতাররা ঘুমাতেও পারে!

আন্দ্রেই। (ঘরের মাঝখানে দাঁড়িয়ে সুমুখের দিকে) এখন আমি কি করব?

জব। কি আবার করবে? শুয়ে ঘুমোও···

আন্দ্রেই। (অস্ফুট স্বরে) কিন্তু—ওঃ কি হবে?

(কেউ উত্তর দিল না। স্যাটাইন আর অভিনেতা ঢুকল)।

অভিনেতা। আরে এই যে, বুড়ো যে! এস, এস, আমার কেণ্টের মহামান্য ডিউক এস!

স্যাটাইন। আসছেন, মিকলুকা মাকলাই আসছেন!

অভিনেতা। সব ঠিক করে ফেলেছি। বুড়ো, সে-শহর কোথায় বল?

স্যাটাইন। অদৃষ্ট, অদৃষ্ট বন্ধু। বুড়ো তোমাকে আগাগোড়া ধাপ্‌পা দিয়েছে। সে-শহর নেই—নেই মানুষ—কিছু নেই।

অভিনেতা। মিথ্যে কথা!

তাতার। (লাফিয়ে উঠে) আমি মালিকের কাছে চললাম। ঘুমোতে না পারলে ভাড়া দেব না! মরা আর মাতাল…যত সব! (দ্রুত প্রস্থান)
(স্যাটাইন তার দিকে তাকিয়ে শিস দিল)

বাবনফ। (ঘুম জড়ানো স্বরে) যাও, শুয়ে পড়গে। গোলমাল কোরো না! রাত ঘুমের জন্য তৈরী হয়েছে।

অভিনেতা। হাঁ, এখানে রয়েছে এক মৃতদেহ…আমাদের জালে উঠল এক মৃত দেহ—বেরেঞ্জারের কবিতা!

স্যাটাইন। (চিৎকার করে) মৃতরা শুনতে পায় না, অনুভব তারা করতে পারে না। চিৎকার কর! গর্জন কর! কালা, বদ্ধ কালা, ওরা শুনতে পায় না, শুনতে পায় না!

(দরজায় লিউকা এসে দাঁড়াল।)

পর্দা

৩য় অঙ্ক

পোড়ো জমি, একটা উঠোন নানা জঞ্জালে ভরা, আগাছাও বহু গজিয়েছে। পেছনে উঁচু পাঁচিল, আকাশ দেখা যায় না। দেয়ালের কাছে এলডারের ঝোপ। ডান দিকে কালো কাঠের দেয়াল, কোনো বাড়ি, খামার বা আস্তাবলেরই হবে। বাঁ দিকে কোস্‌টিলিয়ফের রাতের আস্তানার ধসে-পড়া দেয়াল। এমনভাবে তৈরী যে একটা দিক একেবারে উঠোনের মাঝখানে এসে পড়েছে। আস্তানা আর দেয়ালের মাঝখানে ফালি পথ। দেয়ালে দুটো জানলা, একটা নিচে আর একটা ছ'ফুট উপরে। একটা স্লেজ গাড়ি উলটে পড়ে আছে। একখানা বারো ফুট লম্বা কড়িবর্গাও দেখা যাচ্ছে। এক ধারে একগাদা পুরনো তক্তা। সন্ধ্যা—সূর্য ডুবছে।

লাল আলো এসে পড়েছে ইঁটের দেয়ালের উপর। এখন বসন্তের প্রথম দিক, বরফ সবে গলে গেছে। এলডার ঝোপে এখনো ফুল ফোটেনি।

নাতাশা আর নাস্তিয়া পাশাপাশি কড়িবর্গাটার উপর বসে আছে, লিউকা আর ব্যারন উলটানো শ্লেজটার উপর। আন্দ্রেই পুরোনো তক্তাগুলোর উপর হাত পা ছড়িয়ে দিয়েছে। বাবনফের মুখখানা নিচের জানলায় দেখা যাচ্ছে।

নাস্তিয়া। (চোখ বুজে, মাথা নেড়ে গল্প বলছে) রাতে বাগানে এসে সে হাজির হোলো। অনেকক্ষণ তার জন্যে বসে ছিলাম। ভয়ে, দুঃখে সারা শরীরটা কেঁপে উঠল, তারও দেহটা কাঁপছিল থর থর করে। খড়ির মতো সাদা তার মুখ, হাতে ছিল তার পিস্তল।

নাতাশা। (সূর্যমুখীর বীজ চিবুতে চিবুতে) ছাত্ররা বুঝি এমনিই হয়—এমনি দুঃসাহসী?

নাস্তিয়া। সে আমাকে বলল—প্রিয়া · প্রিয়তমা আমার!

বাবনফ। প্রি তমা আমার! কি ভীষণ স্বর!

ব্যারন। চুপ চুপ! ভালো না লাগে চুপ করে থাক। ওকে বাধা দিও না। বলে যাও ·

নাস্তিয়া। সে বললে, আমার একমাত্র প্রিয়া, বাবা মা এ বিয়েতে রাজী নয়, এমনকি তোমাকে ভালোবাসি বলে তারা আমাকে ত্যাজ্যপুত্র করবেন সে ভয়ও দেখিয়েছেন। তাই আমি আর এ প্রাণ রাখব না। তার পিস্তলটা মস্ত বড—দশটা গুলি ভর্তি ছিল। সে বললে, বিদায়—আমার প্রিয়া, আমার সাথী, বিদায়! আমার কর্তব্য আমি স্থির করেছি—তোমাকে ছাড়া আমি বাঁচব না, আমি উত্তর দিলাম—বন্ধু, বন্ধু, আমার রাওল ··!

বাবনফ। (অবাক হয়ে) কি, কি বললে? সেদিন না বলেছিলে তার নাম রুল।

ব্যারন। নাস্তিয়া, সেবারে না বলেছিলে গ্যাস্টন?

নাস্তিয়া। (লাফিয়ে উঠে) চুপ, চুপ বেজন্মার দল ! ভালোবাসা—সত্যিকারের ভালোবাসার মর্ম তোমরা কি বুঝবে ? আমার সে ভালোবাসা ছিল সত্যিকারের ভালোবাসা…(ব্যারনকে) নিষ্কর্মার ধাড়ি…তুমি না বিদ্বান…বিছানায় শুয়ে কফি খেতে ?

লিউকা। আঃ, তোমরা বাধা দিও না ! তোমাদের পড়শীকে একটু সম্মান করতে শেখ। কথার কোনো দাম নেই, কথার পেছনে যা লুকিয়ে আছে, তারই তো দাম ! বাছা, তুমি বলে যাও !

ব্যারন। হাঁ, কাক ডাকতে শুরু কর ! দেখো যদি পাখাগুলো সাদা হয়—

ব্যারন। বেশ, শুরু কর !

নাতাশা। ওদের কথা তুমি শুনো না—ওরা কে ? …ওরা তোমাকে হিংসে করে —ওদের কোনো বলবার মতো গল্প নেই কিনা…

নাস্তিয়া। (বসে পড়ে) না, আর বলব না তো ! ওরা বিশ্বাস করবে না, হাসবে। (হঠাৎ থেমে গেল, কিছুক্ষণ চুপ করে রইল, তারপর চোখ বুজে উচ্ছ্বসিত হয়ে বলতে লাগল। যেন কোন দূর থেকে ভেসে আসা গানের তালে তালে হাত দুটো দুলছে) আমি তাকে বললাম, আমার জীবনের আনন্দ, উজ্জ্বল চাঁদ আমার—আমিও তোমাকে ছাড়া বাঁচব না—আমি যে তোমাকে ভালোবাসি—পাগলের মতো ভালোবাসি। যতক্ষণ আমার বুকে প্রাণ আছে ততক্ষণ তো আমি তোমাকেই ভালোবাসব। কিন্তু তোমার এই তরুণ জীবন কেন নষ্ট করবে ? তোমার বাবা মার তুমিই তো একমাত্র আশা, একমাত্র আনন্দ ! আমাকে ছেড়ে চলে যাও ! আমি তোমার বিরহে পুড়ে পুড়ে মরব, সেও ভালো। আমার মৃত্যুতে কার কি এসে যাবে ? দুনিয়ার কোনো উপকারেই তো এলাম না। কিছু নেই, কেউ নেই আমার। (মুখে হাত ঢেকে কাঁদতে লাগল)

নাতাশা। (আস্তে) ছিঃ! কাঁদে না!

(লিউকা হেসে নাস্তিয়ার মাথা চাপড়াতে লাগল।)

বাবনফ। (হেসে) আচ্ছা শয়তান গো!

ব্যারন। (হেসে) অ-বুড়ো, তুমি কি সত্যি ভাবলে নাকি? সব সেই সাংঘাতিক প্রেম বইটা থেকে মারা। সব বাজে।

নাতাশা। বাজে তো বাজে! তোমার কি? চুপ করো না! ঈশ্বর এমন শাস্তি দেবেন তখন—

নাস্তিয়া। হাঁ, খুব শাস্তি দেবেন! তোমার আত্মা—না, না, আত্মা বলে তো তোমার কিছু নেই! অপদার্থ শুয়োর কোথাকার!

লিউকা। (নাস্তিয়ার মাথা থেকে হাত নামিয়ে) এসো বাছা ও কিছু না, ওতে রাগতে আছে! আরে আমি তো জানি—তুমি ঠিকই বলছ। তোমার যদি বিশ্বাস থাকে তুমি প্রেমে পড়েছিলে, তাহলেই তো হোলো। ওর উপর রাগ করে না লক্ষ্মীটি—পড়শীর উপর কি রাগ করতে আছে? হয়তো ওর হিংসে হয়েছে, তাই হাসছে। হয়তো ও কোনো দিন প্রেমেই পড়েনি—চল আমরা যাই!

নাস্তিয়া। দাদু, সত্যি ভালোবেসেছিলাম, সত্যিসত্যি! সে ছিল ছাত্র, ফরাসী ছাত্র। গ্যাস্টন তার নাম—কালো চাপ দাড়ি—কালো বার্ণিশ-করা জুতো তার পায়ে—ভগবান, যদি মিথ্যে কথা বলি তুমি আমাকে মেরে ফেলো! কী ভালোই সে আমায় বাসত!

লিউকা। ঠিক, ঠিক! আমি তোমাকে বিশ্বাস করি নাস্তিয়া। হাঁ, কালো বার্ণিশ-করা চামড়ার জুতো পায়ে··· তাকে তুমি ভালোবাসতে··· ভালোবাসতে? (নাস্তিয়াকে নিয়ে চলে গেল।)

ব্যারন। হা, ঈশ্বর, কি বোকা, মেয়ে! মনটা ভারি ভালো—কিন্তু বোকা, অসম্ভব রকমের বোকা!

ব্যারন। আচ্ছা, মানুষ এত মিছে কথা বলতে ভালোবাসে কেন? সব সময়েই যেন হাকিমের সুমুখে রয়েছে আর কি!

নাতাশা। আমার তো মনে হয়। সত্যির চাইতে মিছে বলায় ঢের বেশি মজা! আমিও—

ব্যারন। কি, তুমিও? বেশ বেশ, বলে যাও!

নাতাশা। না, না! আমি কত কল্পনা করি, কত আবিষ্কার করি, তারপর বসে থাকি—

ব্যারন। কিসের জন্য বসে থাক?

নাতাশা। (হেসে অপ্রতিভ হয়ে) ভাবি…হয়তো কালই কিছু একটা ঘটবে —একেবারে অসম্ভব কিছু—আর তারই অপেক্ষায় বসে থাকি। এমনি করেই কেটে যায় দিন। কিন্তু কিসের অপেক্ষা করছি বল তো? (বিরতি)

ব্যারন। (মৃদু হেসে) আমি কিছু আশা করি না, কিছু না। যা চলে গেল যাক না! তাকে শেষ করে দিলাম। কিন্তু তারপর?

নাতাশা। হাঁ—তারপর? কাল কি ঘটবে? হয় তো কাল মরে যাব, অমনি ভয় পেলাম।…গ্রীষ্মে মরণের স্বপ্নই তো দেখি। ঝড়, বাজ পড়ে মরা—এই সব!

ব্যারন। ভারি দুঃখের জীবন তোমার! তোমার বোনটা তো শয়তানী!

নাতাশা। আচ্ছা, আমাকে বল তো—কেউ কি সুখে আছে? আমাদের সবারই তো দুঃখ—আমি তো তাই দেখছি…

আন্দ্রেই। (এতক্ষণ চুপ করে বসে ছিল, এবার লাফিয়ে উঠে পড়ল) সবারই দুঃখ? মিছে কথা! সবাই দুঃখ পাচ্ছে? তা হলে তো ভালোই হোতো—ব্যথা বুকে বাজত না—হাঁ, হাঁ!

ব্যারন। তোমার আবার কি হোলো? চিৎকার করছে দেখ না।

(আন্দ্রেই শুয়ে পড়ে গোঙাতে লাগল)

ব্যারন। যাই নাস্তিয়ার সঙ্গে ভাব জমিয়ে আসি গে। ভাব না জমালে ও আর ভদ্‌কা খাওয়াবে না।

বাবনফ। মানুষ মিছে কথা বলতে ভালোবাসে—কিন্তু কেন? নাস্তিয়ার কথা না হয় বুঝলাম। নিজের জীবনটার উপর ও এতদিন রং বুলিয়ে এসেছে, এখন আত্মার উপর চলবে রং বুলানো—রুজ দিয়ে রাঙিয়ে দেবে ওর আত্মা। কিন্তু অন্যেরা কেন এমন করছে বুঝতে পারি না। লিউকার কথাই ধর না! ঝুড়ি ঝুড়ি মিথ্যে কথা বলছে …কিন্তু তাতে লাভ কি? বুড়ো মানুষ—কেন মিছে কথা বলে —কেন?

ব্যারন। (হেসে চলে যেতে যেতে) সব মানুষেরই আত্মার রং মিউনো কিনা, তাই তারা তাকে একটু উজ্জ্বল করতে চায়।

লিউকা। (এক কোণ থেকে বেরিয়ে এল) তোমরাই বা মেয়েটাকে জ্বালাচ্ছ কেন? ওকে একা থাকতে দাও, কাঁদতে দাও…সে তার নিজের সুখের জন্য কাঁদছে—তোমাদের তো কোনো ক্ষতি নেই!

ব্যারন। বুড়ো, বুড়ো! বুঝতে পারছ না, ও এক আপদ। আজ রাওল, কাল গ্যাস্টন—সেই একই গল্প কাঁহাতক সহ্য করা যায় বল তো? তবু যাই, মিটমাট করে আসি। (প্রস্থান)

লিউকা। হাঁ, হাঁ, যাও। মানুষের সঙ্গে ভালো ব্যবহার করলে তো কোনো ক্ষতি নেই।

নাতাশা। দাদু, তুমি এমন ভালো মানুষ কেন?

লিউকা। ভালো মানুষ! বেশ,—বল, তাই বল! (ইটের দেয়ালের পেছন থেকে কনসার্টিনার শব্দ আর সোরগোল ভেসে আসছে) কাউকে তো ভালো হতেই হবে বাছা, মায়াও দেখাতে হবে। যীশু তো সকলের উপরই করুণা করতেন। তিনি সবাইকে বলেছেন: যাও, আমার মতো করুণা কর। আমি বলছি, যদি করুণা দেখাও,

ভালোই হবে। এক সময়ে টমস্কের কাছে এক ইঞ্জিনিয়ারের জমিদারিতে চৌকিদার ছিলাম। বাড়িটা ছিল একটা বনের মাঝখানে —একেবারে নিবিবিলি। শীত এলে একা থাকতে হোতো। একদিন রাতে একটা শব্দ শুনতে পেলাম—

নাতাশা। চোর বুঝি?

লিউকা। হাঁ! চোর ঢুকেছে বাড়িতে। বন্দুক নিয়ে বেরিয়ে এলাম। দেখলাম, দুজন লোক একটি জানলা খুলছে—এতই তারা ব্যস্ত ছিল যে আমাকে দেখতেই পেল না। আমি চিৎকার করে বললাম, এখান থেকে চলে যাও তোমরা। তাদের হাতে ছিল কুড়ুল, তেড়ে এল। আমি সাবধান করে দিলাম, পিছিয়ে না গেলে গুলি করব। কথা বলবার সময়ও আমার বন্দুকের তাগ ঠিকই রইল। এবার ওরা হাঁটু গেড়ে বসে আমার কাছে দয়া ভিক্ষা করল। এরই মধ্যে আমি ভয়ানক রেগে গিছলাম, বললাম, বদমায়েস, যখন তাড়া করলাম তখন ছুটে পালাসনি কেন? এখন যা গিয়ে মোটা মোটা কটা ডাল ভেঙে নিয়ে আয়। ওরা ডাল নিয়ে এল। এবার বললাম একজন শুয়ে পড়্, আর একজন পেটাতে শুরু কর্। ওরা আমার কথা মতো দুজনে দুজনকে পেটাল, তার পর আবার অনুনয়-বিনয়। ওরা বললে, দাদু, ভগবানের দোহাই, আমাদের কখানা রুটি দাও। ভারি খিদে পেয়েছে! এই তো চোর বাছা! (হেসে) হাতে কুড়ুলও আছে। হাঁ, দুজনেই নিরীহ চাষা। আমি বললাম, সোজা এসে রুটি চাইলেই তো পারতে! ওরা বললে: চেয়ে চেয়ে হদ্দ হয়ে গেছি··· ভিক্ষে চাইলে কেউ একটুকরোও দেয় না—ওরা সারা শীতটা আমার ওখানেই কাটাল। স্তেপান, সে আমার বন্দুক নিয়ে বনে শিকার করতে যেত, আর ইয়াকফ তো অসুখেই ভুগত—পড়ে পড়ে শুধু কাসত···আমরা তিনজনে বাড়িটা তদারক করতাম···তারপরে এল

বসন্ত···একদিন তারা বললে : বিদায় দাদু—তার পর তাদের বাড়িতে ফিরে গেল।

নাতাশা। ফেরারী নাকি ?

লিউকা। হ্যাঁ। সাইবেরিয়ার এক জেল থেকে পালিয়ে এসেছিল নিরীহ চাষা! ওদের জন্য দুঃখ না হলে ওরা ঠিক আমাকে মেরে ফেলত—তার পর আবার বিচার আর জেল। পাঠাত সাইবেরিয়ায়। এর কোনো মানে হয় ? জেলে কখনো ভালো কিছু শেখায় ? সাইবেরিয়ায়ও না। কিন্তু একজন মানুষ আর একজন মানুষকে শেখাতে পারে, তাকে মানুষ করে তুলতে পারে। এতো খুব সহজ ! (বিরতি)।

বাবনফ। হ্যাঁ, ঠিক, ঠিক ! এই তো আমার কথাই বলছি। যতদূর জানি, মিছে কথা আমি বলি না। আমি বিশ্বাস করি, সত্যি কথা—

আন্দ্রেই। (আবার লাফিয়ে উঠল, তার কাপড়ে যেন আগুন লেগেছে আর কি ! চিৎকার জুড়ে দিল) সত্যি কথা ? সত্যি কথা কোথায় পাওয়া যায় শুনি ? (নিজের ছেঁড়া কাপড় আরো ছিঁড়তে ছিঁড়তে) এই নাও, সত্যি নাও ! কাজ নেই, শরীরে সামর্থ্য নেই ! এই তো একমাত্র সত্যি। মাথা গোঁজবার একটা আস্তানা নেই ! মরতে হবে এই তো একমাত্র সত্যি ! না, না, সত্যি দিয়ে আমার দরকার নেই ! আমাকে হাঁফ ছাড়তে দাও। সত্যি দিয়ে আমি কি করব ? যীশু-যীশু ! ওরা তোমাকে বাঁচতেও দেবে না এই তো সত্যি, সবচাইতে সত্যি !

বাবনফ। পাগল কোথাকার !

লিউকা। প্রভু, প্রভু ! ভাই, শোনো, শোনো !

আন্দ্রেই। (উত্তেজনায় কেঁপে) সবাই বলে : সত্যি বলে নাকি একটা জিনিস আছে ! আর তুমি বুড়ো, সবাইকে সান্ত্বনা দিতে চাইছ। না, না, আমি সান্ত্বনা চাই না—তোমাদের সবাইকে আমি ঘৃণা করি,

ঘৃণা করি। তোমাদের সত্যির উপর পড়বে ভগবানের অভিশাপ! হাঁ, আমি বলছি, অভিশাপ—অভিশাপ (একদিকে ছুটে গেল)।

লিউকা। উঃ, কি উত্তেজিত হয়ে উঠেছে! কোথায় গেল?

নাতাশা। মাথা বিগড়ে গেছে।

বাবনফ। খুব বলে গেল। নাটক করল যেন—অমন মাঝে মাঝে ওর ঝোঁক আসে। এখনও জীবনটাকে চেনেনি কিনা!

পেপেল। (কোণ থেকে ধীরে ধীরে বেরিয়ে এল) ভালোমানুষদের ভালো হোক! কিহে বুড়ো শয়তান এখনো গল্প বলছ নাকি?

লিউকা। শুনলে না তো, লোকটা কেমন বলে গেল!

পেপেল। কে, আন্দ্রেই? কি হোলো তার? অমন ছুটছিল কেন? মনে হোলো যেন ভূতে পেয়েছে!

লিউকা। তোমার নিজের বুকে লাগলে তুমিও অমনি করতে।

পেপেল। (বসে পড়ে) ওকে আমার ভালো লাগে না···একে তো তিরিক্ষি মেজাজ, তার উপরে কি গুমোর! (আন্দ্রেইর স্বর অনুকরণ করে) আমি একজন শ্রমিক। আর সব লোক যেন ওর অনেক নিচে! খাটি নই কি সব নাকি। তা খাট না বাপু—কিন্তু অতো গুমোর কিসের, ঘোড়াও তো খাটে, গাড়ি টেনে টেনে হদ্দ হয়ে গেল, তবু তো মুখ দিয়ে তার রা বেরোয় না। নাতাশা, ওরা কি বাড়ি আছে?

নাতাশা। না, কবরখানায় গেছে, তারপর যাবে গীর্জেয়।

পেপেল। ওঃ, তাই আজ একটু ছুটি পেয়েছ—নতুন ব্যাপার!

লিউকা। (বাবনফকে) তুমি বলছিলে না—সত্য, সত্য! সত্য কখনো মানুষের আহত আত্মাকে আরাম করতে পারে না! আমি একজনকে জানতাম—সে এক ধর্মের রাজ্যে বিশ্বাস করত।

বাবনফ। কিসের রাজ্যে?

লিউকা। ধর্মের রাজ্যে। সে বলত: পৃথিবীর কোথাও না কোথাও আছে এক ধর্মরাজ্য—আর সেখানে থাকে আশ্চর্য একদল মানুষ। তারা পরস্পরকে সম্মান করে, সাহায্য করে, শান্তি আছে সেখানে। যে লোকটি এই ধর্মরাজ্যের কথা বলত সে ছিল গরীব, খুব কষ্টে চলত তার দিন, যখন ভয়ংকর দুর্দিন ঘনিয়ে আসত, তখনো নিরাশ হতে তাকে দেখিনি! সে হেসে বলত: আসুক না বিপদ, আমি সইব, আর তো কিছুদিন পরেই তো এ জীবন শেষ হয়ে যাবে। তখন যাব সেই ধর্মরাজ্যের খোঁজে—এই ছিল তার একমাত্র চিন্তা, একমাত্র সুখ—

পেপেল। সে তার ধর্মরাজ্যে গিয়ে শেষে পৌঁছল তো?

বাবনফ। কোথায়—ধর্মরাজ্যে?

লিউকা। একদিন সেখানে এল এক ফেরারী কয়েদী···তার সঙ্গে ছিল বই আর মানচিত্র—হাঁ, লোকটা পণ্ডিত আর জানে-শোনেও সব। সেই লোকটি তাকে জিজ্ঞেস করল: আমার একটা উপকার কর, ধর্মরাজ্য কোথায়, কি করে সেখানে পৌঁছব বলে দাও? বিদ্বান লোকটি তখনই বই আর মানচিত্র খুলে বসে গেল—কত খুঁজলো··· কিন্তু কোথাও আর সে-দেশ খুঁজে পায় না। দুনিয়ার সব দেশের নাম আছে কিন্তু ধর্মরাজ্যের কোনো হদিশই নেই ··

পেপেল। (আস্তে আস্তে) সে কি? একেবারে হদিশই মিলল না?

(বাবনফ হো হো করে হেসে উঠল)

নাতাশা। থাম! দাদু?

লিউকা। লোকটি তো কিছুতেই বিশ্বাস করবে না। বললে, হাঁ, আছে বই কি। ভালো করে খুঁজে দেখ। ধর্মরাজ্য না থাকলে তোমার মানচিত্র আর বই কোনো কাজেই আসবে না। বিদ্বান লোকটির মনে আঘাত লাগল। সে বললে, আমার বই আর মানচিত্র ঠিকই

আছে, ধর্মরাজ্য বলে কোনো দেশ নেই। এবার রেগে উঠল লোকটি। এতদিন ধরে দুঃখ-দুর্দশা সহ্য করে এসেছে, একমাত্র ভরসা ছিল ধর্মরাজ্যের ; আর এখন, মানচিত্রে সে দেশ খুঁজে পাওয়া গেল না! তার মনে হোলো, সর্বস্ব চুরি গেছে। পণ্ডিতকে সে বলল, বেটা পৃথিবীর জঞ্জাল—তুমি তো পণ্ডিত নও, জোচ্চোর! তারপরেই চোখের উপরে জোরে এক ঘুষি···তারপর আর একটা··· (এক মুহূর্ত চুপ করে থেকে) তারপর বাড়ি গিয়ে সে গলায় দড়ি দিল।

(সবাই চুপ। লিউকা নাতাশা আর পেপেলের দিকে চেয়ে হাসছে।)

পেপেল। (নিচু গলায়) চুলোয় যাক এ গল্প! মনটা খিঁচড়ে গেল।

নাতাশা। সে আর সইতে পারল না। হতাশ হয়ে—

বাবনফ। রূপকথা, এ এক রূপকথা!

পেপেল। ধর্মরাজ্য তাহলে নেই, কি বল?

নাতাশা। বেচারীর জন্য দুঃখ হয়।

বাবনফ। গল্প, গল্প!—ধর্মরাজ্য···ধর্মরাজ্য—কি চমৎকার কল্পনা! (জানলা দিয়ে বেরিয়ে গেল।)

লিউকা। (জানলার দিকে দেখিয়ে) হাসছে, দেখ হাসছে! (বিরতি) ছেলেমেয়েরা, ভগবান তোমাদের মঙ্গল করুন! আমি তো শীগ্‌গিরই চলে যাচ্ছি।

পেপেল। কোথায় যাচ্ছ?

লিউকা। ইউক্রাইনে—শুনেছি ওখানে ওরা এক নতুন ধর্ম আবিষ্কার করেছে—দেখতে যাচ্ছি। মানুষ সব সময়েই খুঁজে বেড়াচ্ছে—সব সময়েই আরো ভালো কিছু চাইছে—ভগবান মানুষকে ধৈর্য দাও, প্রভু, ধৈর্য দাও!

পেপেল। ওরা খুঁজে পাবে সেই ধর্মরাজ্য?

লিউকা। মানুষ ? হাঁ, ভাই, পাবে বইকি ! যারা খোঁজে, তারা পায়, যারা কামনা করে তাদের কাছে এসে দেখা দেয় !

নাতাশা। সত্যিই ওরা যদি খুঁজে পেত—

লিউকা। চেষ্টা তো করছে। কিন্তু ওদের সাহায্য করতে হবে আমাদের, শ্রদ্ধা করতে হবে।

নাতাশা। আমি কি করে সাহায্য করব ? আমিই তো অসহায়।

পেপেল। (গম্ভীর গলায়) শোনো, আবার তোমাকে বলছি। নাতাশা, ওর সুমুখেই বলছি, ও সব জানে—যাবে আমার সঙ্গে, যাবে ? নাতাশা, যাবে ?

নাতাশা। কোথায় ? এক জেল থেকে আর এক জেলে ?

পেপেল। তোমাকে বলছি, চুরি আর করব না, চুরির পালা আমার শেষ ! আমি লিখতে পড়তে জানি, খেটে খাব। বুড়ো বলছিল সাই-বেরিয়ায় যেতে, চল না দুজনে সেখানে যাই। কি, রাজি তো ? তুমি কি মনে কর এ-জীবন আমার ভালো লাগছে ? নাতাশা—আমি জানি, দেখেছি…এই বলে নিজেকে সান্ত্বনা দিয়েছি, সমাজে যারা মানী তারা আমার চাইতেও বড় চোর। কিন্তু তাতে আমার কি ? না, না, অনুতাপ করছি না, নাতাশা—আমার বিবেক নেই… কিন্তু একটা কথা বার বার মনে হচ্ছে : অন্যভাবে বাঁচতে হবে, ভালোভাবে বাঁচতে হবে—নিজেকে সম্মান করতে শিখতে হবে।

লিউকা। ঠিক, ঠিক, বন্ধু ! ভগবান তোমাকে সাহায্য করুন ! সত্যি কথাই বলেছ, নিজেকে সম্মান করতে শিখতে হবে।

পেপেল। ছেলেবেলা থেকে চুরি করছি, সবাই বলত—ভাসকা—চোরের ছেলে চোর ভাসকা। বেশ তো, চোর আছি তো রয়েই গেল। কিন্তু এখন কি ভাবি জানো : ওদের উপর রাগ করেই বোধহয় চোর হয়েছি, অন্য নাম ধরে ওরা ডাকেনি বলেই চোর হয়েছি। কি বল তুমি ?

নাতাশা। (দুঃখিতভাবে) আমি কথায় বিশ্বাস করি না—আর আজ মনটাও ভালো নেই ··অস্থির লাগছে। কি যেন আশা করছিলাম আজ··· ভ্যাসিলি আজই তুমি কথাগুলো বললে !

পেপেল। কখন বলব বল ? আর কথাগুলো তো নতুন বলছি না—

নাতাশা। তোমার সঙ্গে কেন যাব ভ্যাসিলি ? আমি তো তোমাকে তেমন করে ভালোবাসি না ! কখনো কখনো ভালো লাগে—আবার এক একসময়ে তোমাকে দেখলেই গা জ্বলে যায়। মনে হয়—না, না, আমি তোমাকে ভালোবাসি না ··যখন মানুষ সত্যিকারের ভালোবাসে তখন তার খুঁত সে ধরে না। কিন্তু আমি তো—

পেপেল। কি হয়েছে, একদিন হয় তো ভালোবাসবে। তুমি হাঁ বল, আমি তোমাকে ভালোবাসতে, আদর করতে শেখাব। এক বছরের উপর তোমাকে দেখছি · চমৎকার মেয়ে তুমি—মায়ামমতা আছে, তোমার উপর নির্ভর করা যায়—আমি তোমাকে খুব ভালোবাসি, নাতাশা ! (ভ্যাসিলিসা সেজেগুজে জানলার কাছে এসে দাঁড়াল, সে শুনছে)

নাতাশা। হাঁ—তুমি আমাকে ভালোবাস কিন্তু আমার বোন··· ?

পেপেল। (বিব্রত হয়ে) ওব কথা ছেড়ে দাও ! অমন হাজারো মেয়ে আছে।

লিউকা। বাছা, তুমি ভালো বৌ হবে। ঘরে রুটি না থাকলে ঘাসপাতা খেয়ে কাটিয়ে দেবে।

পেপেল। আমার জন্যে একটু দয়া হয় না তোমার ! আমার জীবন তো ·· গোলাপের পাপড়ি বেছানো নয়—এ এক নরক···সুখ নেই··· বদ্ধজলার পাঁক যেন আমাকে ধীরে ধীরে গ্রাস করছে···যা-কিছু আঁকড়ে ধরতে যাচ্ছি, ভেঙে যাচ্ছে, গুঁড়িয়ে যাচ্ছে। তোমার বোন · তাকে অন্য রকমই ভেবেছিলাম···যদি টাকার উপর তার এত লোভ না থাকত তার জন্যে সব-কিছু করতে পারতাম···তার

অন্ত লোক চাই, তাকে সে দেবে মুক্তি, দেবে টাকা···সে তো সোজা পথে চলতে চায় না। তার কাছ থেকে কোনো সাহায্যই পেলাম না। তাইতো তোমার কাছে এলাম। তুমি যেন এক ছোট্ট ফার গাছ, বেঁকবে, কি ভাঙবে না ··

লিউকা। যাও বাছা, ওর সঙ্গে চলে যাও। বড় ভালো ছেলে। মাঝে মাঝে শুধু ওকে মনে করিয়ে দিও, ও ভালো ছেলে, তাহলে আর ভুলে যাবে না—তোমাকে ও বিশ্বাসই করবে। শুধু বলবে: ভাস্কা, তুমি ভালোমানুষ এ-কথাটা ভুলে যেও না যেন। ব্যাস! ভেবে দেখ বাছা, ওর সঙ্গে ছাড়া যাবারও তো আর জায়গা নেই। তোমার বোন তো এক জানোয়ার···আর তার স্বামী—তার কথা নাইবা বললাম। সারা জীবন এখানে কাটিয়ে কি হবে? ভেবে দেখ মা, ছোকরার তাকদ আছে, আছে ·

নাতাশা। না, না, জানি, আমি ভেবেছি · কারো উপর আমার বিশ্বাস নেই—কোথাও আমার ঠাঁই নেই ··

পেপেল। আছে বই কি! কিন্তু সেখানে তোমায় যেতে দেব না—গলা কেটে ফেলব!

নাতাশা। (হেসে) দেখ, দেখ! এখনো বিয়ে হয়নি—এরই মধ্যে খুন করবে বলে শাসাচ্ছে!

পেপেল। (ওকে জড়িয়ে ধরে) নাতাশা, এস, এস!

নাতাশা। (ওকে আঁকড়ে ধরে) কিন্তু একটা কথা ভ্যাসিলি—ভগবানের দোহাই পেড়ে বলছি···আমাকে মারলে বা কোনো রকম আঘাত দিলে—আমি আর জীবনের মায়া করব না—গলায় দড়ি দেব।

পেপেল। তোমাকে ছোঁবার আগে আমার হাত যেন শুকিয়ে যায়!

লিউকা। বাছা, ওকে সন্দেহ কোরো না! তোমার ওকে যতটা প্রয়োজন, তোমাকে দিয়ে তার চাইতে ওর প্রয়োজনটাই বেশি!

ভ্যাসিলিসা। (জানলায়) সব পাকাপাকি হয়ে গেল! প্রেম আর পরামর্শ দুইই মিলেছে!

নাতাশা। ঐ ওরা ফিরে এসেছে! হা ভগবান! ওরা আমাদের দেখতে পেয়েছে। ভ্যাসিলি কি হবে?

পেপেল। ভয় পেয়ো না। তোমার গায়ে হাত দেবে এমন সাহস ওদের নেই।

ভ্যাসিলিসা। ভয় নেই নাতালিয়া! ওরা তোমাকে মারবে না। আমি জানি, ওরা ভালোবাসতেও জানে না, মারতেও জানে না।

লিউকা। (আস্তে আস্তে) নচ্ছার মাগী! ঘাসের ভেতর সাপ গো!

ভ্যাসিলিসা। ও শুধু কথায় দড় নাতালিয়া!

কোসটি। (ঢুকল) নাতাশা! এখানে কি করছ? খালি গুজ-গুজ ফুস-ফুস! টেবিল পরিষ্কার হয়নি এখনো?

নাতাশা। (যেতে যেতে) আমি ভাবলাম, তোমরা গীর্জায় যাবে···

কোসটি। আমরা কি করি না করি তাদিয়ে তোমার দরকার কি? নিজের কাজ করগে—যা বলছি করগে।

পেপেল। চুপ, চুপ, ও আর তোমাদের চাকরানী নয়। নাতাশা, তুমি যেও না, কিছু কোরো না তুমি!

নাতাশা। থাক, থাক্! হুকুম করতে হবে না! বড় তাড়াতাড়ি শুরু করলে যেন! (প্রস্থান)

পেপেল। (কোসটিলিয়ফ্‌কে) বহুদিন তোমরা ওকে খাটিয়েছ। এখন ও আমার।

কোসটি। তোমার? কখন কিনলে—কত দামে কিনলে, শুনি?

(ভ্যাসিলিসা হি হি করে হেসে উঠল)

লিউকা। ভাস্কা, তুমি চলে যাও।

পেপেল। হেসো না বলছি! এখনই কাঁদিয়ে ছাড়ব!

ভ্যাসিলিসা। উঃ! কি ভয়ানক। ভারি ভয় পেয়েছি!

লিউকা। ভাস্কা, চলে যাও! দেখছ না···ও তোমাকে চটাতে চাইছে, ঠাট্টা করছে।

পেপেল। হ্যা · মিছে কথা···তুমি যা চাইছ তা হবে না—হতে দেব না···

ভ্যাসিলিসা। আমি যা চাই না, তাও হতে দেব না।

পেপেল। (ঘুষি উঁচিয়ে) আচ্ছা, দেখা যাবে। (প্রস্থান)

ভ্যাসিলিসা। (জানলা থেকে সরে যেতে যেতে) দাঁড়াও, তোমাদের বিয়ের জোগাড় দেখছি।

কোসটি। (লিউকার কাছে গিয়ে) বুড়ো, কেমন আছ?

লিউকা। ভালোই আছি।

কোসটি। ওরা বলছিল, তুমি চলে যাচ্ছ?

লিউকা। হাঁ, শীগগিরই।

কোসটি। কোথায়?

লিউকা। নাক বরাবর চলব, যেখানে গিয়ে পৌছই!

কোসটি। আবার ভবঘুরেমি শুরু হবে? কেন, একজায়গায় কি দুদণ্ড তিষ্ঠতে পার না?

লিউকা। লোকে বলে, যে-পাথর মাটিতে বসে যায়, তার নিচে জলও ঢুকতে পারে না।

কোসটি। পাথরের কথা আলাদা, কিন্তু মানুষ তো একজায়গায়ই বসবাস করবে, সে আরশোলার মতো ঘুরে ঘুরে বাঁচতে পারে না—এক জায়গায় তাকে আস্তানা গাড়তে হবে, ঘুরে ঘুরে সে বেড়াবে না···

লিউকা। যেখানে সে টুপি টাঙিয়ে রাখবে সেইখানেই যদি তার বাড়ি হয়?

কোসটি। তাহলে তো সে ভবঘুরে—অপদার্থ·· মানুষ যখন—কাজ তাকে করতেই হবে।

লিউকা। ওঃ, তুমি বুঝি তাই মনে কর?

কোসটি। হাঁ, করি বইকি। দেখ না!—ভ্যাঘুরে কাকে বলে? অদ্ভুত এক জীব, কারো সঙ্গে তার মেলে না! যদি সে তীর্থযাত্রী হয়, তাহলেও বরং পৃথিবীর কিছু উপকার হয়। হয়তো নতুন কিছু আবিষ্কার করে ফেলতে পারে। কিন্তু সবকিছু নতুন জিনিসই আর ভালো নয়। বরং ওসব চেপে যাওয়াই ভালো—লোক বুঝবে না এমনি-ভাবে সে চলতেও পারে। কিন্তু লোককে বাধা না দিলেই হোলো—ক্ষেপিয়ে না তুললেই হোলো। অন্যলোক কি করে দিন কাটাচ্ছে, তা নিয়ে তার মাথা ঘামাবার দরকার নেই! নিজের ধর্মের পথে সে চলুক—সকলের থেকে দূরে বনে কি মঠে গিয়ে সে থাকুক। কারো জীবনযাত্রায় সে বাধা দেবে না, কাউকে নিন্দে করবে না—বরং পৃথিবীর মানুষের জন্য, তোমার, আমার, সকলের পাপ দূর করবার জন্য সে করবে প্রার্থনা। এই প্রার্থনা করবার জন্যেই তো সে পৃথিবীর হৈ-হট্টগোল ছেড়ে চলে এসেছে। হাঁ, ঠিক তাই। (বিরতি) কিন্তু তুমি কেমনধারা তীর্থযাত্রী? ভালো লোক হলে তোমার পাসপোর্ট থাকত—ভালো লোকদের সকলেরই আছে—হাঁ-হাঁ!

লিউকা। পৃথিবীতে সাধারণ, একেবারে সাধারণ মানুষও তো আছে ভাই…

কোসটি। মস্ত মস্ত জ্ঞানের কথা ফেঁদে বোসো না—হেঁয়ালি কোরো না। আমিও খানিকটা বুদ্ধি রাখি। মানুষতো সবাই সাধারণ!

লিউকা। না, না, হেঁয়ালি করছি না। বলছিলাম উর্বর আর অনুর্বর জমির কথা। যা বুনবে…ফসল ফলবেই

কোসটি। তার মানে?

লিউকা। এই তোমার কথাই ধর না…ভগবান যদি নিজে এসে বলতেন, মিথাইলোভ, মানুষ হও।—কোনো ফলই হোতো না—তুমি চিরদিন এমনিই থাকতে…

কোসটি। বটে! জানো, আমার স্ত্রীর কাকা একজন পুলিস কর্মচারী, আমি যদি…

ভ্যাসিলিসা। (ঢুকল) এস, চা খাবে এস।

কোসটি। (লিউকাকে) শুনছ? এখান থেকে চলে যাও—বেরিয়ে যাও! শুনছ?

ভ্যাসিলিসা। হাঁ, হাঁ, বেরিয়ে যাও! তোমার জিভটা তো খুব বড়। কে জানে তুমিও হয় তো জেল-পালানো কয়েদী!

কোসটি। আজ বাদে কাল যদি তোমাকে এখানে দেখি—সাবধান করে দিচ্ছি।

লিউকা। খুড়োকে ডাকবে তো? বেশ, ডাক না! বল, এক জেল-পালানো কয়েদীকে ধরেছ—হয়তো খুড়ো পুরস্কারও পেয়ে যাবে—তিন কোপেক পুরস্কার!

বাবনফ। (জানলায়) কি দর কষা-কষি করছ তোমরা? কে তিন কোপেক পাবে?

লিউকা। ওরা আমাকে ধরিয়ে দিতে চাইছে....

ভ্যাসিলিসা। (স্বামীকে) চলে এস।

বাবনফ। তিন কোপেকের জন্যে? তা পারে, ওরা এক কোপেকের জন্যেও ধরিয়ে দিতে পারে।

কোসটি। (বাবনফকে) তুমি হঠাৎ ক্ষেপে উঠলে কেন?

ভাসিলিসা। পৃথিবীটা তো চোর-জোচ্চোরের মেলা।

লিউকা। চা-টা বেশ জমবে বোধহয় এবার!

ভ্যাসিলিসা। (ঘুরে দাঁড়িয়ে) চুপ! (স্বামীকে নিয়ে বেরিয়ে গেল।)

লিউকা। আজই চলে যাচ্ছি।

বাবনফ। হা, মানে মানে সরে পড়া ভালো!

লিউকা। ঠিক বলেছ!

বাবনফ। আমি জানি কিনা। সময় মতো পালিয়ে ফাঁসিকাঠ এড়িয়ে গিছলাম।

লিউকা। কি ব্যাপার ?

বাবনফ। সে এক ব্যাপার ভাই। বৌটা মনিবের সঙ্গে পিরিত জমাল; লোকটা মস্ত ব্যবসাদার। কুকুরের চামড়া এমন রং করে দিত মনে হোতো র‍্যাকুনের চামড়া—বিড়ালের চামড়াকে চালাত কাঙারুর চামড়া বলে। রং করায় ভারি ওস্তাদ ছিল সে। আমার বৌটা তো গিয়ে তার সঙ্গে জুটল—দুজনে দুজনের জন্যে ক্ষেপে উঠল যেন। ভয় হোলো, আমাকে না বিষ খাইয়ে দেয়, বা অমনি ধারা কিছু করে বসে—বউকে বেধড়ক পেটাতে শুরু করলাম—মনিবও আমাকে পালটা পেটাতে লাগল। একদিন সে ছিঁড়ে দিল আমার দাঁড়ি, পাঁজর ভেঙে দিল—আমিও বউকে একখানা গজমাপা লোহা দিয়ে ঝাড়লাম মাথায়—রীতিমত লড়াই আর কি! তারপরে ভেবে দেখলাম, এতে কোনো ফল হবে না। তাই বৌটাকে মেরে ফেলব ঠিক করলাম। অনেক ভাবলাম তারপর মনে হোলো, না পালিয়ে যাই…

লিউকা। ঠিকই করেছিলে। ওরা কুকুরের চামড়া বসে বসে রং করুক ··

বাবনফ। দোকানটা ছিল বৌয়ের নামে, সব ছেড়ে ছুড়ে দিয়েই আসতে হোলো: আর থাকতোও না—মদ খেয়েই উড়িয়ে দিতাম। পাকা মাতাল আমি··

লিউকা। পাকা মাতাল ?

বাবনফ। হাঁ, এমনটি আর পাবে না। একবার শুরু করলে হয়, সব-কিছু খেয়ে ফেলব—শেষ পয়সাটা পর্যন্ত উড়ে যাবে। থাকবে শুধু চামড়া আর হাড় ক'খানা। তাছাড়া লোকটাও কুঁড়ে। কাজ করতে আমার ভারি ঘেন্না!

(স্যাটাইন আর অভিনেতা ঝগড়া করতে করতে ঢুকল।)

স্যাটাইন। সব মিথ্যে—মিথ্যে, কোথাও যেতে পাবে না তুমি। এই বুড়ো, রূপকথা শুনিয়ে ওর মাথাটা বিগড়ে দিলে কেন বল তো ?

অভিনেতা। মিথ্যে কথা, তুমি মিথ্যে কথা বলছ! দাদু, ওকে বল ও মিছে কথা বলছে! আমি চলে যাচ্ছি। আজ কাজ করেছি—রাস্তা সাফ করেছি—এক ফোঁটা ভদকা খাইনি। ভাব দেখি একবার ? এই যে পনেরো কোপেক! হুঁ, এখনও নেশা করিনি কিন্তু।

স্যাটাইন। দাও, আমাকে দাও. হয় মদ খেয়ে উড়িয়ে দেব, নয়তো তাসে উড়ে যাবে।

অভিনেতা। ভাগ্—এ আমার পথের কড়ি।

লিউকা। (স্যাটাইনকে) ওকে বিপথে নিয়ে যাচ্ছ কেন ভাই ?

স্যাটাইন। ওহে গনৎকার, ভগবানের প্রিয় গনৎকার, বল দেখি, আত্মার ভবিষ্যত কি হবে। আমি তো গেছি·· কিন্তু এখনো বুঝি সময় আছে দাদু ?

লিউকা। কনস্টানটাইন, তোমাকে আমার ভারি পছন্দ, ভারি আমুদে মানুষ তুমি।

বাবনফ। ওহে অভিনেতা, এদিকে এস। (অভিনেতা জানলার কাছে গেল, বাবনফের সঙ্গে চাপা গলায় কথা বলছে।)

স্যাটাইন। স্যাঙাৎ, একদিন খুব চালাক ছোকরা বলে নাম ছিল। ভাবতেও মজা লাগে। ভালো নাচতাম, মঞ্চেও অভিনয় করেছি, লোককে খুশি করেই ছিল আমার আনন্দ,···ভারি আনন্দের দিন ছিল তখন।

লিউকা। এ অবস্থা কি করে হোলো ?

স্যাটাইন। বুড়ো, তুমি দেখছি অনুসন্ধিৎসু। সব-কিছুই জানতে চাও, তাই না ? কেন জানতে চাও বল তো ?

লিউকা। মানুষের জীবনের ধারাটা আমি বুঝতে চাই, জানতে চাই। তোমাকে-

দেখে বোঝা যায় না। তুমি সাহসী, বোকা তুমি নও, কিন্তু কেন এমন হোলো ?

স্যাটাইন। জেল, দাদু জেল! বারো বছর সাত মাস জেলে কাটিয়ে এলাম, তারপর কোথায় আর যাব বল ?

লিউকা। জেলে গিছলে কেন ?

স্যাটাইন। এক বদমায়েসের জন্যে—তাকে হঠাৎ রেগে গিয়ে খুন করি · আর তারই ফলে এল হতাশা···জেলে বসে শিখলাম তাস খেলা।

লিউকা। কোনো মেয়ের জন্যে বুঝি তাকে খুন করেছিলে ?

স্যাটাইন। আমার বোন, সে আমার বোন! আমাকে একা থাকতে দাও বুড়ো·· সওয়াল-জবাব আমার ভালো লাগে না। আর সে তো বহু দিনের কথা। বোন মারা যাবার পর ন বছর কেটে গেল। কিন্তু সে ছিল চমৎকার মেয়ে!

লিউকা। তুমি তো জীবনটাকে সহজ করে নিয়েছ ভাই। ঐ কামারটা কিছুক্ষণ আগে এখানে এসেছিল—কি তার চিৎকার!

স্যাটাইন। কে আন্দ্রেই ?

লিউকা। হাঁ, চিৎকার শুরু করল, কাজ নেই, কিছু নেই।

স্যাটাইন। অভ্যেস হায় যাবে'খন। কিন্তু আমি কি করব ?

লিউকা। (আস্তে আস্তে) ঐ যে ও আসছে! (আন্দ্রেই ধীরে ধীরে ঢুকল, মাথা তার নিচু হয়ে আছে।)

স্যাটাইন। এই যে বিপত্নীক! মাথা নিচু করে আছ কেন ? কি ভাবছ ?

আন্দ্রেই। ভাবছি, এখন কি করব। কিচ্ছু নেই আমার···কবর দিতে সব চলে গেছে।

স্যাটাইন। শোন, শোন! পরামর্শ দিচ্ছি; কিচ্ছু কোরো না। পৃথিবীর পিঠে আর একটা বোঝা না-হয় বাড়লো।

আন্দ্রেই। বলে যাও, বলে যাও! কিন্তু আমার যে লজ্জা করে···

স্যাটাইন। কেন লজ্জা করবে বল তো? যারা তোমাকে কুকুরের চাইতেও অধম করে রেখেছে তাদের তো লজ্জা করে না! ভেবে দেখ: তুমি আমি, হাজার হাজার লাখো লাখো লোক যদি কাজ বন্ধ করে দিই, কি হবে তাহলে?

আন্দ্রেই। কি আবার হবে? সবাই উপোস করে মরবে!

লিউকা। (স্যাটাইনকে) এই যদি তোমার মত, তাহলে বোগউনস্‌দের দলে যোগ দিচ্ছ না কেন?

স্যাটাইন। আমি জানি দাদু। ওরা কিন্তু বোকা নয়।

(নাতাশার চিৎকার শোনা গেল: কেন, কেন? আমি কি করেছি?)

লিউকা। ঐ—ঐ, নাতাশা চিৎকার করছে।

(কোসটিলিয়ফের ঘর থেকে হুলুস্থুল, চীনে মাটির বাসন ভাঙার শব্দ শোনা গেল। কোসটিলিয়ফ্‌ ঘর থেকে চিৎকার করে বলছে, মাদী কুত্তা, মাদী কুত্তা—)

ভ্যাসিলিসা। তুমি থাম না! আমি ওকে সবুত করছি…

নাতাশা। ওরা আমাকে মেরে ফেলল, খুন করে ফেলল!

স্যাটাইন। (জানলার কাছে গিয়ে) এই, কি করছ তোমরা?

লিউকা। (কাঁপতে কাঁপতে) ভ্যাস্‌সিলি, ভ্যাসিলি কোথায়? তাকে ডাক—

অভিনেতা। (ছুটে যেতে যেতে) হা ভগবান! এখুনি তাকে ডেকে আনছি।

বাবনফ। আজকাল ওরা ওকে খুব মারছে!

স্যাটাইন। চল বুড়ো, আমরা সাক্ষী হব।

লিউকা। (যেতে যেতে) সাক্ষী—সাক্ষী হব কেন? ডাক, এখুনি ভ্যাসিলিকে ডাক?

নাতাশা। কেন, কেন! ভ্যা—আ—আ—

বাবনফ। কাপড় পুরে মুখ বন্ধ করে দিচ্ছে—যাই দেখি গে।

(কোসটিলিয়ফের ঘরের গোলমাল এবার হলে শোনা যাচ্ছে।

বুড়োর চিৎকার, থামো! থামো! একটা দরজা সশব্দে বন্ধ হোলো, সঙ্গে সঙ্গে গোলমাল খানিকটা চাপা পড়ে গেল। মঞ্চ চুপচাপ। গোধূলি ঘনিয়ে এসেছে বাইরে, মঞ্চের আলো-আঁধারি ভাব।)

আন্দ্রেই। (স্লেজের উপর বসে হাত ঘষছে, বিড় বিড় করে কি যেন বকছে, এবার স্পষ্ট শোনা গেল) কি হবে এখন? বাঁচতে হবে (জোরে); চাই মাথা গোঁজবার আস্তানা—কি হবে? না না, আস্তানা নেই, কিচ্ছু নেই···শুধু আছে মানুষ...কোন আশা তার নেই·· কেউ তাকে সাহায্য করতে চায় না (আস্তে আস্তে মাথা নিচু করে বেরিয়ে গেল। নিস্তব্ধতা—হঠাৎ কোথায় যেন গোলমাল শুরু হয়েছে, বাড়ছে গোলমাল, কাছে এসে পড়ছে। কয়েকটি স্বর শোনা যাচ্ছে)।

ভ্যাসিলিসা। ছেড়ে দাও বলছি। আমি ওর বোন—

কোসটি। তোমরা এসে জুটলে কোন্ স্ববাদে শুনি?

ভ্যাসিলিসা। পুরনো পাপী সব!

স্যাটাইন। ভাসকাকে ডাক, শীগগির ডাক। জব—মার তো এক ঘুসি! (পুলিসের হুইস্‌ল। তাতার এসে ঢুকল, তার ডান হাত গলার সঙ্গে ফাঁস দিয়ে ঝুলনো)

তাতার। নতুন আইন হয়েছে দেখছি, দিনে যত পার খুন করে যাও! (জব ঢুকল, পেছনে পেছনে মিডডিয়েডিফ।)

জব। একখানা কষিয়েছি বটে!

মিড। কি এত আস্পর্ধা! মারামারি করছ?

তাতার। তোমার ভাবগতিকখানাই বা এমন ভালো কি? তোমার কাজ কি এখন?

মিড। (ছুটতে ছুটতে) থাম, থাম! আমার হুইসল দাও!

কোসটি। (ছুটে এসে ঢুকল) আব্রাম···ওকে ধর, ধর! খুনে, ও খুনে! (কাসনিয়া আর নাস্তিয়া নাতাশাকে ধরাধরি করে নিয়ে ঢুকল। স্যাটাইন ভ্যাসিলিসাকে ঠেলে দিচ্ছে। আলিওসকা পাগলের মতো ভ্যাসিলিসার কানের কাছে শিস দিচ্ছে, চিৎকার করছে। আরো বহু আস্তানার বাসিন্দে জড়ো হয়েছে। তাদের পরনে ছেঁড়া পোশাক)

স্যাটাইন। (ভ্যাসিলিসাকে) মাদি কুত্তা কোথাকার!

ভ্যাসিলিসা ছাড় বলছি, ছাড়! পুরনো পাপী, দাগী আসামী, তোকে আমি টুকরো টুকরো করে ফেলব—আমার প্রাণ যায় সেও ভি আচ্ছা!

কাসনিয়া। (নাতাশাকে এক পাশে সরিয়ে দিয়ে) কার্পোভ্না, তোমার লজ্জা করে না বাছা। ক্ষেপে গেছ না কি?

মিভ। (স্যাটাইনকে ধরে) এবার ধরেছি!

স্যাটাইন। জব, মার, মার! ভাসকা, ভাসকা!

(দেয়ালের কাছে ওরা এ ওকে জড়িয়ে ধরে ধস্তাধস্তি শুরু করল। নাতাশাকে তক্তাগুলোর উপর বসিয়ে দেওয়া হয়েছে। পেপেল ছুটে এল, এসেই সে ভিড় ঠেলে সরিয়ে দিচ্ছে···)

পেপেল। নাতালিয়া, কোথায় তুমি?

কোসটি। (এক কোণে লুকিয়ে) আব্রাম! ধর, ধর, ভাস্কাকে ধর! ভাইসব, ওকে ধর তোমরা! বেটা চোর, ডাকাত!

পেপেল। বেজন্মা (ঘুসি উঁচালো। কোসটিলিয়ফ হঠাৎ পড়ে গেল। শরীরের উপরের অংশ দেখা যাচ্ছে। পেপেল নাতাশার কাছে ছুটে গেল।)

ভ্যাসিলিসা। ভাইসব, ভাস্কাকে মার! ঐ চোর বেটাকে মার!

মিভ। (স্যাটাইনকে চিৎকার করে) তোমরা এর ভেতরে এলে কেন? এটা পারিবারিক ব্যাপার, ওরা আত্মীয়, তুমি কে হে যে—

পেপেল। (নাতাশাকে) কি করেছে ওরা? মাগীটা ছুরি মেরেছে নাকি?

কাসনিয়া। পশু, পশু! গরম জল ফেলে পায়ে ফোস্কা পড়িয়ে দিয়েছে।

নাস্তিয়া। সামোভারটা উলটে গেছে—আগে জেনে নেওয়া উচিত ছিল।

নাতাশা। (অর্ধমূর্ছিত) ভ্যাসিলি আমাকে নিয়ে চল।

ভ্যাসিলিসা। ওগো, কে কোথায় আছ, এস! ও মরে গেছে; ওকে খুন করেছে!

(সবাই হলে যাবার পথে ভিড় করল। বাবনফ পেপেলের কাছে গেল।)

বাবনফ। (আস্তে আস্তে) ভাস্‌কা, বুড়ো তো পটল তুলেছে।

পেপেল। (যেন কিছু বুঝতে পারেনি, এমনি ভাবে) লোক ডেকে আন, ওকে হাসপাতালে নিয়ে যেতে হবে · ওর সঙ্গে আমি বোঝাপড়া করতে চাই।

বাবনফ। বুড়ো মরে গেছে—কেউ ওকে খুন করেছে।

(হঠাৎ আগুনে জল পড়লে যেমন নিভে যায় তেমনি গোলমাল থেমে গেছে, শোনা যাচ্ছে স্পষ্ট ফিস্‌ফিসানি: "সত্যি?" "চল ভাইসব, আমরা সরে পড়ি।" "শয়তান!" "পুলিস আসবার আগেই সরে পড়া ভালো!" ভিড় মিলিয়ে গেল। নাস্তিয়া আর কাসনিয়া কোসটিলিয়ফের মৃতদেহের কাছে এল।)

ভ্যাসিলিসা। (হঠাৎ উঠে পড়ে কাঁদতে লাগল) আমার স্বামী খুন হয়েছে—ভাসকা তাকে খুন করেছে! আমি দেখেছি—আমি দেখেছি! ভাস্যা—পুলিস, পুলিস!

পেপেল। (নাতাশার কাছ থেকে সরে এসে) একটু একা থাকতে দেবে তোমরা? (তারপর কোসটিলিয়ফের দিকে চেয়ে ভ্যাসিলিসাকে) খুশি হয়েছ তো? (পা দিয়ে মৃতদেহটা ছুঁয়ে) বুড়ো বেজন্মাটা তাহলে পটল তুলেছে! তোমার ইচ্ছে তো পূর্ণ হোলো! তোকেও

যদি অমনি করে মেরে ফেলি। (ভ্যাসিলিসার উপর ঝাঁপিয়ে পড়ল। স্যাটাইন আর জব ওকে চেপে ধরল। ভ্যাসিলিসা ছাড়া পেয়ে পালিয়ে গেল।)

স্যাটাইন। ভাস্‌কা! অবুঝ হোয়ো না!

জব। হাঁ, অতো তাড়া কিসের!

ভ্যাসিলিসা। (আবার ফিরে এসে) ভাস্‌কা, ভাস্‌কা শুনছ? অদৃষ্টকে এবার এড়াতে পারলে না বন্ধু! পুলিস, পুলিস আসছে! আব্রাম, বাঁশি বাজাও।

মিড। কি করে বাঁশি বাজাই বল না! শয়তানটা যে আমার বাঁশি কেড়ে নিয়ে গেছে।

আলি। আহা হা, দুঃখ কি! আমিই না হয় বাজালাম (বাঁশি বাজাল, মিডভিয়েডিফ তার পেছনে পেছনে ছুটছে।)

স্যাটাইন। (নাতাশার কাছে পেপেলকে নিয়ে গিয়ে) ভয় নেই ভাস্‌কা! বেশিদিন জেল খাটতে হবে না। মারামারি করতে গিয়ে বেটা পটল তুলেছে ··

ভ্যাসিলিসা। ধর, ধর, ভাস্‌কাকে ধর, ওই খুন করেছে, আমি দেখেছি

স্যাটাইন। বুড়োকে আমিও তো দু-চার ঘা দিয়েছি—আমাকে তুমি সাক্ষী মেনো।

পেপেল। নিজের পক্ষ সমর্থন করতে আমি চাই না—এর ভেতর ভ্যাসিলিসাকেও জড়াতে চাই, হাঁ, ঠিক ওকে জড়াব! ও চেয়েছিল বুড়ো মরে যায়—ওই আমাকে খুন করতে বলেছে—বাধ্য করেছে।

নাতাশা। (হঠাৎ জোরে) ওঃঃ বুঝেছি, ভ্যাসিলি এই ব্যাপার? আমার বোন আর ও—ওরা দুজনেই দোষী! আগেই ওরা মতলব ছকে রেখেছিল! ওঃ, তাই তুমি কিছুক্ষণ আগে আমার সঙ্গে কথা বলছিলে—ও সব শুনতে পায় এই ছিল তোমার ইচ্ছে! ওগো

ভালো মানুষরা, শোনো তোমরা—আমার বোন ওর পিরীতের মানুষ একথা তোমরা জানো! সে ওকে দিয়ে সোয়ামীকে খুন করায়—ওদের পথের বাধা ছিল সে, আমিও তো আর একটা বাধা। তাই ওরা আমারও এমনি দশা করেছে···

পেপেল। নাতালিয়া! কি হয়েছে? কি বলছ তুমি?

স্যাটাইন। বাজে, বাজে কথা!

ভ্যাসিলিসা। মিথ্যে কথা। ও মিথ্যে কথা বলছে। ভ্যাসিলি ওকে খুন করেছে, আমার স্বামীকে খুন করেছে···

নাতাশা। না, না, ওরা দুজনেই দোষী! ভগবান তোমাদের দুজনকে যেন শাস্তি দেন!

স্যাটাইন। কি গোলমেলে ব্যাপার রে বাবা! ভ্যাসিলি, নিজে ঠিক থেকো, তা না হলে ওরা তোমাকে ফাঁসাবে!

জব। ওঃ, কি গোলমেলে ব্যাপার! কিছু বুঝতে পারছি না।

পেপেল। নাতালিয়া! এ সত্যি হতে পারে না। তুমি নিশ্চয়ই বিশ্বাস কর না, করতে পার না যে আমি ওর সঙ্গে—

স্যাটাইন। হাঁ, হাঁ, নাতাশা; একবার ভেবে দেখ—

ভ্যাসিলিসা। (ফালি পথে দাঁড়িয়ে) হুঁজুর, ওরা আমার স্বামীকে খুন করেছে। ঐ যে ভাস্কা পেপেল, ওই খুন করেছে! ক্যাপটেন, আমি নিজের চোখে দেখেছি—সবাই দেখেছে।

নাতাশা। (আর্তনাদ করে) ওগো ভালো মানুষরা, শোনো! ভাস্কা আর আমার ঐ বোন তাকে খুন করেছে।·· ওগো পুলিস, তোমরা শোনো—আমার এই বোন—ওর পিরিতের মানুষকে দিয়ে খুন করিয়েছে। ঐ যে-লোকটা দাঁড়িয়ে আছে—ওরা দুজনে তাকে খুন করেছে।

ওদের এখনি জেলে দাও! হাকিমের কাছে নিয়ে যাও! আমাকেও নিয়ে চল! আমিও জেলে যাব! চলো, চলো, আমাকেও নিয়ে চলো! যীশু-যীশু!

(পর্দা নেমে এল)

চতুর্থ অঙ্ক

প্রথম অঙ্কের সেই কুঠরী। কিন্তু পেপেলের ঘরের চিহ্নও আর নেই, বেড়া সরিয়ে নেওয়া হয়েছে। তাছাড়া, আন্দ্রেই যেখানে বসে কাজ করত, সেখানে ভস্ত্রাটাও দেখা যাচ্ছে না। পেপেলের ঘর যেখানে ছিল, সেখানে তাতার দিব্যি হাত পা ছড়িয়ে শুয়ে আছে, কেমন অস্থির যেন তার ভাব, মাঝে মাঝে গোঙাচ্ছে। আন্দ্রেই একটা টেবিলের ধারে বসে কনসার্টিনা সারাচ্ছে, মাঝে মাঝে ঠিক হোলো কিনা দেখছে। টেবিলের আর এক ধারে বসে স্যাটাইন, ব্যারন আর নাস্তিয়া। সুমুখে এক বোতল ভদকা, তিন বোতল বিয়ার।...একখানা মস্ত বড় রুটিও পড়ে আছে টেবিলের উপর। অভিনেতা স্টোভের উপর শুয়ে এপাশ-ওপাশ করছে আর কাসছে। এখন রাত। টেবিলের মাঝখানে একটা বাতি, তারই আলোয় মঞ্চ আলোকিত। বাইরে রাতের হাওয়ার গোঙানি।

আন্দ্রেই। হাঁ, গোলমালের ভিতরেই সে সরে পড়েছে। এক ঝলক ধোঁয়ার মতই......

ব্যারন। একেবারে পুলিসের চোখের সুমুখ দিয়ে উধাও হয়ে গেল!

স্যাটাইন। অমনি করেই তো পাপীরা ধার্মিকের সঙ্গ ছেড়ে পালায়।

নাস্তিয়া। ভারি ভালো লোক ছিল কিন্তু। তোমরা, তোমরা কি মানুষ? তোমরা—তোমরা হচ্ছ লোহার উপর মরচে।

ব্যারন। (মদ্য পান করে) ভদ্রে, তোমার উদ্দেশ্যে এই পাত্তর শেষ করলাম হ্যাঁ, তোমারই উদ্দেশ্যে!

স্যাটাইন। বুড়ো অন্যের খোঁজ-খপর খুব করত। তাই তো নাস্তেঙ্কা ওর প্রেমে পড়ে গেছে।

নাস্তিয়া। হ্যাঁ, পড়েছিই তো। পাগলের মতোই ওর প্রেমে পড়েছি। ও সব জানত, বুঝত।

স্যাটাইন। (হেসে) আরে তা তো বটেই। যারা চিবুতে পারে না তাদের কাছে ও ছিল যেন গলানো খাবার।

আন্দ্রেই। দয়ার শরীর ছিল ওঁর। তোমরা তো মায়াদয়া কাকে বলে জানোই না।

স্যাটাইন। তোমাকে মায়াদয়া করে আমার লাভটা কি শুনি?

আন্দ্রেই। আচ্ছা, আচ্ছা, দয়া নাই করলে, কিন্তু পরের অনিষ্ট করা তো উচিত নয়।

তাতার। (মাচায় উঠে বসল, আহত হাতের উপর আলতোভাবে হাত বুলোচ্ছে) চমৎকার লোক ছিল বুড়ো। জীবনের ধর্মই ছিল তার হৃদয়ের ধর্ম। ধর্মকে যারা মেনে চলে তারাই তো মানুষ, যারা মানে না, তাদেব পরিণাম মৃত্যু।

ব্যারন। কি হে রাজপুত্তুর, কোন্ ধর্মের কথা বলছ?

তাতার। ধর্ম তো কতই আছে···

ব্যারন। বেশ, বেশ, বলে যাও।

তাতার। ধর্ম বলে: করো অনিষ্ট কোরো না।

স্যাটাইন। আরে, তুমি যে আইন আওড়াতে শুরু করলে! ফৌজদারি দণ্ডবিধি!

ব্যারন। হ্যাঁ, হাকিমের আইন।

তাতার। না, না, আমি কোরআনের কথাই বলছি। সব চাইতে সেরা আইন এই কোরআন। মানুষের আত্মা হবে তার কোরআন।

আল্রেই। (কনসার্টিনায় ঘা দিয়ে) বাজছে দেখ না! যেন নরক গুলজার। ওহে রাজপুত্তুর ঠিক কথাই বলেছে—মানুষ আইন মেনে চলবে—চলবে ধর্মশাস্ত্র মেনে।

স্যাটাইন। বেশ তো, তুমি মেনে চল!

ব্যারন। হাঁ, চেষ্টা করে দেখ!

তাতার। পয়গম্বর মোহাম্মদ আমাদের আইন-কানুন তৈরি করেছেন। তিনি বললেন, এই হোলো আইন—যেমনটি লেখা আছে, ঠিক মেনে চলবে! একদিন আসবে, যখন কোরআনের আইনের প্রয়োজন ফুরিয়ে যাবে—তখন যুগ জন্ম দেবে তার নিজের আইন—জানো, যুগ তার নিজের আইন-কানুন সৃষ্টি করে।

স্যাটাইন। যুগ একদিন ফোজদারি দণ্ডবিধির জন্ম দিয়েছিল কিন্তু অতো তাড়াতাড়ি তো সে ফুরিয়ে যায়নি। যুগের পর যুগ চলে গেছে, কিন্তু সে এখনো তেমনি আছে, আর থাকবেও।

নাস্তিয়া। (গেলাসটা সশব্দে টেবিলের উপর আছড়ে ফেলে) কেন, কেন এখানে থাকব তোমাদের সঙ্গে—আমি চলে যাব—পৃথিবীর শেষ প্রান্তে চলে যাব।

ব্যারন। ভদ্রে, জুতো না পরেই যাবে?

নাস্তিয়া। দরকার হয় ন্যাংটো হয়ে, চার পায়ে হামাগুড়ি দিয়ে চলে যাব, তবু এখানে থাকব না! না, না, না!

ব্যারন। ভারি, ভারি চমৎকার হবে! একেবারে ছবিটি যেন!

নাস্তিয়া। হাঁ, হাঁ, দরকার হলে তাই-ই করব, তবু তোমাদের মুখ দেখতে আমি চাই না!—এই জীবন, এই লোকগুলো, চারদিকের এই সব-কিছুর উপর আমার বিরক্তি ধরে গেছে!

স্যাটাইন। যখন যাবে আমাদের অভিনেতাটিকেও সঙ্গে নিও। তোমারই পথের

পথিক সে। সে খবর পেয়েছে, পৃথিবীর শেষ প্রান্তে পৌছবার আধ মাইলটাক আগে এক হাসপাতাল আছে—সেখানে রোগগ্রস্ত—

অভিনেতা। (স্টোভের উপর থেকে মুখ বাড়িয়ে) শরীরের চিকিৎসা হয়। হাঁ, সেখানে সে যাবে—নিশ্চয়ই যাবে—আচ্ছা, দেখবে তোমরা!

ব্যারন। সে-টা কে শুনি?

অভিনেতা। কে আবার! এই দাসানুদাস।

ব্যারন। ধন্যবাদ—হাঁ, ভালোকথা, ওর নামটা কি? নাটকের দেবীর নামটা কি বলো না হে?

অভিনেতা। মূর্খ! কলালক্ষ্মী তিনি—কলালক্ষ্মী!

স্যাটাইন। লাটেসিস্—হেরা—আফ্রোদিতে, আত্রোপস্ · চুলোয় যাক ওরা। দেখছ তো ব্যারন, বুড়োটা অভিনেতার মগজে ওইসব বাজে জিনিস পুরে দিয়ে সরে পড়েছে!

ব্যারন। মূর্খ, বুড়োটা একটা মূর্খ! তাঁর নাম মেলপোমেণি।

অভিনেতা। বেজন্মার দল, দেখবি, দেখবি—বেরাঞ্জাঁরের সেই লাইন—সে চলে যাবে। হাঁ, তোমরা তখন মাতবে তাণ্ডবে—সে এমন এক আশ্রয় খুঁজে পাবে যেখানে—যেখানে···

ব্যারন। যেখানে কিছু নেই—তাই না?

অভিনেতা। বেশ তো, নাই রইল! এই অন্ধকূপেই আমার কবর, রুগ্ন, রুগ্ন আমি মৃত্যুর পথে চলেছি···আচ্ছা, বলতে পার, তোমরা বেঁচে আছ কেন? কেন?

ব্যারন। ওহে, প্রতিভা কি তাণ্ডব যাই হও না কেন, অতো জোরে চেঁচিয়ো না!

অভিনেতা। চেঁচাব আমার ইচ্ছে।

নাস্তিয়া। (টেবিল থেকে মাথা তুলে হাত বাড়িয়ে) হাঁ, হাঁ, চেচাও! থেমো না! ওদের শোনাও তোমার কথা!

ব্যারন। কিন্তু তাতে কি ফল ?

স্যাটাইন। ব্যারন, ছেড়ে দাও ওদের কথা ! গোল্লায় যাক ওরা ! ওদের ইচ্ছে, ওরা চিৎকার করে, মাথা খুঁড়ে মরুক ! ওদের পাগলামোরও একটা নিয়ম আছে। বুড়োর মতো ওদের বাধা দিও না। সে আমাদের গোটা দলকে যাদু করে রেখে গেছে !

আন্দ্রেই। ওদের সে চলে যাবার কথা বলেছে, কিন্তু পথ বাত্‌লে দিতে পারেনি।

ব্যারন। বুড়োটা একটা ধাপ্পাবাজ !

নাস্তিয়া। মিথ্যেবাদী কোথাকার। তুমি নিজে একজন ধাপ্পাবাজ।

ব্যারন। চুপ, চুপ !

আন্দ্রেই। বুড়ো সত্যি কথা একদম পছন্দ করত না—বরং সত্যি কথা শুনলে চটে যেত এই কথাই তো বলতে চাও ? কিন্তু সে কি ঠিক করেনি ? আচ্ছা বল তো, এই দুনিয়ার সত্যিটা কোথায় ভাই ? অথচ সত্যি ছাড়া নিশ্বেস ছাড়তেও পারছ না। আমাদের তাতার-রাজপুত্তুরের কথাই ধর না : কাজে হাতখানা গেছে, এখন কেটে বাদ দেওয়া ছাড়া আর উপায় নেই। এই তো তোমার সত্যি কথা, নির্জলা সত্যি কথা !

স্যাটাইন। (টেবিল চাপড়ে) চুপ ! কুত্তার বাচ্চা, চুপ ! বুড়োটার সম্বন্ধে আর একটা কথাও বলতে পাবে না ! (ব্যারনকে) ব্যারন, তুমি দলের ভেতরে সব চাইতে খারাপ। কোনো কিছুই বোঝ না, অথচ মিছে কথা বলছ ঝুড়ি ঝুড়ি। না, না, বুড়ো ধাপ্পাবাজ নয়। সত্যি কি ? মানুষ—মানুষই তো একমাত্র সত্যি। বুড়ো মানুষকে চিনত, তোমরা তাও চেন না ! তোমরা সবাই বোবা, পাথরের মতোই বোবা। আমি কিন্তু বুড়োকে ঠিক চিনেছিলাম ! সে মিছে কথা বলত, কিন্তু সে তো শুধু তোমাদের উপর করুণা করে…নিছক

করুণা করে। এমনি হাজারো লোক তাদের আশে পাশের লোকদের উপর করুণা করেই মিছে কথা বলে। আমি জানি, আমি বইয়ে পড়েছি। তারা সুন্দর বানিয়ে বলে, অনুপ্রেরণা জোগায়, মনকে নাড়া দেয়! কখনো মিছে কথা সান্ত্বনা দেয়, কখনো আনে শান্তি। যে বোঝা একজন মজুরের হাত পিষে দিয়ে গেল, তাকে ন্যায়ত সমর্থন করতে পারে একমাত্র এই মিথ্যে কথা। সে দিতে পারে অভিশাপ। আমি জানি, মিথ্যার দাম আমি জানি। যে বুভুক্ষু, দুর্বল, যে তার নিজের দোষে পরভোজী—মিথ্যে কথায় তার প্রয়োজন আছে বই কি! মিথ্যে কথা তখন তার অবলম্বন, তার চাল। তার ধর্ম। কিন্তু যে শক্তিমান, যে নিজের প্রভু, যে মুক্ত, যে প্রতিবেশীকে শোষণ করে না—তার তো মিথ্যের আশ্রয় নেওয়ার প্রয়োজন নেই! মিথ্যে কথা—মিথ্যে কথা হচ্ছে দাস আর দাসের মালিকদের ধর্ম! আর মুক্ত স্বাধীন ধর্ম এই সত্য!

ব্যারন। চমৎকার! চমৎকার বলেছ সাঙাৎ! আমিও তোমার সঙ্গে একমত। বেশ সাধুলোকের মতোই তো কথাগুলো বলে গেলে!

স্যাটাইন। চোর কি কখনো সত্যি কথা বলতে পারে না? কেন, সাধু লোকরাও তো মাঝে মাঝে চোর-বদমায়েসের মতই কথা বলেন? হ্যাঁ, প্রায় সবই ভুলে গেছি কিন্তু এখনো দু-একটা কথা মনে পড়ে। বুড়োর কথা বলছ? সে জ্ঞানী। পুরানো নোংরা রুপোর টাকা যেমন দ্রাবকের সংস্পর্শে এসে বদলে যায়, তেমনি ও আমাকে বদলে দিয়ে গেছে! এস, আমরা ওর স্বাস্থ্য পান করি! গেলাসগুলো কানায় কানায় ভরে উঠুক…(নাস্তিয়া গেলাসে বিয়ার ভর্তি করে স্যাটাইনের হাতে দিল, সে হাসছে) ব্যাপারটা কি জানো, বুড়ো থাকত নিজেকে নিয়ে। নিজের দৃষ্টিকোণ দিয়ে দেখত এই পৃথিবীটাকে। একদিন আমি তাকে জিজ্ঞেস করেছিলাম আচ্ছা দাদু, মানুষ বাঁচে কেন

বলতে পার? (লিউকার গলার স্বর এবং তার অঙ্গভঙ্গী অনুকরণ করতে চেষ্টা করে) সে উত্তর দিলে: কেন, বাপু, মানুষতো নিজের উন্নতির আশায়ই বেঁচে থাকে! একটা উদাহরণ দিচ্ছি: পৃথিবীতে বহু ছুতোর আছে আর আছে বহু বাজে লোক—ওরা একদিন সবাই মিলে সৃষ্টি করল এমন এক ছুতোরকে যার দুনিয়ায় জুড়ি মেলা ভার। সে সবার সেরা ছুতোর, তার সৃষ্টিতে ফুটে উঠল তার ব্যক্তিত্বের আভাস, সঙ্গে সঙ্গে অন্য ছুতোরদের উপর পড়ল তার প্রভাব। তারা একদিনে বিশবছর এগিয়ে গেল, সমস্ত ব্যবসার পক্ষেই এই কথা খাটে। কামার, মুচি, চাষা এমন কি সম্রান্ত লোকেরাও এই উন্নত জীবনের জন্যেই বেঁচে থাকে! প্রতি লোকটাই মনে করে সে তার নিজের জন্যেই বেঁচে আছে কিন্তু সে বেঁচে আছে উন্নত জীবনের কামনায়। হাঁ, হাঁ, এই উন্নত জীবনের জন্যেই তো আমরা বেঁচে থাকি, (নাস্তিয়া স্যাটাইনের দিকে তাকাল। আল্লেই কাজ বন্ধ করে শুনছে। ব্যারন মাথা নিচু করে আছে, আঙুল দিয়ে টেবিলে টোকা দিচ্ছে! অভিনেতা স্টোভের উপর থেকে নামছে) সাঙাৎ, সবাই—সবাই এরই জন্যে বাঁচে, এই মানুষের কামনা। তাই তো পরস্পরকে সম্মান করতে শিখতে হবে আমাদের। কেন না, সে কে, কেন সে জন্মেছে, কি সে করতে পারে—একথা কি করে জানব আমরা? কে জানে হয় তো তার আবির্ভাবই নিয়ে আসবে আমাদের সুদিন। তাই বিশেষ করে ছোটদের করব সম্মান, তাদের দেব স্বাধীনতা। তাদের বাধা হয়ে দাঁড়াব না আমরা, হাঁ, হাঁ, ওদের আমরা করব সম্মান!

ব্যারন। (চিন্তিত হয়ে) উন্নত জীবন, উন্নত জীবন! আমার নিজের পরিবারের কথা মনে পড়িয়ে দিলে··ক্যাথেরিনের সময় থেকে এই

পুরনো বংশধারা চলে আসছে···সবাই সম্ভ্রান্ত, সবাই যোদ্ধা···এঁরা ফরাসী···দেশের সেবা করতেন আর তারই ফলে উন্নতির স্তরে স্তরে উঠে এলেন। প্রথম নিকোলাসের সময়ে আমার পিতামহ গুস্তাভ স্তভিল এক উচ্চ পদেই অধিষ্ঠিত ছিলেন।···ধনদৌলত ··হাঁ, হাজার হাজার দাস···হাজার হাজার ঘোড়া···

নাস্তিয়া। মিথ্যেবাদী ! এসব সত্যি নয় !

ব্যারন। (লাফিয়ে) কি, কি বললে ?

নাস্তিয়া। এসব মিছে কথা !

ব্যারন। (চিৎকার করে) তাঁর একটা বাড়ি ছিল মস্কোতে, আর একটা ছিল পিটাবস্‌বুর্গে। আর ছিল গাড়ি···গাড়ির উপরে ছিল বংশের নিশানা আঁকা—(আন্দ্রেই কনসার্টিনা নিয়ে এক পাশে চলে গেল। সে দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে দৃশ্যটা উপভোগ করছে।)

নাস্তিয়া। তুমি মিছে কথা বলছ !

ব্যারন। চুপ, চুপ ! হাঁ—তাঁর ছিল—

নাস্তিয়া। মিছে কথা, মিছে কথা !

ব্যারন। খুন করে ফেলব !

নাস্তিয়া। গাড়ি তাঁর একখানাও ছিল না !

স্যাটাইন। চুপ নাস্তেঙ্কা ! ওকে চটিও না !

ব্যারন। বটে মাদী কুত্তা !·· হাঁ, তারপর শোনো : ঠাকুর্দা—

নাস্তিয়া। কিছুই ছিল না ! কেন শুনছ ? ঠাকুর্দাও ছিল না, (স্যাটাইন হো হো করে হেসে উঠল।)

ব্যারন। (চুপ করে বেঞ্চে বসে পড়ে) স্যাটাইন, ঐ বেশ্যাটাকে বলে দাও—তুমিও হাসছ ? তুমিও আমাকে বিশ্বাস করছ না ? (হতাশ হয়ে চিৎকার করে উঠল, টেবিলের উপর ঘুষি মারছে) হাঁ, হাঁ, সত্যি—সত্যি—গোল্লায় যাও তোমরা—গোল্লায় যাও !

নাস্তিয়া। (সোল্লাসে) তাহলে কাঁদছ বন্ধু? বন্ধু, এইবার বুঝে দেখ, কেউ বিশ্বাস না করলে কেমন লাগে!

আন্দ্রেই। (টেবিলের ধারে ফিরে এসে) আমি তো ভেবেছিলাম, যুদ্ধই বাধে বুঝি!

তাতার। ওরা বোকা, বেহাদ্দ বোকা!

ব্যারন। আমাকে ঠাট্টা করবে, এ আমি, সইব না! না, না, আমার কাছে প্রমাণ আছে, দলিল আছে···চুলোয় যাও তোমরা!

স্যাটাইন। ভুলে যাও, তোমার ঠাকুর্দার গাড়ির কথা ভুলে যাও! অতীতের গাড়ি হাঁকিয়ে কোথাও তো যাওয়া চলবে না বন্ধু!

ব্যারন। কিন্তু—ওর সাহস কি যে অমনি করে—

নাস্তিয়া। শোনো, শোনো! আমার কি সাহস!

স্যাটাইন। হাঁ, সাহস ওর আছে। কেনই বা থাকবে না? তোমার চাইতে ওই বা কম কিসে? তবে হাঁ, গাড়ি আর ঠাকুর্দা তো দূরের কথা, অতীতে ওর বাবা মা-ই ছিল না—একথা নিশ্চিত বলা যায়।

ব্যারন। (শান্ত হয়ে) সত্যি এমন নিস্পৃহভাবে তর্ক করতে পার তুমি, আর আমি···আমার দৃঢ়তা বলে কিছু নেই!

স্যাটাইন। কিছুটা আয়ত্ত কর—কাজে লাগবে···(বিরতি) নাস্তিয়া, হাসপাতালে যাবে না?

নাস্তিয়া। কেন?

স্যাটাইন। নাস্তাস্কাকে দেখতে।

নাস্তিয়া। তুমি কি এইমাত্র জেগে উঠলে নাকি? আজ ক'দিন হোলো হাসপাতাল থেকে সে বেরিয়েছে। তার আর পাত্তাও মিলছে না।

স্যাটাইন। মেয়েটা তো যাবার জন্যে মুখিয়ে ছিল।

আন্দ্রেই। এখন দেখা যাক, ভাস্কা জেতে না ভ্যাসিলিসা জেতে?

নাস্তিয়া। ভ্যাসিলিসাই জিতবে! মেয়েটা আচ্ছা ধড়িবাজ! ভাস্‌কাকে এবার ফাঁসিকাঠেই ঝুলতে হোলো!

স্যাটাইন। খুন করার অপরাধে? না শুধু জেলে ··

নাস্তিয়া। ওর-তো ফাঁসিকাঠই ভালো ছিল—তোমাদের সবাইকেই তো ওখানেই পাঠানো উচিত·· ঝেঁটিয়ে যত জঞ্জাল গর্তে ফেললেই তো বাঁচি।

স্যাটাইন। (অবাক হয়ে) ব্যাপার কি? পাগল হলে নাকি?

ব্যারন। এক ঘা কষিয়ে দাও না, তবু খানিকটা বক্‌বক্ কম করবে!

নাস্তিয়া। একবার গায়ে হাত দিয়েই দেখ না!

ব্যারন। আচ্ছা!

স্যাটাইন। থামো, থামো! ওকে অপমান কোরো না! মগজ থেকে বুড়োর কথা কিছুতেই দূর হচ্ছে না! (হেসে) তোমার আশে পাশের মানুষদের ব্যথা দিও না! ধর আমিই যদি অমনি ব্যথা পেয়ে থাকি —জীবনে কি তা ভুলব? ক্ষমা করতে পারব? না, না!

ব্যারন। (নাস্তিয়াকে) তোমার দলের আমি নই—একথা তুমি বুঝতে পার না?

নাস্তিয়া। বেজন্মা কোথাকার! রকম দেখ না! পোকার হাত থেকে যেন একটা আপেল বাঁচাচ্ছে।

আন্দ্রেই। বোকা কোথাকার!

ব্যারন। রাগ করাও যায় না, ওতো একটা গাধা—

নাস্তিয়া। বটে, হাসছ! নিজেদের ব্যাভার দেখে বুঝি হাসি পায় না?

অভিনেতা। (বিষণ্ণভাবে) আচ্ছা করে ক'ঘা কসিয়ে দাও না!

নাস্তিয়া। সাধ্যি থাকলে কি আর দিতাম না! (একটা পেয়ালা নিয়ে মেঝেয় আছড়ে ভাঙল) এমনি করে ছুড়ে ফেলতাম তোমাদের—এমনি করে ভেঙে ফেলতাম!

তাতার। এই—পেয়ালা ভাঙছ কেন ?

ব্যারন। (উঠে) রোসো ! আমি ওকে সহবত শিখিয়ে দিচ্ছি !

নাস্তিয়া। (ছুটে দরজার দিকে যেতে যেতে) চুলোয় যাও তোমরা—গোল্লায় যাও তোমরা !

স্যাটাইন। (পিছনে ডাকল) এই—কাকে ভয় দেখাতে চাইলে বল তো ? এত গোলমালই বা কেন ?

নাস্তিয়া। যা ভেবেছি ! কুত্তা ঘেউ ঘেউ করবেই ! কুত্তার দল ! (দৌড়ে চলে গেল)।

অভিনেতা। স্বস্তি ! স্বস্তি !

তাতার। আল্লা ! রুশ মেয়েগুলো সত্যিই পাগল ! ওদের সাহস আছে, নিজের খুশি মতো চলে। কিন্তু তাতার মেয়েরা অমন নয় ! তারা আইন মেনে চলে !

আন্দ্রেই। দু ঘা লাগানোই উচিত ছিল !

ব্যারন। বেশ্যা কোথাকার !

আন্দ্রেই। (কনসার্টিনায় ঘা দিয়ে) সারিয়ে তো দিলাম, কিন্তু মালিকই এখানে নেই ! সে তো নিজের জীবন নিজেই পুড়িয়ে ছাই করে দিচ্ছে !

স্যাটাইন। কিহে এখন এক পাত্তর চলবে নাকি ?

আন্দ্রেই। ধন্যবাদ ! এখন শুতে যাবার সময়।

স্যাটাইন। কেমন লাগছে আমাদের ?

আন্দ্রেই। (পান করে নিজের মাচায় গেল) বেশ লাগছে···মানুষ সব জায়গায়ই থাকে—প্রথমে নজর পড়ে না · কিন্তু কিছু দিন গেলে ঠিক—সব ঠিক হয়ে যায়··· (তাতার মাচার উপর কয়েকখানা ছেঁড়া ন্যাকড়া পাতল, এবার হাঁটু গেড়ে প্রার্থনা করছে)।

ব্যারন। (স্যাটাইনকে) দেখ, দেখ !

স্যাটাইন! চুপ, চুপ ! ও ভালো লোক, একা থাকতে দাও ! (হো হো

করে হেসে) আজ যেন দয়া—একটু দয়ার ভাব মনে আসছে। কি হোলো, শয়তানই এক জানে!

ব্যারন। মদ খেলেই তুমি কেমন কোমল হয়ে পড়, জ্ঞানের কথাও তখন শোনা যায়।

স্যাটাইন। হাঁ, মদ খেলে আমার সব-কিছু ভালো লাগে। ও প্রার্থনা করছে? বেশ তো! মানুষ বিশ্বাস করুক আর না করুক—সে তার নিজের ব্যাপার। সে স্বাধীন—নিজের বিশ্বাস আর অবিশ্বাস, ভালোবাসা আর জ্ঞান—সব-কিছুরই দাম তো তাকেই দিতে হবে! এই দাম দেয় বলেই তো সে স্বাধীন! মানুষ—মানুষই তো একমাত্র সত্যি। কিন্তু এই মানুষটি কে? এ তুমি বা আমি একা নই—তুমি, আমি আর সে, নেপোলিয়ন আর মহম্মদ—সবাই মিলিয়ে এই মানুষের সৃষ্টি। (আঙুল দিয়ে শূন্যে একটি মানুষের আকৃতি আঁকল) বুঝতে পারলে? এ এক বিরাট পুরুষ। এর ভিতরে সব-কিছুর আদি আর অন্ত পাবে। মানুষের জন্যেই সব-কিছুর সৃষ্টি, আবার মানুষের ভিতরেই তাদের বিকাশ! মানুষ—শুধু মানুষই আছে এ জগতে—সব-কিছু তার হাত আর মগজের সৃষ্টি! মানুষ—হাঁ মানুষ, বিরাট মানুষ মহিমময়। তাই তাকে করতে হবে সম্মান, করুণার প্রলেপ বুলিয়ে তাকে নিচে নামিয়ে দেওয়া চলবে না—সম্মান, তার চাই সম্মান! ব্যারন, এস সেই মানুষের উদ্দেশ্যে পান করি আমরা! (উঠে) ভাবতেও ভালো লাগে তুমি মানুষ! আমি কয়েদী, খুনে, চোর—মেনে নিলাম এই খেতাব। পথে যখন বেরুই মানুষ আমার দিকে তাকিয়ে থাকে, তারা আমাকে দেখলে দূরে সরে যায়, তারা গালাগাল দেয়, কুত্তা, ধড়িবাজ কত কি! বলে কাজ কর, কাজ কর। কেন কাজ করব? পেটের জন্যে? (হো হো করে হাসল।) যারা পেটের জন্যে ভাবে

তাদের আমি ঘৃণা করি। ব্যারন, ঠিক বলিনি? মানুষ তার চাইতে অনেক উঁচুতে। বুভুক্ষার চাইতে ঢের বড় মানুষ!

ব্যারন। তুমি বিশ্লেষণ করতে পার তাই খানিকটা সান্ত্বনাও পাও···কিন্তু আমার নিজের কথা বলছি, সে ক্ষমতা আমার নেই। আমি—আমি জানি না—(চারদিকে তাকিয়ে) ভাই, মাঝে মাঝে কেন যেন ভয় হয়। বুঝলে তো? ভয় হয়—কারণ, পরে কি হবে তাতো জানি না।

স্যাটাইন। বাজে কথা! মানুষ আবার ভয় করবে কাকে?

ব্যারন। (পরিক্রমণ করতে করতে) যতদূর মনে পড়ে···আমার মাথাটা কেমন গুলিয়ে গিছল। কোনো কিছুই কখনো বুঝতে পারি নি। তাই কেমন যেন হয়ে যাই, মনে হয় সারাজীবন কিছুই করিনি, শুধু পোশাক বদলেছি। কেন বদলেছি—সে উত্তর তো দিতে পারব না। এক সময়ে লেখাপড়া শিখেছিলাম—সম্ভ্রান্ত বংশের ছেলেদের উর্দি পরে বিশ্ববিদ্যালয়ে পড়েছি···কিন্তু কি শিখেছি তাই ভাবি। কিছু মনে পড়ে না। বিয়েও করেছিলাম··ফ্রক কোট আর ড্রেসিং গাউনও ছিল···বৌয়ের সঙ্গে কখনো মিলত না···তারপর সব ফুঁকে দিলাম। পরলাম ধূসর রঙের জামা আর ইটরঙা পাতলুন। কিন্তু কি করে নিজের সর্বনাশ করলাম, আজ আর বিন্দুমাত্র ধারণা নেই ···রাজসরকারে বড় চাকরি করতাম···উচ্চপদের তকমা আঁটা ছিল টুপিতে আর উর্দিতে···তারপর একদিন সরকারী টাকা চুরি করলাম —ওরা কয়েদির পোশাক পরিয়ে দিল—সেই পোশাকেই তো এখানে এসে উঠেছি—সব যেন স্বপ্নে ঘটে গেল—ভারি মজার ব্যাপার, না?

স্যাটাইন। মজার নয়, বাজে ব্যাপার বল!

ব্যারন। হাঁ, বাজেও বলতে পার। আমারও তাই মনে হয়। কিন্তু আমি কি কোনো উদ্দেশ্য নিয়ে জন্মাইনি?

স্যাটাইন। (হেসে) হয়তো মানুষের জন্ম উন্নততর মানুষকে জন্ম দেবার জন্তেই। (মাথা নেড়ে) ঠিক, ঠিক।

ব্যারন। শয়তানি নাস্ত্‌কা কোথায় পালাল? আমি যাই…যাই-ই হোক মেয়েটা—(প্রস্থান)

অভিনেতা। তাতার, (বিরতি) রাজপুত্তুর! (তাতার ফিরে তাকাল) আমার আমার জন্তে প্রার্থনা কর ভাই…

তাতার। কি বললে?

অভিনেতা। (আস্তে) প্রার্থনা কর—আমার জন্তে প্রার্থনা কর!

তাতার। নিজের আত্মার জন্তে নিজে প্রার্থনা কর!

অভিনেতা। (স্টোভের উপর থেকে হামাগুড়ি দিয়ে নেমে এসে টেবিলের কাছে গিয়ে এক পাত্র মদ ঢেলে খেল। তার ।হাত কাঁপছে। এবার সে দৌড়ে গেল ঘরের বাইরে) সব শেষ! সব শেষ!

স্যাটাইন। কোথায় চললে তুমি?

(স্যাটাইন শিস দিচ্ছে। মিডভিয়েডিফ ঢুকলো, তার গায়ে মেয়েদের ফ্লানেলের জামা। বাবনফ তার পেছনে। দুজনেই একটু মাতাল হয়েছে। বাবনফের হাতে সেদ্ধ মাছ, বগলে একটা ভদকার বোতল, কোটের পকেটেও একটা।)

মিড। উট প্রায় গাধার মতোই দেখতে—শুধু কান দুটোই নেই।

বাবনফ। এই চুপ, তুমিই তো একটা গাধা।

মিড। উটের কান নেই, না কান নেই। নাকের ফুটো দুটো দিয়ে শোনে।

বাবনফ। (স্যাটাইনকে) বন্ধু, তোমাকে যে রেস্তরাঁ আর ক্যাবারেতে খুঁজে খুঁজে হয়রান হয়ে গেছি। নাও, এই বোতলটা ধর—আমার হাত তো ভর্তি…

স্যাটাইন। টেবিলের উপর রাখলেই তো ল্যাঠা চুকে যায়।

বাবনফ। ঠিক, ঠিক! এই গাধা—দেখ্‌ দেখ্‌, একে বলে বুদ্ধিমান!

মিড। সব চোরগুলোই বুদ্ধিমান। মগজ সাফ না থাকলে কি চুরি করা যায়! ভালো লোকের বোকা হলেও চলে, কিন্তু চোরের চাই বুদ্ধি! ও কথা যাক! উটের ব্যাপারটায় সাঙাৎ কিন্তু ভুল করেছ …তুমি ইচ্ছে করলে উড়তে পার… ওদের শিং নেই…দাঁতও নেই।

বাবনফ। আর সবাই কোথায় গেল? কে কোথায় আছ, এস। আমি খাওয়াচ্ছি! ও কোণে কে?

স্যাটাইন। মদ খেয়েই ফতুর হয়ে যাবে দেখছি!

বাবনফ। হাঁ, যা বলেছ! এবার বেশি রেস্তও নেই! জব—জব কোথায়?

আন্দ্রেই। সে এখানে নেই!

বাবনফ। এই ডালকুত্তা…ঘেউ ঘেউ করে না! মদ খাও, ফুর্তি কর, অমন গোমরা মুখ করে থেকো না। আমি সবাইকে খাওয়াচ্ছি, খাওয়াতে ভারি ভালোবাসি আমি। যদি বড় লোক হতাম একটা বিনে পয়সার রেস্তরাঁ খুলে দিতাম। গান-বাজনা চলত সেখানে—এস, এস, খাও দাও, গান বাজনা শোনো, শান্তিতে কাটাও দুদণ্ড! এস ভিখারীর দল, বিনে পয়সায় এস আমার হোটেলে! স্যাটাইন, আমার অর্ধেক পুঁজি তোমাকে দিলাম।

স্যাটাইন। যা কিছু আছে, এখুনি সব দিয়ে দাও!

বাবনফ। আমার সব পুঁজি? এখুনি দিচ্ছি। এই এক রুবল—এই বিশ কোপেক—আরো পাঁচ কোপেক দিচ্ছি। তাছাড়া, আছে সূর্যমুখীর বিচি—আর তো কিছু নেই ভাই।

স্যাটাইন। চমৎকার! আমার কাছে তবু নিরাপদে রইল—আমি টাকা দিয়ে জুয়ো খেলব!

মিড। আমি সাক্ষী—টাকাও রাখতে দিয়েছে। কত টাকা আছে যেন?

বাবনফ। এই উট! আমাদের সাক্ষীর দরকার নেই।

আলিওস্কা। (খালি পায়ে ঢুকল) ভাই, আমার পা দুখানা একেবারে ভিজে গেছে।

বাবনফ। গলা ভিজিয়ে নাও না সাভাৎ, কিচ্ছু হবে না। তুমি ভারি ভালো ছেলে···গান গাও, বাজনাও বাজাও—খুব ভালো! কিন্তু মদটা একটু কম খেও, ও জিনিটা ভারি খারাপ ··

আলি। তোমাকে দিয়েই তো আমি নিজের বিচার করি। একমাত্র যখনই মাতাল হও, তখনই তোমাকে মানুষ বলে মনে হয়। আন্দ্রেই, আমার বাজনাটা মেরামত করেছ? (গান ও নাচ) আমায় মদের পাত্তরটা যদি সুন্দর না হয় প্রিয়া তো তোমাকে ভালোবাসবে না ভাই—ঠাণ্ডায় জমে গেলাম যে!

মিড। হুঁ—তোমার প্রিয়াটি কে শুনি?

বাবনফ। থামো না! সাভাৎ, এখন থেকে তুমি আর পুলিসও নও, খুড়োও নও।

আলি। এখন থেকে তুমি শুধু আমাদের খুড়ির সোয়ামী।

বাবনফ। তোমার এক ভাইঝি গেল জেলে, আর একজন তো মর মর।

মিড। মিথ্যে কথা। সে মরছে না, উধাও, একেবারে উধাও হয়ে গেছে। (স্যাটাইন হাসল)

বাবনফ। একই কথা ভাই, ভাইঝিই যার নেই, সে আবার খুড়ো কিসের!

আলি। হুজুর, বুড়ো মেড়ার দলের বাজনা শুনুন এবার!

আমার প্রিয়ার ছিল টাকাকড়ি
আমার নেই আধলাও
কিন্তু লোকটা আমি—উঃ কি ঠাণ্ডারে বাবা!

(জব ঢুকল। যবনিকা যতক্ষণ না পড়বে এমনি পুরুষ আর মেয়ের দল ঢুকবে, পোশাক ছাড়বে, মাচায় শুয়ে পড়বে। শোনা যাবে তাদের বিরক্তিপূর্ণ স্বর)।

জব। বাবনফ, পালিয়ে গিছলে কেন?

বাবনফ। আরে এস, এস, বোসো। ভাই, এবার আমরা সেই প্রিয় গানটা গাই, কি বল?

তাতার। রাত ঘুমের জন্যে! দিনের বেলা যত খুশি গান গেও।

স্যাটাইন। রাজপুত্তুর, আরে কি হবে ওতে—এস, এখানে এস!

তাতার। কি হবে—মানে? লোকে গান গাইলে গোলমাল হবে না?

বাবনফ। (তাতারের কাছে গিয়ে) কাউন্ট—মানে রাজপুত্তুর—হাতখানা কেমন? কেটে বাদ দিয়ে দিয়েছে নাকি?

তাতার। কেন বাদ দেবে? দেখা যাক না—হয়তো বাদ দিতে হবে না—হাত তো আর লোহা দিয়ে তৈরি নয়, কাটতে খুব সময়ও লাগবে না।

জব। তোমার ব্যাপার তুমি বোঝ। হাত গেলে তো অকেজো হয়ে গেলে। শিরদাঁড়া আর হাত দুখানা, এই দিয়েই তো আমাদের বিচার। হাতের গর্ব যদি না রইল, মানুষ তো আর রইল না! থাক্ গে—এস, এক গেলাস ভদকা খাও। দুশ্চিন্তা দাও উড়িয়ে!

কাসনিয়া। (ঢুকল) এই যে আমাদের আস্তানার বাসিন্দেরা! বাইরে কি বিশ্রী দিন। শুধু বরফ… আর বরফ! কই গো, আমার পুলিসটি কোথায় গেল?

মিড। এই তো এখানেই আছি!

কাসনিয়া। আমার ব্লাউসটা আবার গায়ে দিয়েছ! আবার মাতাল হয়েছ? ব্যাপারটা কি শুনি?

মিড। আজ যে বাবনফের জন্মোৎসব…তার ওপর যা ঠাণ্ডা!

কাসনিয়া। থাক্, থাক্! এখন ঘুমিয়ে পড়গে!

মিড। (রান্নাঘরে যেতে যেতে) ঘুম? হাঁ, ঘুমতে তো হবেই—রাতও হয়েছে।

স্যাটাইন। কি ব্যাপার, ওকে এত কড়া শাসনে রেখেছ যে?

কাসনিয়া। কি করব বন্ধু, উপায় নেই। ওর মতো লোককে কড়া শাসনেই রাখতে হয়। ওকে যখন ভালোবাসার মানুষ করলাম, ভাবলাম কোনো না কোনো উপকারে লাগবে—লড়াইয়ের লোকতো বটে!

তোমরা যে সব বাউণ্ডুলে আছ…আর আমি মেয়েমানুষ…কিন্তু কি হোলো ? লোকটা মাতাল হয়ে গেল—না, না, এসব চলবে না !

স্যাটাইন। আচ্ছা ভালোবাসার মানুষই পাকড়েছ !

কাসনিয়া। ভালো পেলাম না, কি করব ? তুমি তো আর আমার সঙ্গে ঘর করবে না !—নিজেকে ভারি ভদ্দর লোক ভাব কিনা ! আর আমার সঙ্গে ঘর করতে এলেও এক হপ্তার বেশি থাকতে না ! তুমি তো আমারপুঁজি-পাটা—এমনকি আমাকেও জুয়ো খেলায় বাজি রেখে বসতে।

স্যাটাইন। (হো হো করে হেসে) বাঃ, বাড়িওয়ালী বাঃ ! বেশ বলেছ। আমি তোমাকেও—

কাসনিয়া। হাঁ, আলিওস্‌কা কোথায় ?

আলিওস্‌কা। এই তো এখানেই রয়েছি।

কাসনিয়া। আমাকে নিয়ে কি সব রটাচ্ছ তুমি ?

আলি। আমি ? আমার বিবেক যা বলে তাই। বলেছি, চমৎকার মেয়ে-মানুষ ! মাংস, চর্বি আর হাড় মিলিয়ে কমসে কম চারশো পাউণ্ডের বেশি তো হবেই। কিন্তু মগজে বুদ্ধি ? এক ফোঁটাও তুমি পাবে না !

কাসনিয়া। মিথ্যেবাদী ! বুদ্ধি খুব আছে। আমি আমার পুলিসকে ধরে মারি, একথাও তো বলেছ ?

আলি। চুল ধরে যখন টানা-হেঁচড়া কর, তখন কি আর দু-চার ঘা না দাও—তুমি তো তেমন মেয়েমানুষ নও, বাড়িউলী !

কাসনিয়া। (হেসে) মাগো, কি বোকা ! অন্ধ নাকি তুমি ? বাইরে ওসব কথা বলতে আছে ? ঐ কথা শুনেই তো ও মদ ধরেছে।

আলি। তা একটা মুরগীর বাচ্চাও যখন মদ খেতে ভালোবাসে—ওতো বুড়ো মরদ—একটু আধটু ধরবে বই কি।

(স্যাটাইন ও আন্দ্রেই হাসল)

কাসনিয়া। হাস—দাঁত বার করে খুব হাস ! কেমন লোক গো তুমি আলিওস্‌কা ?

আলি। কেমন আবার! একেবারে পয়লা নম্বরের লোক! সব বিষয়েই ওস্তাদ, নিজের নাকের পেছনে পেছনে চলি।

বাবনফ। (তাতারের কাছে গিয়ে) এস, এস, ঘুমোতে কিছুতেই দেব না। সারারাত আজ গান গাইব, কি বল জব?

জব। হাঁ, হাঁ!

আলি। আর আমি বাজাব বাজনা।

স্যাটাইন। আর আমরা শুনব!

তাতার। (হেসে) বেশ, বেশ! বাবনফ, এই শয়তান, ভদকা নিয়ে এস—খেয়ে নরক গুলজার করি! শীগ্‌গিরই তো সব ফুরিয়ে যাবে—আসবে মৃত্যু।

বাবনফ। দাও স্যাটাইন, ভরে দাও পাত্তর। জব, তুমি বসে পড়। আচ্ছা ভাইসব—মানুষ কি চায় বলতে পার? মদ খেলাম, ফুর্তি হোলো, এর বেশি কি চাই! জব, আমার সেই গানখানা শুরু কর। আমি গাইব, তারপর কাঁদব·· কাঁদব।

জব। (গান) সূর্য ওঠে, আবার ডুবে যায়···

কয়েদখানা তবুও আঁধিয়ার···

(হঠাৎ দরজাগুলো খুলে গেল)

ব্যারন। (উঠোনে দাঁড়িয়ে চিৎকার করছে) আরে, তোমরা এস, এদিকে এস। পোড়ো জমিতে—এইখানে—এই উঠোনে অভিনেতা গলায় দড়ি দিয়ে ঝুলছে···

(নিস্তব্ধতা) সবাই ব্যারনের দিকে তাকিয়ে আছে। তার পেছনে এসে দাঁড়িয়েছে নাস্তিয়া। চোখদুটো তার ভয়ে বড় হয়ে গেছে। সে আস্তে আস্তে টেবিলের ধারে এল।

স্যাটাইন। (সহজভাবে) বোকা, বেহদ্দ বোকা! এমন গানটা মাটি করে দিল!

[পর্দা নেমে এল]

সমাপ্ত